

# ইসলামী মূল আব্দীদাহর বিশ্লেষণ

মুলো

কর্মসূচি প্রকল্প

জনসমাজ বিন আল-ইমারাইন  
সমস্যা, সংরক্ষণ ও উন্নয়ন পরিষদ,  
সৌদীআরব।

অন্তর্বাচন :

জনসমাজ আলীমুজ্ঞাহ বিন এহুলান উচ্চার

প্রকাশনার।

উচ্চুল হামাম না ওয়া ও এরশাদ কার্যালয়

ফোন - ৪৮২৬৪৬৬ / ৪৮৮৪৪৯৬

ফ্যাক - ৪৮২৫৮৮৯

রিয়াদ - সৌদী আরব।

Kingdom of Saudi Arabia

The Cooperative Office For Call And Guidance

To Communities at Um AL- Hammam

Under The Supervision Of The Ministry Of Islamic Affairs

Endowment Guidance & Propagation

Tel. 4826466 / 4884496 Fax 4827489 - P.O. Box 31021 Riyadh 11497

# ইসলামী মূল আকৃতিদাত্র বিশ্লেষণ

মূল্য়েঃ

মহামান্য শায়খ  
মুহাম্মদ বিন ছালেহ আল-উসাইমীন  
সদস্য, সর্বোচ্চ উলামা পরিষদ,  
সৌদীআরব।

অনুবাদে :-

মুহাম্মদ আলীমুল্লাহ বিন এহ্সান উল্লাহ

প্রকাশনায়

উচ্চুল হামাম দা'ওয়া ও এরশাদ কার্য্যালয়

ফোন- ৮৮২৬৪৬৬ / ৮৮৮৪৪৯৬

ফ্যাক্ট - ৮৮২৭৪৮৯

রিয়াদ - সৌদী আরব।

ح) المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بأم الحمام، ١٤٢٣هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثاء النشر

العثيمين ، محمد بن صالح

شرح اصول الایمان / ترجمة محمد علیم بن احسان الله

. - الرياض .

١٧٦ ص : ١٢ × ١٧ سـ

ردمك : ٩٩٦٠-٩١٨٠-٤-١

(النص باللغة البنغالية)

١- الایمان (الاسلام)

١- ابن احسان الله ، محمد علیم الله (مترجم) بـ العنوان

٢٢/١٩٦٤

٢٤٠ دبوی

رقم الإيداع : ٢٣/١٩٦٤

ردمك : ٩٩٦٠-٩١٨٠-٤-١

حقوق الطبع محفوظة للمكتب التعاوني  
للدعوة والإرشاد وتوعية  
الجاليليات بأم الحمام  
ولا يسمح بطبعه إلا بإذن خطوي  
من المكتب إلا من أراد طبعه وتوزيعه مجاناً

الطبعة الأولى

٢٠٠٢ - ١٤٢٣هـ

## সূচীপত্র

**বিষয়**

**পৃষ্ঠা নং**

১। অনুবাদকের কথা ..	৩
২। ভূমিকা..	৫
৩। ইসলাম ধর্ম..	৯
৪। ইসলামের মৌলিক বৈশিষ্ট্যবলী..	১৩
৫। ইসলামের ভিত্তিসমূহ ..	১৯
৬। ইসলামী আকৃদাহর ভিত্তিসমূহ..	২৭
৭। আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান... .	২৯
৮। ফেরেশ্তাদের প্রতি ঈমান... .	৬৩
৯। আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান. ৭৪	
১০। নবী-রাসূলগণের প্রতি ঈমান... .	৭৮
১১। আখেরাতের দিনের উপর ঈমান... .	৯৮
১২। ভাগ্যের প্রতি ঈমান... .	১৪০
১৩। ইসলামী আকৃদাহর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহ...	১৪৬

## বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

### অনুবাদকের কথা

আল্লাহ তা'আলার অসংখ্য প্রশংসা যিনি  
নিখিল বিশ্বের একমাত্র রব প্রভু-প্রতিপালক।  
তিনি আমাদের সকলের একমাত্র ইলাহ বা  
সত্য মাঝে। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় সকায়  
যেমন এক ও অদ্বিতীয় তেমনি তাঁর  
গুণাবলীতেও অনন্য ও অতুলনীয়। দরদ ও  
সালাম সেই মহান নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু  
আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি, যাকে আল্লাহ  
তা'আলা সত্য-সঠিক দ্বীন ইসলাম সহকারে  
সমগ্র বিশ্বজগতের জন্য রহমাতুল লিল  
'আলামীন রূপে প্রেরণ করেছেন এবং তাঁর  
বংশধর ও সাহাবায়ে কেরামগণের প্রতি এবং  
কিয়ামত পর্যন্ত ঐ সমস্ত লোকদের প্রতি যারা  
নিষ্ঠার সাথে কোরআন ও সুন্নাহর আনুগত্য ও  
অনুসরণ করে চলে।

জেনে রাখুন, দ্বীন ইসলামের মূল ভিত্তি হল  
ঈমান, অর্থাৎ সহীহ আকীদাহর উপর। অথচ  
আজ আমাদের মুসলিম সমাজের এক বিরাট  
অংশ কোরআন ও সুন্নাহর আলোকবর্তিকা এবং  
ঈমান ও আকীদাহর জ্ঞান থেকে বহুদুরে

অবস্থান করার ফলে তারা কুফর, শিরুক এবং  
বিভিন্ন বিভ্রান্তিতে নিপত্তি হয়ে ঘুরপাক  
খাচ্ছে।

আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন :

(وَمَا يُؤْمِنُ أكثُرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونْ )

অর্থঃ “তাদের অধিকাংশ আল্লাহর উপর  
ঈমান রাখে, কিন্তু তারা শিরুক করে।”

(সূরা ইউসুফ, আয়াত-১০৬)

লেখক এই পুস্তিকাটিতে ইসলামী  
আকীদাহর মূল ভিত্তি সমূহ সম্পর্কে জ্ঞানগর্ভ  
আলোচনা করেছেন। নির্ভেজাল ইসলামী  
আকীদাহর জ্ঞানার্জনের জন্য বইটির অপরিসীম  
গুরুত্ব অনুধাবন করে বাংলাভাষায় উহার  
অনুবাদ করার জন্য আমি প্রয়াসী হই।

অনুবাদে কোন ভুলত্রুটি দৃষ্টিগোচর হলে  
আমাকে অবহিত করার জন্য বিনীত অনুরোধ  
করা হল। অসীম দয়ালু আল্লাহর নিকট আকুল  
আবেদন, তিনি যেন খালেসভাবে আমার এই  
পরিশ্রম কবূল করেন এবং এই কিতাবের সঙ্গে  
সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য দুনিয়ার কল্যাণ ও  
আখেরাতে নাজাতের ওসীলা করে দেন।  
আমীন

আবু মাহমুদ, মুহাম্মদ আলীমুল্লাহ

পোঃ দারোগার হাট - ৩৯১২

ছাগল নাইয়া, ফেনী- বাংলাদেশ

বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

## তুমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, আমরা তাঁরই প্রশংসা করি এবং তাঁরই নিকট সাহায্য চাই। তাঁরই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তাঁরই নিকট তাওবা করি। সমস্ত বিপর্যয় ও কুকীর্তি হইতে রক্ষার জন্য আমরা তাঁরই সাহায্য প্রার্থনা করি। আল্লাহ যাকে হিদায়েত দান করেন, তার কেন পথভ্রষ্টকারী নেই; আর যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন, তার কোন পথ প্রদর্শনকারী নেই।

অতঃপর, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি: আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত সত্যিকার কোন মারুদ নেই, তিনি এক এবং অবিতীয়, তাঁর কোন শরীক নেই। আরো সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম) আল্লাহর বান্দাহ ও তার রাসূল।

আল্লাহর পক্ষ থেকে দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক তার রাসূল মুহাম্মদ

(সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উপর, তাঁর বংশধর ও সাহাবায়ে কেরামগণের উপর এবং যারা তাঁদের প্রদর্শিত পথের সঠিক অনুসারী হবে তাদের উপর।

জেনে রাখুন, ইলমে তাওহীদ, তথা আল্লাহর তা'আলার একত্ববাদের জ্ঞান সর্বাপেক্ষা মহৎ ও পবিত্র। কেননা, ইলমে তাওহীদ হল: আল্লাহ তা'আলার নাম ও গুণাবলী সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জন করা এবং বান্দাহর উপর তাঁর অধিকার সমূহ সম্পর্কে অবহিত হওয়া। আর এটাই আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের একমাত্র পথ এবং ইসলামী শরিয়তের মূল ভিত্তি। এজন্যই সমস্ত নবী-রাসূলগণের দাওয়াত ও আহ্বান ছিল এরই প্রতি কেন্দ্রীভূত।

আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন :

(( وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نَوْحِي إِلَيْهِ  
أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ ))

অর্থ: “আপনার পূর্বে আমি যে রাসূলই প্রেরণ করেছি তার প্রতি এ প্রত্যাদেশই পাঠিয়েছি যে, আমি ব্যক্তিত

সত্যিকার কোন মারুদ বা উপাস্য নেই।  
সুতরাং তোমরা একমাত্র আমারই  
এবাদত কর।”

(সূরা আবিয়া, আয়াত - ২৫)

ইহা সেই তাওহীদ যার স্বাক্ষ্য  
আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং নিজের জন্য  
দিয়েছেন এবং স্বাক্ষ্য দিয়েছেন তার  
ফেরেশ্তাগণ ও বিদ্বান ব্যক্তিগণ। আর  
ইহাই আসমানী কিতাব সমূহের মধ্যে  
আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কিত সর্ববৃহৎ  
সাক্ষ্য। আল্লাহ পাক এরশাদ করেন :

(( شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائمًا  
بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم ))

অর্থ: “আল্লাহ সাক্ষ্য দিয়েছেন:  
তিনি ছাড়া আর কোন সত্য মা'রুদ নেই  
এবং ফেরেশ্তাগণ ও ন্যায়নিষ্ঠ  
জ্ঞানীজনও সাক্ষ্য দিয়েছেন, তিনি ছাড়া  
আর কোন সত্যিকার ইলাহ(উপস্য)  
নেই। তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।”

(সূরা আলে-ইমরান, আয়াত - ১৮)

তাওহীদের তাৎপর্য ও মর্যাদা যেহেতু অপরিসীম, তাই প্রত্যেক মুসলমানের অপরিহার্য দায়িত্ব হলো “আল্লাহর তাওহীদ” বা আল্লাহর একত্ববাদের জ্ঞান শিক্ষণ করা, অন্যকে উহার শিক্ষণ প্রদান করা এবং তাওহীদ নিয়ে গবেষণা ও চিন্তা ভাবনা করা। যাতে করে, সে প্রশান্ত মন নিয়ে স্বীয় দ্বীনকে এমন দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করে, যার সফলতা ও পরিণাম নিয়ে সে সুখী হতে পারে।

## ইসলাম ধর্ম

ইসলাম সেই মহান ধর্ম বা সত্য ও সঠিক জীবন বিধান, যা সহকারে আল্লাহর পাক মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে রাহমতুল লিল আ'লামীন নামে প্রেরণ করেন এবং আল্লাহর পাক তাদের পূর্ববর্তী সমস্ত ধর্ম রহিত করে দেন। ইসলামের দ্বারা বান্দাহদের উপর আল্লাহর নেয়ামতের চূড়ান্ত পরিপূর্ণতার ঘোষণা প্রদান করেন এবং বিশ্ব মানবতার জন্য ইসলামকে একমাত্র দ্বীন হিসেবে মনোনিত করেন। তিনি কারো থেকে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম (জীবন-বিধান) করুল করবেন না।

আল্লাহর পাক এরশাদ করেন :

((مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ  
رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ ))

অর্থ: “মোহাম্মদ তোমাদের কোন ব্যক্তির পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহর

রাসূল এবং সর্বশেষ নবী।” (সূরা:  
আহ্যাব, আয়াত-৪০)

আল্লাহ পাক আরো এরশাদ করেন :

((الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ مَا نَهَىٰ وَأَتَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي  
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ بَيْنَا))

অর্থ: “আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম। তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামত সুসম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য একমাত্র দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম।” (সূরা: মায়েদাহ, আয়াত-৩)

আল্লাহ পাক অন্যত্র এরশাদ করেন :

((إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ))

অর্থ: “নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট গ্রহণ যোগ্য দ্বীন হলো একমাত্র ইসলাম।” (সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৯)

আল্লাহ পাক আরো এরশাদ করেন :

(( ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ))

অর্থ: “যে লোক ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম অনুসন্ধান করে, কম্বিনকালেও তার নিকট হতে তা গ্রহণ করা হবে না এবং আবেদনে সে হবে চরম ক্ষতিগ্রস্ত।”

(সূরা আলে-ইমরান, আয়াত ৪ ৮৫)

আল্লাহ পাক মানবকূলের উপর তার মনোনীত এই দ্বীন গ্রহণ করা ফরজ করে দিয়েছেন। তিনি স্বীয় নবীকে সম্মোধন করে এরশাদ করেনঃ

(( قل يايهَا النَّاسُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً  
الَّذِي لَهُ مَلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يَحْيِي  
وَيُمِيتُ فَأَمْنِي بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأَمِيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ  
بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ فَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ))

অর্থ: “(হে মোহাম্মদ) বলে দাও, হে মানবমণ্ডলী, তোমাদের সবার প্রতি আমি আল্লাহর রাসূল। সমগ্র আসমান ও

যমিনে যার রাজত্ব। একমাত্র তিনি ছাড়া আর কেন সত্যিকার উপাস্য নেই। তিনি জীবন ও মৃত্যু দান করেন। সুতরাং তোমরা ঈমান আন আল্লাহর উপর, তার প্রেরিত উম্মী নবীর উপর, যিনি বিশ্বাস রাখেন আল্লাহ ও তার সমস্ত কালামের উপর। তাঁর অনুসরণ কর, যাতে করে তোমরা সঠিক সরল পথপ্রাপ্ত হতে পার।”

(সূরা আল-আরাফ, আয়াত : ১৫৮)

সহীহ মুসলিম শরীফে হ্যরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে আছে, হজরত রাসূলে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেছেন:

“সেই মহান আল্লাহর কসম, যার হাতে মোহাম্মাদের জীবন, যে লোক আমার আবির্ভাব সম্পর্কে অবহিত হবে, সে এই উম্মতের মধ্যে হোক কিংবা ইহুদী-খ্রীষ্টান হোক; অতঃপর সে ইসলাম গ্রহণ ব্যতিরেকে মৃত্যবরণ করবে সে জাহানামে যাবে।”

❖ রাসূলের প্রতি ঈমানের অর্থ:

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া  
সাল্লাম) যে হেদায়েত এবং শিক্ষা নিয়ে  
এসেছেন সে সব বিষয়কে বিশ্বাস  
সহকারে গ্রহণ করা ও উহার প্রতি অনুগত  
হওয়া। শুধু বিশ্বাসের নাম ঈমান নয়।  
এজন্যই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া  
সাল্লাম)-এর চাচা আবু তালেব মুমিন হতে  
পারেননি, অথচ তিনি বিশ্বাস করেছিলেন  
এবং সাক্ষ্য দিয়েছিলেন যে, মোহাম্মদ  
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর  
আনিত ইসলাম সর্বাপেক্ষা উত্তম ধর্ম।

## ❖ ইসলামের মৌলিক বৈশিষ্ট্যাবলী

এক-পূর্ববর্তী সব ধর্মের কল্যাণসমূহ  
ইসলামে নিহিত আছে। তাই ইসলামের  
আগমনের পর পূর্ববর্তী সমস্ত ধর্ম ও  
গ্রন্থসমূহ রহিত হয়ে যায়। বরং অন্যান্য  
ধর্মের উপর ইসলামের বৈশিষ্ট্য এই  
যে, ইহা স্থান-কাল-জাতি নির্বিশেষে  
সবার জন্য উপযোগী।

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল  
 সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে  
 সম্বোধন করে এরশাদ করেন :  
 ((وَنَزَّلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مَصْدُقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ  
 الْكِتَابِ وَمَهِيمِنًا عَلَيْهِ ))

অর্থ: “আমি আপনার প্রতি অবর্তীর্ণ  
 করেছি সত্যগ্রহ যা পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের  
 সত্যায়নকারী এবং সেগুলোর উপর  
 প্রভাব বিস্তারকারী।”

(সূরা আল-মায়েদাহ, আয়াত - ৪৮)

ইসলাম ধর্ম স্থান-কাল-জাতি  
 নির্বিশেষে সবার জন্য উপযুক্ত। এর অর্থ  
 এই যে, ইসলামের প্রয়োগ বা বাস্তবায়ন  
 কোন যুগে বা কোন দেশে জাতীয়  
 স্বার্থের পরিপন্থী নয়। বরং উহা জাতির  
 পক্ষে কল্যাণকর ও উপযোগী। আবার  
 এর অর্থ এই নয় যে, ইসলাম সর্বদা  
 প্রত্যেক স্থান, কাল ও জাতির প্রবৃত্তির  
 অনুগত হয়ে থাকবে; যেমন কোন কোন  
 লোক সেটাই চায়।

**দুই** - ইসলাম সেই মহা সত্য দ্বীন,  
 যদি কোন জাতি (সম্প্রদায়) তার সঠিক  
 অনুকরণ করে তা হলে তাদের প্রতি

আল্লাহর ওয়াদা রয়েছে যে, আল্লাহ  
তাদেরকে সাহায্য করবেন এবং  
জগতের সব ধর্মের উপর ইসলামকে  
জয়যুক্ত করবেন।

আল্লাহ পাক এরশাদ করেন ৪  
(( هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق  
ليظهره على الدين كله ولوكره المشركون ))

অর্থ: “তিনিই তাঁর রাসূলকে  
হেদায়েত ও সত্য ধর্মসহ প্রেরণ  
করেছেন। যাতে একে অন্য সমস্ত ধর্মের  
উপর জয়যুক্ত করেন। যদিও মুশরিকরা  
তা অপচন্দ করে।”

(সূরা আছ্ছফ: আয়াত - ৯)  
তিনি আরো এরশাদ করেন ৫

(( وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات  
ليس تختلفم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم  
وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضي لهم ولبيدلنهم من بعد  
خوفهم أمّا بعدهونني لا يشركون بي شيئاً ومن كفر  
بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون ))

অর্থ: “তোমাদের মধ্যে যারা ইমান  
আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ তাদেরকে

ওয়াদা দিয়েছেন যে, তিনি তাদেরকে অবশ্যই পৃথিবীতে শাসনকর্তৃত্ব দান করবেন। যেমন তিনি শাসনকর্তৃত্ব দান করেছেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই সুদৃঢ় করবেন তাদের ধর্মকে। যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তাদের ভয় ভীতির পরিবর্তে অবশ্যই তাদেরকে শান্তি দান করবেন। তারা আমার এবাদত করবে এবং আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না। এরপর যারা অকৃতজ্ঞ হয়, তারা হলো ফাছেক।”

(সূরা আন-মূর, আয়াত - ৫৫)

**তিন-** ইসলাম: আকিদাহ্ ও শরীয়াত উভয়ের সমন্বয়ে গঠিত বিষয়ের নাম। ইসলাম তার মৌলিক বিশ্বাস ও বিধি-বিধানে পূর্ণাঙ্গ। যেমন-

১। ইসলাম আল্লাহর একত্ববাদের আদেশ দেয় এবং শির্ক থেকে নিষেধ করে।

২। ইসলাম সত্যের আদেশ দেয় এবং মিথ্যা থেকে নিষেধ করে।

৩। ইসলাম ন্যায় ও ইন্সাফের নির্দেশ দেয় এবং জুলম অত্যাচার থেকে নিষেধ করে।

৪। ইসলাম আমানত আদায়ের নির্দেশ ও তাকীদ দেয় এবং আমানতের খেয়ানত করা নিষেধ করে।

৫। ইসলাম প্রতিশ্রূতি রক্ষার নির্দেশ দেয় এবং প্রতিশ্রূতি ভঙ্গ থেকে নিষেধ করে।

৬। ইসলাম মাতা-পিতার সাথে সম্মত বজায় রাখার হুকুম দেয় এবং তাদের প্রতি অবাধ্য আচরণ করা থেকে নিষেধ করে।

৭। ইসলাম আত্মীয় স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার হুকুম দেয় এবং সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করা থেকে নিষেধ করে।

৮। ইসলাম প্রতিবেশীর সাথে সম্মত বজায় রাখার নির্দেশ দেয় এবং অসম্মত বাধা দেয়।

সারকথা, ইসলাম সর্ব প্রকার উত্তম চরিত্রের আদেশ দেয় এবং যাবতীয় কুচরিত্র থেকে নিষেধ করে। প্রতিটি সৎকর্মের হুকুম দেয় ও প্রতিটি অপকর্ম থেকে নিষেধ করে।

আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন :

(( ان الله يأمر بالعدل والإحسان وابيته فلذى  
القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم  
لعلكم تذكرون ))

অর্থ: “আল্লাহ ন্যায় পরায়ণতা, সদাচরণ এবং আতীয় স্বজনকে দান করার আদেশ দেন এবং নিষেধ করেন অশ্রীলতা, অসঙ্গত কাজ ও সীমালংঘন; তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর।

(সূরা নাহল আয়াত - ৯০)

## ইসলামের ভিত্তিসমূহ

ইসলামের ভিত্তি হলো পাঁচটি। এগুলো হ্যরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর একটি হাদীসে উল্লেখিত আছে। তিনি এরশাদ করেছেন:

“ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি বিষয়ের উপর; যথা: (১) এ কথার সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্যিকার মা’বুদ বা উপাস্য নেই এবং মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর বান্দাহ ও তার প্রেরিত রাসূল। (২) নামাজ কায়েম করা, (৩) যাকাত প্রদান করা, (৪) রামযানের রোজা রাখা এবং (৫) কাবাঘরের হজ্জের পালন করা।”

এক ব্যক্তি হাদীসের ধারাবাহিক বর্ণনায় হজ্জকে রামযানের রোজার আগে উল্লেখ করলে হ্যরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) তা অস্বীকার করে বললেন: ‘রামযানের রোজা এবং হজ্জ’ এভাবেই

আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) থেকে শুনেছি।

(বোখারী ও মুসলিম, ভাষা মুসলিমের)

## ১ম ভিত্তি: শাহাদত বাক্য

شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنْ مُحَمَّداً عَبْدُهُ  
وَرَسُولُهُ

এর অর্থ হলো: “সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ তা’আলা ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য সত্যিকার কোন মা’বুদ নেই এবং হ্যরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর বান্দাহ ও তার রাসূল।” এ কথা মনে প্রাণে বিশ্বাস করা এবং মুখে উচ্চারণ করা। এই বাক্যে একাধিক বিষয় থাকা সত্ত্বেও উহাকে ইসলামের একটি ভিত্তি হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

আর তা এই জন্য যে, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর দ্বীনের প্রচারক হেতু তাঁর উবুদিয়্যাত ও রেসালত তথা আল্লাহর বান্দাহ ও রাসূল হওয়ার স্বাক্ষ্য প্রদান -

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ- এর সাক্ষ্য প্রদানের  
সম্পূরক বিষয় হিসেবে বিবেচিত  
হয়েছে।

এই দুটি স্বাক্ষ্যই সমস্ত ইবাদত ও  
সৎকর্ম সহীহ-শুন্দ হওয়া এবং আল্লাহ  
তা'আলার নিকট তা গ্রহণযোগ্য হওয়ার  
পূর্বশর্ত। কারণ কোন ইবাদত শুন্দ ও  
গ্রহণযোগ্য হয় না যতক্ষণ না তার মধ্যে  
দুটি শর্ত পাওয়া যায়; (ক) ইখলাহ  
অর্থাৎ- শিরিক থেকে মুক্ত হয়ে একমাত্র  
আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্যে ইবাদত করা,  
(খ) মুতাবায়াত অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ  
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর  
শিক্ষা ও পদ্ধতি অনুযায়ী ইবাদতগুলো  
সম্পাদন করা। ইখলাহের দ্বারা “লা  
ইলাহা ইল্লাল্লাহ” এর সাক্ষ্য বাস্তবায়িত  
হয় এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি  
ওয়াসাল্লাম)-এর পরিপূর্ণ ভাবে আনুগ  
ত্যের দ্বারা “মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ” এর  
সাক্ষ্য বাস্তবায়িত হয়।

## **❖ মহান কালিমায়ে শাহাদাত-এর অন্যতম প্রধান ফল হলোঁ**

অন্তর ও আত্মাকে সৃষ্টির গোলামী  
থেকে এবং নবী রাসূলগণ ছাড়া অন্যের  
আনুগত্য থেকে মুক্ত করা।

## **২য় ভিত্তি: নামাজ কার্যেম করা**

এর অর্থ হলোঁ: সঠিক পদ্ধতি ও  
নির্দিষ্ট সময়ানুযায়ী সুসম্পূর্ণ পছাড়ায়  
নামাজ আদায়ের মাধ্যমে আল্লাহর  
এবাদত সম্পাদন করা।

## **নামাজের অন্যতম ফল হলোঁ**

মনের প্রশান্তি, চক্ষের শীতলতা  
এবং অশ্বীল ও ঘৃণ্য কর্ম-কাঙ হতে  
বিরত থাকা।

## ৩য় ভিত্তি: যাকাত প্রদান

যাকাতের উপযুক্ত ধন-সম্পদে  
নির্ধারিত পরিমাণ মাল ব্যয়ের মধ্যমে  
আল্লাহর ইবাদত করা।

### যাকাত প্রদানের অন্যতম উপকারিতা

যাকাত প্রদানের মধ্যমে কৃপণতার  
মত হীন চরিত্র হতে আত্মাকে পবিত্র  
করা এবং ইসলাম ও মুসলমানদের  
অভাব পূরণ করা।

## ৪র্থ ভিত্তি: রমজানের সিয়াম

রমজান মাসে দিনের বেলায় রোজা  
ভঙ্গকারী বিষয়াদি যেমন, পানাহার,  
যৌনাচার ইত্যাদি থেকে বিরত থাকার  
মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদত পালন করা।

### রোজার অন্যতম উপকারিতা

আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের  
প্রত্যাশায় স্বীয় কামনা-বাসনা বিসর্জনের  
মাধ্যমে আত্মার উৎকর্ষ সাধন করা।

## ৫ম ভিত্তি: বয়তুল্লাহর হজ্জ পালন করা

এর অর্থ হলো: হজ্জের আনুষ্ঠানি-  
কতাসমূহ পালনের জন্য বয়তুল্লাহ  
শরীফের উদ্দেশ্যে গমনের মাধ্যমে  
আল্লাহ পাকের এবাদত করা।

### হজ্জের অন্যতম উপকারিতা

আল্লাহর আনুগত্যে আপন শারীরিক  
ও অর্থনৈতিক সম্পদ ব্যয় করার উপর  
আত্মার অনুশীলন করা। এই কারনে  
হজ্জ পালন আল্লাহর পথে এক প্রকার  
জিহাদ হিসেবে পরিগণিত।

আমরা যে সমস্ত উপকারিতা উপরে  
উল্লেখ করেছি এবং যা উল্লেখ করিনি,  
সবগুলোই মুসলিম উম্মতকে এমন এক  
স্বচ্ছ ও পবিত্র জাতি হিসেবে গড়ে  
তোলতে পারে যারা সমর্পণ করবে  
নিজেদেরকে একমাত্র আল্লাহর কাছে।  
সৃষ্টিজগতের সাথে ন্যায় ও সততার  
আচরণ করবে। ইসলামের এই  
ভিত্তিসমূহ সংশোধনের উপর নির্ভর  
করবে শরীয়াতের অন্যান্য বিধানগুলোর

সংশোধন। মুসলিম উম্মতের সার্বিক পরিস্থিতির সুস্থতা উক্ত ভিত্তিগুলোকে যথাযথভাবে আঁকড়ে ধরার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল। দ্বীন পালনের ক্ষেত্রে অবহেলা ও ভুল-ক্রটি হলে সমপরিমাণে নিজেদের অবস্থারও অবনতি ঘটবে।

যে আমার উপরোক্ত মন্তব্যের সত্যতা যাচাই করতে চায় সে যেন কোরআন শরীফের নিম্নোক্ত আয়াতটি পাঠ করে :

(( وَلَوْ أَنْ أَهْلَ الْقُرْيَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لِفَتْحِنَا عَلَيْهِمْ  
بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَبُوا فَاخْذَنَا هُمْ  
بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ . أَفَمَنْ أَهْلُ الْقُرْيَىٰ أَنْ يَأْتِيهِمْ بِأَسْنَانٍ  
بِيَاتٍ وَهُمْ نَائِمُونَ أَفَمَنْ أَهْلُ الْقُرْيَىٰ أَنْ يَأْتِيهِمْ بِأَسْنَانٍ  
ضَحِّىٍّ وَهُمْ لَيَعْبُونَ . أَفَمَنْوَا مَكْرًا اللَّهُ فَلَا يَأْمُنُ مَكْرًا  
اللَّهُ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ))

অর্থ: "জনপদের অধিবাসীরা যদি ঈমান আনত এবং তাকওয়া ও পরহেযগারী অবলম্বন করত, তাহলে আমি তাদের জন্য আসমান ও যাতীনের সমষ্টি বরকতের দ্বার উন্মুক্ত করে দিতাম। কিন্তু তারা যখন মিথ্যা! বলে

প্রত্যাখ্যান করেছে, তখন আমি তাদেরকে তাদেরই কৃতকর্মের দরশন পাকড়াও করেছি। জনপদের অধিবাসীরা এব্যাপারে কি নিশ্চিন্ত যে, আমার আয়াব তাদের উপর রাতের বেলায় এসে পড়বেনা! যখন তারা থাকবে ঘুমে অচেতন। এই জনপদের অধিবাসীরা কি নিশ্চিন্ত হয়ে পড়েছে যে, তাদের উপর আমার আয়াব দিনের বেলায় এসে পড়বেনা! যখন তারা কবে খেলা-ধূলায় মন্ত। তারা কি আল্লাহর পাকড়াওয়ের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে? বস্তুতঃ আল্লাহর পাকড়াও কে তারাই নিশ্চিন্ত হতে পারে যাদের ধৰ্মস ঘনিয়ে আসে।

(সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত ৪: ৯৬-৯৯)

এইসাথে অতীত লোকদের ইতিহাসের প্রতিও তার লক্ষ্য করা উচিত। কেননা, ইতিহাসে রয়েছে বুদ্ধিমান এবং যাদের অন্তরে আবরণ পড়েনি এমন লোকদের জন্য প্রচুর জ্ঞান ও শিক্ষনীয় বিষয়বস্তু। আল্লাহই আমাদের সহায়।

## ইসলামী আক্ষীদাহর ভিত্তিসমূহ

উপরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইসলাম ধর্ম আক্ষীদাহ ও শরীয়তের সমষ্টির নাম। ইতিপূর্বে ইসলামী শরীয়তের ভিত্তিসমূহের বর্ণনাও দেওয়া হয়েছে।

ইসলামী আক্ষীদাহর ভিত্তি সমূহ যা পবিত্র কোরআনে করীম ও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, তা হল: ঈমান আনা আল্লাহর উপর, তাঁর ফেরেশ্তাগণের উপর, তাঁর অবতীর্ণ কিতাব সমূহের উপর, তাঁর প্রেরিত রাসূলগণের উপর, কিয়ামতের দিনের উপর এবং ভালো-মন্দসহ তার তক্কদীরের উপর।

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কোরআন করীমে এরশাদ করেন :

((لِيْسَ الْبَرُّ أَنْ تُولِوا وَجْهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ  
وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبَرَّ مَنْ أَمْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
وَالْمَلَائِكَةُ وَالْكِتَابُ وَالنَّبِيُّونَ ))

অর্থ: “সৎকর্ম শুধু এই নয় যে, পূর্ব  
কিংবা পশ্চিম দিকে মুখ ফিরাবে; বরং  
সৎকাজ হল: ঈমান আনবে আল্লাহর  
উপর, কিয়ামত দিবসের উপর,  
ফেরেশ্তাদের উপর, আসমানী  
কিতাবসমূহের উপর এবং সমস্ত নবী-  
রসূলগণের উপর।”(সূরা বাক্সারা,আয়াত - ১৭৭)

ভাগ্য বা তাক্তদীর সম্পর্কে আল্লাহ  
পাক এরশাদ করেন :

((إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَا بِقَدْرٍ . وَمَا أَمْرَنَا إِلَّا  
وَاحِدَةً كَلْمَحَ بِالْبَصَرِ ))

অর্থ: “নিশ্চয় আমি প্রত্যেকটি বস্তু  
সৃষ্টি করেছি পরিমিতভাবে। আমার কাজ  
তো সম্পূর্ণ হয় এক মুহূর্তে, চোখের  
পলকের মত।”

(সূরা আল-ক্হামার, আয়াত - ৫৯-৫০)

প্রসিদ্ধ হাদীসে জিব্ৰীলে বর্ণিত  
আছে যে, জিব্ৰীল (আঃ) উপস্থিত হয়ে  
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাই ওয়া  
সাল্লাম)কে ঈমান সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন।  
তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাই ওয়া

ওয়া সাহ্যাম) উভরে বললেন- “ঈমান হলো: তুমি আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাগণের প্রতি, তাঁর কিতাব সমূহের প্রতি, তাঁর রাসূলগণের প্রতি, পরকাল ও ভাল মন্দসহ তার তক্ষণীরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে।”

(মুসলিম শরীফ)

### ✿ ১ম ভিত্তি : আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান ✿

আল্লাহর প্রতি ঈমানের মধ্যে চারটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে: যথা-

#### ১- আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্বের উপর ঈমান।

ফিত্রাত, যুক্তি ও শরীয়ত এবং অনুভব শক্তি সবই আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্বের প্রমাণ করে:-

(ক) ফিত্রাতের আলোকে আল্লাহর অস্তিত্ব

আল্লাহর অস্তিত্বের উপর ফিত্রতী প্রমাণ হলো এই যে, আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিগতভাবে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে চিন্তা ও শিক্ষা ছাড়াই স্থানকে চেনার ও তাঁকে মেনে চলার যোগ্যতা নিহিত রেখেছেন। যদি পরিবেশ খারাপ না করে তবে প্রতিটি জন্যগ্রহণকারী শিশু ভবিষ্যতে মুসলমানই হবে। কিন্তু পিতা-মাতাই তাকে ইসলাম বিরোধী বিষয়াদি শিক্ষা দেয়, ফলে সে ইসলামের উপর কায়েম থাকে না। বোখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেন :

كُل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه  
أو ينصرانه أو يمجسانه.

অর্থ : প্রতিটি শিশুই ইসলামী ফিতরতের উপর জন্ম নেয়, কিন্তু তার পিতা-মাতা তাকে ইহুদী, খ্রীষ্টান অথবা অগ্নিপূজকে পরিণত করে।

( বোখারী )

## (খ) বুদ্ধির আলোকে আল্লাহর অস্তিত্ব

(ক) সৃষ্টি-জগতের প্রতি লক্ষ করলে আসমান-যমীন এবং এতদুভয়ের মধ্যকার যাবতীয় সৃষ্টি ও সেগুলোর ক্ষুদ্র-বৃহৎ সামগ্ৰীৰ সুদৃঢ় ও বিস্ময়কর পরিচালন-ব্যবস্থা জ্ঞান বুদ্ধিকে এমন এক সত্ত্বার সন্ধান দেয় যিনি জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শক্তি সামর্থ্যের দিক দিয়ে সর্বোচ্চ স্তরে রয়েছেন এবং যিনি যাবতীয় বস্তু সামগ্ৰীকে বিশেষ হেকমতের দ্বারা তৈরী করেছেন। তাঁরই ইচ্ছায় এই সমগ্র ব্যবস্থা পরিচালিত হচ্ছে। বস্তুতঃ সে সত্ত্বা একমাত্র আল্লাহ জাল্লাশানুহৃতি হতে পারেন। আর গোটা এই বিশ্ব-সৃষ্টিৰ সবই বিশ্বস্তো আল্লাহ রাকবুল আলামীনের অস্তিত্ব ও তাঁর অসীম কুদুরত ও হেকমতেরই প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

(খ) জগতের কোন বস্তু স্বষ্টা ব্যতীত আপনা-আপনি অস্তিত্ব লাভ করতে পারে না অথবা সে নিজের স্বষ্টাও হতে পারে না। কেননা, প্রতিটি ঘটনার একজন ঘটক থাকতে হয়। তাই সমগ্র বিশ্ব-জগৎ এমন এক মহাশক্তিমান পৰিত্ব সত্ত্বার মুখাপেক্ষী, যিনি এ বিশাল বিশ্ব

সৃষ্টি করতে এবং বিজ্ঞানোচিত  
ব্যবস্থাধীনে পরিচালনা করতে সক্ষম।  
আর তিনিই হলেন আল্লাহ, নিখিল  
বিশ্বের প্রভু-প্রতিপালক।

আল্লাহ পাক কোরআনুল করীমের  
সূরা আত্ত-তুরে এই ঘূর্ণিষঙ্গত দলীল  
উল্লেখ করে বলেন :

(( أَمْ خَلَقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخالقُونْ أَمْ  
خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِلَ لا يُوقْنُونَ - أَمْ عِنْدَهُمْ  
خَزَانَةُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصْبِطُونَ ))

অর্থঃ “তারা কি নিজেরাই আপনা-  
আপনি সৃষ্টি হয়ে গেছে, না তারা  
নিজেরাই নিজেদের স্রষ্টা? না তারা  
নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছে? বরং  
তারা বিশ্বাস করে না। তাদের কাছে কি  
আপনার পালনকর্তার ভাঙ্গার রয়েছে, না  
তারাই সবকিছুর তত্ত্বাবধায়ক?

(সূরা তুর, আয়াত : ৩৫-৩৭)

তাই হ্যরত জুবাইর ইবনে  
মোত্তাম (রাঃ) বলেন: ইসলাম প্রহণের  
পূর্বে আমি একদিন রাসূলুল্লাহ(সাল্লাল্লাহু  
আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে মাগরিবের  
নামাজে সূরা তুর পড়তে শুনি। হ্যুর  
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন

উপরোক্ষিতি আয়াতে পৌছলেন, তখন  
হ্যরত জুবাইর (রাঃ) বলেন, মনে হলো  
যেন আমার অন্তর উড়ে যাচ্ছে। তাঁর  
কোরআন পাক শ্রবণের এটাই ছিল  
আমার প্রথম ঘটনা। তিনি বলেন, সে  
দিনই ঈমান আমার অন্তরে স্থির হয়ে  
প্রভাব বিস্তার করে ফেলেছিল  
(বোধারী)

আরেকটি উদাহরণ দিয়ে এ  
যুক্তিকে আরো স্পষ্ট ভাবে অনুধাবন  
করা যায়। যেমন, কোন লোক যদি  
আপনাকে এমন একটি বিরাট প্রাসাদের  
কথা বলে যার চতুর্পাশে বাগান, ফাঁকে-  
ফাঁকে রয়েছে প্রবাহমান নদ-নদী ও  
লেক, প্রাসাদে রয়েছে সাজ-সজ্জার সব  
সরঞ্জামাদি। অতঃপর যদি সে বলে যে,  
এ প্রাসাদ ও তার অন্তর্গত সব জিনিস  
নিজেরাই নিজেদেরকে সৃষ্টি করেছে বা আপনা-  
আপনি আকস্মিকভাবে অন্তিত্ব লাভ করেছে।  
তখন আপনি বিনা দ্বিধায় তা অঙ্গীকার  
করবেন, বরং তার কথাকে বড় ধরনের  
বোকায়ী বলে আখ্যায়িত করবেন।  
তাহলে এ বিশাল আসমান, যমীন ও  
এতদুভয়ের মাঝে লক্ষ-লক্ষ অনুপম সৃষ্টি  
কি নিজেই নিজের স্রষ্টা বা স্রষ্টা ছাড়াই

কি তা আপনা-আপনিই অস্তিত্ব লাভ  
করেছে?

### (গ) শরীয়াতের আলোকে আল্লাহ পাকের অস্তিত্ব

সব আসমানী এন্ত আল্লাহর অস্তি  
ত্বের কথা বলেছে। এই সব এন্ত সমূহে  
বিদ্যমান সমূহ বিধি-বিধান সৃষ্টিজগতের  
কল্যাণের জন্যই লিখা হয়েছে। সুতরাং  
এটাই প্রমাণিত হয় যে, এই সব  
বিধানগুলো এমন প্রজ্ঞাময়, প্রভু-  
প্রতিপালকের পক্ষ হতে অবর্তীর্ণ, যিনি  
নিজের সৃষ্টির সার্বিক কল্যাণ সম্পর্কে  
সম্পূর্ণ রূপে বিজ্ঞ।

আর পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ভিবিন্ন  
বিষয়ে সৃষ্টিগত যে সব সংবাদ সরবরাহ  
হচ্ছে এবং বাস্তব পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও  
গবেষণা তার সত্যতা প্রতিপাদন করছে  
তা প্রমাণ করে যে, সে মহান প্রতিপালক  
এই সব জিনিস সৃষ্টি করতে সম্পূর্ণ  
সক্ষম।

(ঘ) ইন্দ্রিয় শক্তির আলোকে  
আল্লাহর অস্তিত্ব

(ক) প্রার্থনাকারী তথা নিঃসহায় ও  
উৎপীড়িত ব্যক্তিগণ যখন দুনিয়ার সব  
সহায়-সাহায্যকারী থেকে নিরাশ হয়ে  
নিজেকে সত্যিকার বিপদ থেকে উদ্ধার  
করার জন্য আল্লাহকে ডাকে তখন  
আল্লাহ তাদের দোয়া করুল করে বিপদ  
থেকে উদ্ধার করেন। যা আমরা সচরাচর  
প্রত্যক্ষ করে থাকি। এর দ্বারা আল্লাহর  
অস্তিত্ব অকাট্য ভাবে প্রমাণিত হয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

(( وَنُوحًا أَذْ نَادَى مِنْ قَبْلِ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ ))

অর্থ: “স্মরণ করো নৃহকে, পূর্বে সে  
যখন আমাকে আহ্বান করেছিল তখন  
আমি তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম।”

(সূরা: আন্বিয়া-৭৬)

অপর একটি আয়াতে আল্লাহ পাক  
বলেন :

(( إِذْ تَسْتَغْيِثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ ))

অর্থ: “স্মরণ করো, তোমরা যখন  
তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের কাছে  
সাহায্য প্রার্থনা করছিলে তখন তিনি  
তোমাদের প্রার্থনা করুল করছিলেন।”

(সূরা আন্ফাল-৯)

হজরত আনাস বিন মালিক (রাঃ) বর্ণনা করেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাহুআল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের খুতবা প্রদানের সময় এক বেদুইন মসজিদে প্রবেশ করে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! ধন-সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেছে। আর পরিবার-পরিজন ক্ষুধার্ত হয়ে পড়েছে। আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য দোয়া করুন। আল্লাহর নবী দু'হাত তোলে দোয়া করলেন। ফলে আকাশে মেঘ জমলো পর্বত সদৃশ এবং আল্লাহর নবী মিস্বার হতে অবতরণ করার পূর্বেই বৃষ্টিপাত শুরু হলো। এমন কি, রাসূলের দাড়ী মুবারক হতে পানির ফোটা পড়তে লাগলো।

দ্বিতীয় জুমায় সে বেদুইন বা অন্য কেউ এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল ঘর-বাড়ী বিধ্বস্ত হয়ে গেছে এবং ধন-সম্পদ ডুবে গেছে। আমাদের জন্য দোয়া করুন।

অতঃপর তিনি দু'হাত তোলে  
বললেন: ‘হে আল্লাহ, আমাদের  
চতুর্পার্শ্ব, আমাদের উপর নয়। তিনি  
যেদিকে ইঙ্গিত করতেন মেঘ সেদিকে  
সরে যেত।’ (বোখারী ও মুসলিম)  
এখনও যে দোয়া করুল হয় তা একটি  
সর্ববিদিত কথা। হ্যাঁ, দোয়া করুল  
হওয়ার শর্তগুলো পাওয়া যেতে হবে।

(খ) আল্লাহ তা'আলা নবী-  
রাসূলগণের হাতে তাঁদের রেসালাত ও  
নবুওয়াত প্রমান করার জন্য যেসব  
মু'জেয়া বা সাধারণের সাধ্যতীত  
অলৌকিক ঘটনাসমূহ প্রকাশ করে  
থাকেন যা লোকগণ দেখে বা শুনে তা  
ঐ মু'জেয়াপ্রকাশক নবী-রাসূলগণ প্রেরন  
কারী আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্বের উপর  
অকাট্য দলীল বা প্রমাণ।

**উদাহরণ(১)- মুসা আলাইহিস্  
সালামের মু'জেয়া প্রকাশ**

যখন আল্লাহ পাক মুসা(আঃ)কে  
নির্দেশ দিলেন যে, স্বীয় লাঠি দ্বারা  
সমুদ্রের মধ্যে আঘাত করতে। মুসা

(আঃ) আঘাত করলেন। ফলে, সমুদ্রের  
মধ্যে বারটি শুক্র রাস্তা হয়ে যায় এবং  
দুপার্শের পানি বিশাল পর্বতসদৃশ হয়ে  
দাঁড়িয়ে যায়।

আল্লাহ পাক এরশাদ করেন :

((فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ اضْرِبْ بِعَصَابَ الْبَحْرِ فَانْفَلَقَ  
فَكَانَ كُلُّ فَرْقٍ كَالْطُودِ الْعَظِيمِ))

অর্থ: “অতঃপর আমি মুসাকে  
আদেশ করলাম, তোমার লাঠি দ্বারা  
সমুদ্রকে আঘাত কর। ফলে তা বিদীর্ণ  
হয়ে গেল এবং প্রত্যেক ভাগ বিশাল  
পর্বতসদৃশ হয়ে গেল।”

(সূরা আশ' শো'আরা আয়াত : ৬৩)

উদাহরণ(২)- ইসা আলাইহিস্স  
সালামের মুঁজেয়া

তিনি মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করেন  
এবং তাদেরকে কবর থেকে বের করে  
আনতেন আল্লাহর হৃকুমে। আল্লাহ পাক  
এরশাদ করেন ইসা (আঃ) এর ব্যাপারে :

((وَأَحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ))

অর্থঃ “আর আমি জীবিত করে দেই  
মৃতকে আল্লাহর হুকুমে ।”

(সূরা আলে-ইমরান, আয়াত ৪৯)

((وَإِذْ تَخْرُجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِ))

অর্থঃ “এবং যখন তুমি আমার আদেশে  
মৃতদেরকে বের করে দাঢ় করিয়ে  
দিতে ।”

(সূরা আল মায়েদাহ, আয়াত ১১০)

উদাহরণ(৩)-মহানবী মোহাম্মদ  
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের  
মুঁজ্যা ।

কোরাইশগণ রাসূল (সাল্লাল্লাহু  
আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে তাঁর  
রেসালতের স্বপক্ষে কোন নির্দর্শন  
চাইলে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া  
সাল্লাম) চাঁদের দিকে ইশারাহ করেন,  
অতঃপর চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায় এবং  
উপস্থিত সবাই এই ঘটনা অবলোকন  
করেন ।

এই সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলেন :

((اقربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية  
يعرضوا ويقولوا سحر مستمر ))

অর্থ: “কিয়ামত আসন্ন এবং চন্দ্ৰ  
বিদীর্ণ হয়েছে। তারা যদি কোন নির্দশন  
দেখে তবে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে,  
এটা তো চিরাচরিত এক প্রকার জাদু।”

(সূরা আল-ক্টামার, আয়াত : ১-২)

ইন্দ্রিয় শক্তি দ্বারা অনুধাবন যোগ্য  
উপরোক্ত নির্দশন ও অলৌকিক  
ঘটনাসমূহ যেগুলো আল্লাহ পাক তাঁর  
রাসূলদের সাহায্যের জন্য ঘটান,  
আল্লাহর অঙ্গভূতের অকাট্য প্রমাণ।

**২য়-আল্লাহ তা'আলার রূবিয়্যাত বা  
প্রভুভূতের উপর ঈমান**

এর অর্থ হলো- এই কথা স্বীকার  
করা যে তিনিই নিখিল বিশ্বজগতের  
সৃষ্টিকর্তা, তিনিই দুনিয়া-আখেরাতের  
মালিক ও সমগ্র জগৎ বাসীর প্রভু-

প্রতিপালক। আর তিনিই বিশ্ব জগতের  
সর্বপ্রকার নিয়ন্ত্রণ, ব্যবস্থাপনা ও  
পরিচালনায় একক ও অদ্বিতীয়। তিনি  
ব্যক্তিত কোন স্বষ্টা নেই, কোন মালিক  
নেই, তিনি ব্যক্তিত কারো নির্দেশ  
প্রদানের কোন অধিকার নেই এবং তাঁর  
কোন অংশীদার নেই।

আল্লাহ পাক এরশাদ করেন :

((أَلَا لِهِ الْخُلُقُ وَالْأَمْرُ ))

“জেনে রাখো, সৃষ্টি আর হukum  
প্রদানের মালিক তিনিই।”

(সূরা আল আরাফ, আয়াত : ৫৪)

আল্লাহ পাক আরো এরশাদ করেন :

((ذَكَرْمَ اللَّهِ رَبِّكُمْ لِهِ الْمَلَكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ  
دُونِهِ مَا يُمْلِكُونَ مِنْ قُطْمَير ))

অর্থ: “উনি আল্লাহ, তোমাদের  
পালনকর্তা, সাম্রাজ্য একমাত্র তাঁরই।  
তাঁর পরিবর্তে তোমরা যাদেরকে ডাক,  
তারা তুচ্ছ খেঙুরবীচির আবরণেরও  
অধিকারী নয়। (সূরা ফাতির, আয়াত : ১৩)

সৃষ্টি জগতের কেহ আল্লাহর  
রবুবিয়্যাত বা প্রভুত্বের অস্বীকার করে  
নাই কতিপয় হতভাগ্য ছাড়া, যারা অন্ত  
রে বিশ্বাস না করে অন্যায় ও অহংকার  
ভরে তা অস্বীকার করে। যেমন  
ফেরাউনের বেলায় ঘটে ছিল যখন সে  
তার জাতিকে বললো :

(( قَالَ أَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْلَىٰ . فَأَخْذُهُ اللَّهُ نَكَالُ الْآخِرَةِ  
وَالْأُولَى ))

অর্থ: “সে (ফেরাউন) বলল, আমিই  
তোমাদের সেরা পালনকর্তা। অতঃপর  
আল্লাহ তাকে পরকালের ও ইহকালের  
দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিলেন।” (সূরা আন্�  
নাফিআত, আয়াত : ২৪-২৫)

ফেরাউন আরো বলল :

(( يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرِي ))

অর্থ: “হে পরিষদবর্গ, আমি জানি না  
যে আমি ব্যক্তিত তোমাদের কোন  
উপাস্য আছে।”

(সূরা কাসাস, আয়াত : ৩৮)

ফেরাউন একথা অহংকার করে বলেছিলো, তার অন্তরের বিশ্বাসের সাথে নয়।

আল্লাহ পাক এরশাদ করেন :  
((وَجَدُوا بِهَا وَاسْتِيقْنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُواً))

অর্থ: “তারা অন্যায় ও অহংকার করে নির্দর্শনাবলীকে প্রত্যাখ্যান করল। অথচ তাদের অন্তর এগুলো সত্য বলে বিশ্বাস করেছিল।”

(সূরা আন নমল, আয়াত ৪ ১৪)

মুসা(আঃ)ফেরাউনকে লক্ষ্য করে বলেন,

((لَقَدْ عَلِمْتَ مَا نَزَّلْتْ هُوَ لَاءِ الْأَرْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ  
بصائر. وَإِنِّي لِأَظْنَكَ يَا فَرْعَوْنَ مُثْبُرًا))

অর্থ: “মুসা বললেন, তুমি জান যে আসমান ও যমীনের পালনকর্তাই এসব নির্দর্শনাবলী প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বরূপ নায়িল করেছেন। হে ফেরাউন, আমার ধারণায় তুমি ধ্বংস হতে চলেছ।” (সূরা বনী-ইসরাইল, আয়াত ৪ ১০২)

তাই, আরবের মুশরেকরা আল্লাহর উল্লুহিয়াত বা ইবাদতের ক্ষেত্রে শিরুকে

লিঙ্গ থাকা সত্ত্বেও তাঁর রবুবিয়্যাত বা  
প্রভুত্বকে স্বীকার করতো ।

আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন :

(( قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون  
سيقولون الله قل أفلأ تذكرون . قل من رب السموات  
السبعين ورب العرش العظيم سيقولون الله . قل أفلأ  
تتقون . قل من بيده ملکوت كل شيء وهو يجير  
ولايجر عليه إن كنتم تعلمون . سيقولون الله قل فأنى  
تشرون ))

অর্থ: “বল, পৃথিবী এবং পৃথিবীতে  
যারা আছে তারা কার? যদি তোমরা  
জান, তবে বল। তখন তারা বলবে;  
সবই আল্লাহর। বল, তবুও কি তোমরা  
চিন্তা কর না? উল, সপ্তাকাশ ও মহা-  
আরশের মালিক কে? অচিরেই তারা  
বলবে, আল্লাহ। বল, তবুও কি তোমরা  
ভয় করবে না? বলুন, তোমাদের জানা  
থাকলে বল, কার হাতে সব বস্তুর  
কর্তৃত্ব, যিনি রক্ষা করেন এবং যার কবল  
থেকে কেউ রক্ষা করতে পারে না? তখন  
তারা বলবে : আল্লাহর। বল, তাহলে

কেমন করে তোমাদেরকে জাদু করা  
হচ্ছে?” (সূরা মুমিনুন, আয়াত : ৮৪-৮৯)

আল্লাহ পাক আরো এরশাদ করেন :  
((ولَئِن سَأَلْتُهُم مِّنْ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ  
لِيَقُولُنَّ خَلْقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ))

অর্থ: “(হে রাসূল) আপনি যদি  
তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, কে  
আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন,  
তবে অবশ্যই তারা বলবে, সৃষ্টি করেছেন  
পরাক্রান্ত সর্বজ্ঞ আল্লাহ। (সূরা  
যুখরুফ-৯)

((ولَئِن سَأَلْتُهُم مِّنْ خَلْقِهِمْ لِيَقُولُنَّ اللَّهُ فَإِنِّي  
بُؤْفَكُونَ))

অর্থ: “আপনি যদি তাদেরকে  
জিজ্ঞাসা করেন, কে তাদেরকে সৃষ্টি  
করেছেন, তবে অবশ্যই তারা বলবে,  
আল্লাহ। সুতরাং তারা কোথায় ফিরে  
যাচ্ছে?” (সূরা আয়-যুখরুফ, আয়াত : ৮৭)

সৃষ্টিগত ও শরীয়ত সংশ্লিষ্ট উভয় প্রকার বিষয়াদি আল্লাহ তা'আলার প্রত্যাদেশের অন্তর্ভুক্ত। তিনি যেমন তার হেকমত অনুসারে সৃষ্টিজগতে যা ইচ্ছা তার সিদ্ধান্ত গ্রহনকারী ও ব্যবস্থাপক, তেমনি তিনি তার হেকমত অনুযায়ী যাবতীয় বিধি-বিধান ও এবাদত প্রবর্তনের একচ্ছত্র অধিকারী। তাই কোন ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কোন এবাদত প্রবর্তনকারী অথবা বিধি-নিষেধের নির্দেশ প্রদানকারী গ্রহণ করে তা হলে আল্লাহর সাথে তার শির্ক করা হবে এবং এর ফলে তার ঈমান প্রতিষ্ঠা হবেনা।

### ✿ ৩য়- আল্লাহর উল্লিখ্যাতের উপর ঈমান

এর অর্থ হলো- এই কথা স্বীকার করা যে, এককভাবে আল্লাহ তা'আলাই সত্যিকার মা'বুদ বা উপাস্য, এতে অন্য কেহ তাঁর শরীক নেই এবং সকল প্রকার ইবাদত বা উপসনা তাঁরই জন্য খালেছ করতে হবে।

“ইলাহ” শব্দের অর্থ মালুহ বা মা’রুদ  
অর্থাৎ সেই উপাস্য যার প্রতি পূর্ণ  
ভালবাসা রেখে, তাঁর মহত্বের সম্মুখে  
অবনত মস্তকে ছওয়াবের আগ্রহ নিয়ে  
তার ইবাদত বা উপাসনা করা হয়। আর  
সত্য এবং হক মা’রুদ বলতে যে  
ইলাহকে বুঝায় তিনি হলেন এক মাত্র  
আল্লাহ যার কোন শরীক নেই।

আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন :  
((إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهٌ  
لَّا يَنْبَغِي لَهُ شَيْءٌ))

অর্থ: “আর তোমাদের উপাস্য এক  
মাত্র একই উপাস্য। তিনি মহা কর্তৃণাময়  
দয়ালু ব্যতীত আর কোন সত্য মা’রুদ  
নেই।” (সূরা আল- বাক্সারা, আয়াত ৪ ১৬৩)

আল্লাহ পাক আরো এরশাদ করেন :

((شَهَدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ  
وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا  
الْعِلْمُ قَائِمًا بِالْقَسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا  
هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ))

অর্থ: “আল্লাহ সাক্ষ্য দিয়েছেন,  
তিনি ছাড়া কোন সত্য মা’রুদ নেই  
এবং ফিরেশ্তাগণ ও ন্যায়নিষ্ঠ  
জ্ঞানীগণও সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি

ছাড়া আর কোন সত্য মা'রুদ নেই।  
তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।”

(আলে-ইমরান, আয়াত : ১৮)

তাই আল্লাহ ব্যক্তিত অন্য কাউকে  
উপাস্য গুণে বিশেষিত করলে তা হবে  
বাতিল। আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআন  
করীমে এরশাদ করেন :

((ذلک بأن الله هو الحق وأن ماتدعون من دونه  
هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ))

অর্থ: “তা এই জন্য যে আল্লাহ  
তিনিই সত্য এবং তাঁর পরিবর্তে  
যাকে, তোমরা ডাক তা বাতিল এবং  
আল্লাহ পাক, তিনিই হলেন সুমহান  
সর্বশ্রেষ্ঠ।” (সূরা হজ্জ, আয়াত : ৬২)

আর পিতৃ পুরুষেরা কিছু সংখ্যক  
প্রতিমাকে মা'রুদ মনে করে নিলে তা  
বাস্তবে মা'রুদে পরিণত হয়ে যায় না  
বরং শুধু নাম সর্বস্বত্ত্ব থেকে যায়।  
(কারণ তারা সবাই চেতনা ও  
অনুভূতিহীন। ওদের মধ্যে সত্ত্বাগত  
কোন গুণ নেই।) আল্লাহ পাক পবিত্র  
কোরআন শরীফে লাত, ওয়ায়া, মানাত  
ইত্যাদি প্রতিমাগুলো সম্পর্কে বলেন :

(( إن هى إلا أسماء سميتوها وأباءكم ما أنزل  
الله بها من سلطان ))

অর্থ: “এগুলো কতেক নাম বৈ কিছু  
নয়, যা তোমরা এবং তোমাদের পূর্ব-  
পুরুষেরা রেখেছে। এর সমর্থনে আল্লাহ  
কোন দলীল নাযিল করেন নি।”

(সূরা নাজম, আয়াত ৪ ২৩)

হ্যরত ইউসুফ (আঃ) তাঁর  
কারাগারের সঙ্গীদেরকে বলেন ৪

(( يصاحبِي السجن ءأرباب متفرقون خيرٌ أَم  
اللهُ وَاحِدُ الْقَهَّارُ . مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءٌ  
سَمِيتُوهَا أَنْتُمْ وَأَباؤكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ .  
إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ أَمْرٌ إِلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَاهُ ذَلِكُ الدِّينُ الْقَيْمَ  
وَلَكُنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ))

অর্থ: “হে কারাগারের সাথীদ্বয়,  
পৃথক পৃথক অনেক উপাস্য ভাল, না  
পরাক্রমশালী এক আল্লাহ ভাল?  
তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে নিছক  
কতগুলো নামের ইবাদত কর, সেগুলো

তোমরা এবং তোমাদের বাপ-দাদারা  
সাব্যস্ত করে নিয়েছে। আল্লাহ এদের  
পক্ষে কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেন নি।  
আল্লাহ ছাড়া কারও বিধান দেবার বা  
শাসনক্ষমতার কারো অধিকার নেই।  
তিনি আদেশ দিয়েছেন যে, তিনি  
ব্যতীত তোমরা অন্য কারো ইবাদত  
করো না। এটাই সরল পথ। কিন্তু  
অধিকাংশ লোক তা জানে না।”

(সূরা ইউসুফ আয়াত ৪৯-৫০)

তাই সকল নবী রাসূলগণ তাঁদের স্ব  
স্ব জাতিকে বলতেন:

“তোমরা আল্লাহরই এবাদত কর।  
তিনি ব্যতীত তোমাদেও জন্য সত্যিকার  
কোন মা’বুদ বা উপাস্য নেই।

(সূরা আ’রাফ-৫৯)

কিন্তু যুগে যুগে মুশ্রিকগণ এই  
দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করে এবং বিভিন্ন  
ধরণের বাতেল উপাস্যকে আল্লাহর  
সাথে শরীক করে এদের উপাসনা করে।

তাদের সাহায্য কামনা করে এবং  
তাদেও কাছে ফরিয়াদ করে ।

✿ আল্লাহ পাক মুশ্রিকদের এ  
ধরণের উপাস্যগ্রহণের বিষয়কে দুইটি  
যুক্তির দ্বারা খণ্ডন করেন:

প্রথম : যাদেরকে তারা মা'বুদ  
সাব্যস্ত করে নিয়েছে ওদের মধ্যে  
উপাস্যগত কোন গুণ নেই । তারা  
সামান্যতম শক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী  
নয় । যেমন তারা কোন একটি বস্তুও  
সৃষ্টি করেনি বরং তারা নিজেরাই সৃষ্টি ।  
আর ত্রি সব মা'বুদগণ তাদের  
পুঁজারীদের না কোন উপকার সাধন  
করতে পারে, না তাদের কোন মুছিবত  
দূর করতে পারে, এবং তাদের জীবন,  
মরণ ও পুনরুজ্জীবনেরও তারা মালিক  
নয় । আসমান ও যমিনের কোন কিছুর  
তারা মালিক নয় এবং এতে তাদের  
অংশও নেই ।

আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন :

(( وَاتَّخِذُوا مِنْ دُونِهِ أَلَّهًا لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ  
يَخْلُقُونَ . وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ  
مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا شُورًا ))

অর্থ: “তারা আল্লাহর পরিবর্তে অনেক উপাস্য গ্রহণ করেছে যারা কিছুই সৃষ্টি করতে পারেনা বরং তারা নিজেরাই সৃষ্টি এবং তারা নিজেদের ভালও করতে পারে না, মন্দও করতে পারে না এবং জীবন, মরণ ও পুনরুজ্জীবনেরও তারা মালিক নয়।” (সূরা ফুরুকান আয়াত ৩: ৩)

আল্লাহ পাক আরো এরশাদ করেন :

(( قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون  
مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض وما لهم فيها  
من شرك وما له منهم من ظهير ولا تفع الشفاعة  
عنه إلا لمن أذن له ))

অর্থ: “বল, তোমরা তাদেরকে আহ্বান কর, যাদেরকে তোমরা উপাস্য মনে করতে আল্লাহ ব্যতীত। তারা তো নভোমণ্ডল ও ভু-মণ্ডলের অগু পরিমাণ কোন কিছুর মালিক নয়। এতে তাদের কোন অংশও নেই। এবং তাদের কেহ আল্লাহর সহায়কও নয়। আল্লাহর দরবারে কারো জন্য সুপরিশ ফলপ্রসু হবে না কিন্তু যার জন্য অনুমতি দেয়া হয় সে ব্যতীত।” (সূরা সাবা, আয়াত ২২-২৩)

আল্লাহ পাক এরশাদ করেন :

(( أَيْشِرُكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يَخْلُفُونَ  
وَلَا يُسْتَطِعُونَ لِهِمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسُهُمْ يُنْصَرُونَ ))

অর্থ: “তারা কি এমন কাউকে শরীক সাব্যস্ত করে, যে একটি বস্তুও সৃষ্টি করতে পারেনা। বরং তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর তারা না তাদের সাহায্য করতে পারে, না নিজেদের সাহায্য করতে পারে।” (সূরা অ'রাফ, আয়াত ৪: ১৯১-১৯২)

আর যখন এই বাতেল উপাস্যদের এরূপ অসহায় অবস্থা, তখন তাদেরকে উপাস্য নির্ধারণ করা চরম বোকামী ও বাতেল কর্ম বৈ কিছু নয়।

দ্বিতীয় ৪ যখন মুশরিকরা স্বীকার করে যে এ নিখিল বিশ্বজগতের প্রভু-প্রতিপালক ও স্বষ্টাএকমাত্র আল্লাহ তা'আলা, যার হাতে সবকিছুর ক্ষমতা, যিনি আশ্রয় দান করেন, তার উপর কোন আশ্রয়দানকারী নেই; তখন তাদেও পক্ষে অনিবার্য হয়ে উঠে তাদেও স্বীকার করা যে, একমাত্র সেই মহান আল্লাহ তা'আলাই সর্বপ্রকার

এবাদত বা উপাসনার অধিকারী। যেমন  
তারা স্বীকার করে যে আল্লাহ পাক  
রবুবিয়্যাতে বা প্রভুত্বে একক ও  
অদ্বিতীয়, এতে তাঁর কোন শরীক নেই।

আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন :

(( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ  
قَبْلِكُمْ لَعِلَّكُمْ تَتَّقَوْنَ . الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فَرَاشًا وَالسَّمَاءَ بَنَاءً  
وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ التُّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا  
تَجْعَلُوا اللَّهَ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ))

অর্থ: “হে মানব সমাজ! তোমরা  
তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের ইবাদত  
কর, যিনি তোমাদের এবং তোমাদের  
পূর্ববর্তীদের সৃষ্টি করেছেন। তাতে  
অবশ্যই, তোমরা পরহেয়গারী অর্জন  
করতে পারবে। যে মহান আল্লাহ  
তোমাদের জন্য ভূমিকে বিছানা এবং  
আকাশকে ছাদ স্বরূপ স্থাপন করে  
দিয়েছেন। আর আকাশ থেকে পানি  
বর্ষন করে তোমাদের জন্য ফল ফসল  
উৎপাদন করেছেন তোমাদের খাদ্য  
হিসাবে। অতএব, আল্লাহর সাথে  
তোমরা অন্য কাউকে সমকক্ষ করো না।

বন্ততঃ এসব তোমরা জান।” (সূরা আল-বাক্সারাহ, আয়াত ৪ ২১-২২)

আল্লাহ পাক এরশাদ করেন ৪

((ولَئِنْ سَأَلْتُهُمْ مِنْ خَلْقِهِمْ لِيَقُولُنَّ اللَّهُ فَإِنِّي  
يُؤْفَكُونَ ))

অর্থ: “যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, কে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তবে অবশ্যই তারা বলবে, আল্লাহ। অতঃপর তারা কেথায় ফিরে যাচ্ছ?”  
(সূরা মুখরজ, আয়াত ৪ ৮৭)

আল্লাহ পাক আরো এরশাদ করেন ৪

((قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمْ  
يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيْتِ  
وَيُخْرِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يَدْبِرُ الْأَمْرَ فَيُسَقِّلُونَ  
اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي الْأَرْضِ فَذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ  
الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَإِنِّي تَصْرِفُونَ ))

অর্থ: “তুমি জিজ্ঞেস কর, কে রুঘী দান করে তোমাদেরকে আসমান ও যমীন থেকে? কিংবা কে শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তির মালিক? তাহাড়া কে জীবিতকে মৃতের ভেতর থেকে বের

করেন এবং কেইবা মৃত্যুকে জীবিতের  
মধ্য থেকে বের করেন? কে করেন-এই  
বিশ্বের ব্যবস্থাপনা? তখন তারা বলে  
উঠবে, আল্লাহ! তখন তুমি বলো,  
তারপরেও কেন তোমরা তাকে ভয়  
করনা? অতএব, এ আল্লাহই তোমাদের  
সত্যিকার প্রভু-প্রতিপালক। আর সত্য  
ত্যাগ করার পর বিভিন্ন ব্যক্তিত আর কি  
থাকে? সুতরাং তোমরা কোথায়  
পরিচালিত হচ্ছ?”(সূরাইউনুস,আয়াত৩১-৩২)

### ✿ চতুর্থং আল্লাহর নাম ও তার গুণাবলীর উপর ঈমান ৪

আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমানের  
চতুর্থ দিক হল: তিনি আপন কিতাব  
পরিত্র কোরআন শরীফে উদ্ভৃত এবং  
রাসূলে করীম হতে বর্ণিত সহীহ হাদীস  
দ্বারা তার সর্ব সুন্দর নামসমূহ ও তার  
সর্বোন্নত গুণরাজি যে তাবে সাব্যস্ত  
করা হয়েছে ঠিক সেই তাবে কোন  
প্রকার বিকৃতি, অস্বীকৃতি, বা সাদৃশ্য  
আরোপ ব্যক্তিত এবং কোন ধরণ-গঠন  
নির্ণয় না করে আল্লাহর জন্যে তার শান  
মোতাবেক প্রতিষ্ঠা করা।

এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

(( وَلِهِ الْأَسْمَاءُ الْحَسَنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ  
يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سِيِّجُزُونَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ))

অর্থঃ “আর আল্লাহর জন্য রয়েছে  
সর্বোত্তম নামসমূহ। কাজেই তোমরা সে  
নাম ধরেই তাকে ডাক। আর ওদেরকে  
বর্জন কর, যারা তার নামের ব্যাপারে  
বিকৃতি সাধন করে। তারা নিজেদের  
কৃতকর্মের ফল শীঘ্রই পাবে।” (সূরা  
আল-আ’রাফ, আয়াত : ১৮০)

আল্লাহ পাক আরো এরশাদ করেন :

(( وَلِهِ الْمِثْنَىٰ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ  
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ))

অর্থ: “আকাশ ও পৃথিবীতে সর্বোচ্চ  
মর্যাদা তাঁরই এবং তিনিই পরাক্রমশালী  
প্রজ্ঞাময়।” (সূরা রূম, আয়াত : ২৭)

আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন :

(( لَيْسَ كَمُثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ))

অর্থঃ “তার মত কোন কিছুই নেই,  
তিনি সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা।” (সূরা আশ্ শূরা  
আয়াত ৪: ১১)

⊗ আল্লাহ পাকের নাম ও গুণাবলীর  
ক্ষেত্রে দুটি দল পথভ্রষ্ট হয়েছে।

### প্রথমদল: আল-মু'আতিলাহ :

এরা মহামহিম আল্লাহ পাকের  
সবকয়টি বা কোন কোন নাম ও  
গুণাবলী অঙ্গীকার করে, তাদের ধারণা  
যে আল্লাহর জন্য গুণাবলী প্রতিষ্ঠা  
করলে আল্লাহ পাককে তাঁর সৃষ্টির সাথে  
সাদৃশ্য বা সমতুল্য করা অনিবার্য হয়ে  
পড়ে।

তাদের এ ধারণা কয়েক কারণে  
বাতিল ৪-

১। যদি আল্লাহর নাম ও গুণাবলী  
নেই বলে মেনে নেয়া হয়, তাহলে  
আল্লাহর কথার মধ্যে স্ববিরোধিতা  
প্রমাণিত হবে। কারণ আল্লাহ তাআলা  
নিজেই তাঁর নাম ও গুণাবলী আছে বলে  
আমাদের জানিয়েছেন এবং তাতে তাঁর

কোন সদৃশ বা সমতুল্য নেই বলেও ঘোষণা দিয়েছেন।

২। দুটু বস্তি নাম বা গুণে অভিন্ন হলেও সার্বিক দিক দিয়ে যে সদৃশ হবে তা প্রয়োজনীয় নয়। আপনি দেখতে পান, দু'ব্যক্তি শ্রবণ, দৃষ্টি ও বাকশক্তির অধিকারী কিন্তু তা সত্ত্বেও মানবিক গুণ ও উপরোক্ত শক্তিগুলোতে তারা সমান নয়।

আপনি দেখবেন, সব জন্মদের হাত, পা ও চক্ষু রয়েছে, কিন্তু তাদের এসব জিনিস এক প্রকার বা সমপর্যায়ের নয়।

যদি সৃষ্টির মধ্যে নাম ও গুণাবলীর অভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও এভাবে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, তাহলে স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে অধিকতর পার্থক্য ও ভিন্নতা থাকাই অধিকতর স্বাভাবিক।

### দ্বিতীয় দল: আল মুশাকিহা

এই দল আল্লাহর নাম ও তার গুণাবলী আছে বলে বিশ্বাস করে, তবে সাথে সাথে তারা আল্লাহকে তার সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য প্রতিষ্ঠা করে। তাদের যুক্তি হলো যে, কোরআন ও সুন্নাহর উদ্ধৃতি

থেকে এটাই বুঝা যায়। কেননা, আল্লাহ  
তা'আলা তার বান্দাহদেরকে বোধগম্য  
ভাষায়ই সম্মোধন করেন।

তাদের এ ধরনের বিশ্বাস ভিত্তিহীন  
ও কয়েক কারনে বাতিলঃ-

১। যুক্তি ও শরীয়াতের আলোকে  
যাচাই করলে উপলব্ধি করা যায় যে,  
মহান রাব্বুল আলামীন কখনও সৃষ্টির  
সদৃশ হতে পারেন না। আর কোরআন  
ও সুন্নাহ থেকে এমন বাতিল বিষয়  
উপলব্ধি করা সম্ভব নয়।

২। আল্লাহ পাক যদিও এমন ভাষা  
ও শব্দ দিয়ে তার বান্দাহদেরকে  
সম্মোধন করেছেন, যেগুলো মৌলিক  
অর্থগত দিক দিয়ে তাদের বোধগম্য;  
কিন্তু তার নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে  
সেগুলোর মূল হক্কীকৃত ও তত্ত্বের  
ব্যাপারে আল্লাহ পাক কাউকে অবহিত  
করেননি। আল্লাহ তা'আলা নিজ সত্ত্বা ও  
গুণাবলী সম্পর্কিত বিষয়ের প্রকৃত  
জ্ঞানকে নিজের জন্যে নির্দিষ্ট করে  
রেখেছেন।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে,  
আল্লাহ তা'আলা নিজের জন্য  
'সর্বশ্রোতা' নাম হিসেবে ব্যবহার

করেছেন। শ্রবনের অর্থটা আমাদের বোধগম্য কিন্তু আল্লাহ পাকের শ্রবনগুণের মূল তত্ত্ব আমাদের জানা নেই। কেননা, সৃষ্টি কুলের শ্রবনশক্তির মধ্যে যখন সবাই সমান নয়, তখন প্রষ্ঠা ও সৃষ্টির মধ্যে এই ক্ষেত্রে অধিকতর তফাও থাকাই স্বাভাবিক।

অনুরূপ ভাবে যখন আল্লাহ পাক বলেছেন যে, তিনি আরশে বিরাজমান। বিরাজমান হওয়াটা আমাদের বোধগম্য কিন্তু মহান রাবুল আলামীনের বিরাজমান হওয়ার প্রকৃত রূপ, ধরণ ও তত্ত্ব আমাদের জানা নেই।

কারণ, সৃষ্টির বিরাজমান হওয়ার ক্ষেত্রে বিভিন্নতা আমাদেও চোখে ধরা পড়ে। একটি স্থিতিশীল চেয়ারে বসা আর একটি চপ্পল পলায়নপর উটের পিঠে বসা সমান নয়। আর যখন সৃষ্টিকুলের মধ্যে বিরাজমান হওয়ার মধ্যে এমত বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়, তখন প্রষ্ঠা ও সৃষ্টির বিরাজমান হওয়ার মধ্যে তের ব্যবধান থাকা অধিকতর নিশ্চিত।

উপরোক্ত বর্ণনা অনুযায়ী আল্লাহ  
তা'আলার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের ফলে  
মুমেনদের জন্য যে সব উপকার সাধিত  
হয় তন্মধ্যে অন্যতম হলো:-

**প্রথম:** এমন ভাবে আল্লাহর  
তাওহীদ অর্থাৎ একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা করা  
যাতে বান্দাহর আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো  
প্রতি কোন প্রকার ভয়-ভীতি বা আশা-  
ভরসার লেশ থাকে না এবং তিনি ছাড়া  
আর কারো এবাদত সে করেন।

**দ্বিতীয়:** আল্লাহর সর্বসুন্দর নামসমূহ  
ও তার সুউচ্চ গুণাবলীর দাবী অনুযায়ী  
তার প্রতি ভালবাসা ও মহববতের  
পরিপূর্ণতা অর্জন।

**তৃতীয়:** আল্লাহর নিদের্শাবলী পালন  
এবং তার নিষেধাবলী বর্জন করার  
মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদত সম্পাদন।

✿ দ্বিতীয় ভিত্তি : ফেরেশ্তাদের প্রতি  
ঈমান :

ফেরেশ্তাগণ আল্লাহ্ পাকের সৃষ্টি  
এক অদৃশ্য জগত। আল্লাহ্ তাঁদেরকে  
নূরের দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। তাঁরা  
সদাসর্বদা ইবাদতে নিয়োজিত। তাদের  
মধ্যে প্রভুত্বের বা মা'রুদ হওয়ার কোন  
গুণ বা বৈশিষ্ট নেই। আল্লাহ্ তাঁদেরকে  
নিজ আনুগত্যের জন্য সৃষ্টি করেছেন  
এবং তাঁর আদেশ বাস্তবায়ন করার  
তাঁদেরকে ক্ষমতা দান করেছেন।  
আল্লাহ্ পাক তাদের বর্ণনা দিয়ে বলেন :

(( وَمَنْ عَنْهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ  
وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ . يَسْبِحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتَرُونَ ))

অর্থ: “আর যারা তাঁর সান্নিধ্যে  
আছে, তাঁরা অহঙ্কারবশে তার ইবাদত  
করা হতে বিমুখ হয়না এবং ঝুঁতি ও  
বোধ করে না। তাঁরা দিন-রাত্রি তার  
পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা করে এবং  
কোন সময় শৈথিল্য করেনা।”

(সূরা আস্বিয়া আয়াত : ১৯-২০)

তাঁদের সংখ্যা এতবেশী যে, আল্লাহ  
ছাড়া কেহ গুনা করে শেষ করতে পারবে  
না। সহীহ বোখারী ও মুসলিম শরীফে  
হজরত আনাস (রাঃ) থেকে মে'রাজের  
ঘটনায় বর্ণিত আছে যে, নবী করিম  
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম  
আসমানে অবস্থিত ‘বাযতুল মা'মুর’  
দেখেন। এই বাযতুল মা'মুরে দৈনিক  
স্তর হাজার ফেরেন্টা প্রবেশ করে।  
কেয়ামত পর্যন্ত তাঁদের পুনরায় প্রবেশ  
করার পালা আর আসবে না।

### ❖ ফেরেশ্তাদের প্রতি ঈমানের মধ্যে চারটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে :

১। ফেরেশ্তাদের অস্তিত্বের উপর  
বিশ্বাস স্থাপন করা।

২। কোরআন ও সুন্নাহ দ্বারা যাঁদের  
নাম জানা আছে- যেমন, জিবরিল  
(আঃ)-তাঁদের নামে নির্দিষ্ট করে ঈমান  
আনা। আর যাঁদের নাম জানা নেই  
তাঁদের প্রতি সামগ্রিক ভাবে ঈমান  
আনা।

৩। কোরআনুল করীম ও হাদীস  
শব্দান্তক বর্ণিত তাঁদের গুণাবলীর প্রতি

ঈমান আনা। যেমন জিবরাইলের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেন, তিনি তাঁকে তাঁর আসল আকৃতিতে দেখেন। তাঁর ছয়শত পাখা আছে এবং তিনি গোটা দিগন্তকে ঘিরে রেখেছেন। আর ফেরেশ্তারা আল্লাহ তা'আলার আদেশে মানবাকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করতে পারেন। যেমন, আল্লাহ পাক যখন জিবরাইল (আঃ) কে ঈসা (আঃ)-এর জননী মারয়ামের নিকট প্রেরণ করেন। তখন তিনি তার নিকট পূর্ণ মানবাকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করলেন।

এভাবে জিবরাইল (আঃ) একদা নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট একদা উপস্থিত হন- যখন তিনি সাহাবায়ে কেরামের মাঝে বসা ছিলেন- এক অজ্ঞাত পুরুষের আকৃতি নিয়ে, যার পরিহিত পোষাক ছিল সাদা ধৰধৰে, মাথার চুল ছিল খুবই কালো। অমগের কোন লক্ষণ তাঁর উপর দেখা যাচ্ছিল না। সাহাবাগণের কেউ তাঁকে চিনতেও পারেনি। অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সম্মুখে তাঁর হাটুর সাথে আপন হাঁটু মিলায়ে বসলেন এবং আপন

হস্তদ্বয় তাঁর উরুদেশে রাখলেন। অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে ইসলাম, ঈমান, এহসান এবং কিয়ামত ও তাঁর লক্ষণাদি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এগুলোর জবাব দেন। এরপর তিনি চলে যান। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (অর্থাৎ জিবরাইল চলে যাওয়ার অনেকগুলি পর) সাহাবীদের বললেন :

(( هذَا جَبْرِيلُ أَتَاكُمْ يَعْلَمُكُمْ دِينَكُمْ ))

অর্থঃ” ইনি জিব্রাইল ফেরেশতা, তোমাদেরকে দ্বীনের শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে তোমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছিলেন” (মুসলিম শরীফ)

এভাবে আল্লাহ পাক ইব্রাহীম ও লুত (আঃ) এর নিকট যে সব ফেরেশতাকে প্রেরণ করেছিলেন তারাও পুরুষলোকের অকৃতিতে উপস্থিত হয়েছিলেন।

৪। ফেরেশতাগণের আমল বা কর্মসমূহের উপর ঈমান আনা, যা তারা আল্লাহর নির্দেশে পালন করে থাকে। যেমন ফেরেশতদের দিন-রাত তস্বীহ

পাঠ ও আল্লাহর এবাদত করা বিনা  
কুণ্ডি ও বিনা অলসতায়।

তাদের মধ্যে কোন বেগন ফেরেশতা  
বিশেষ বিশেষ দায়িত্বে নিয়োজিত  
রয়েছেন; যেমন জিবরাইল (আঃ), তিনি  
নবী রাসূলগণের প্রতি আল্লাহর কালাম  
ও ওহী বহন করেন; মীকাইল(আঃ), তিনি  
আল্লাহর অদেশক্রমে বৃষ্টি বর্ষণ করেন।  
ইসরাফীল (আঃ), তিনি মহা প্রলয়ের  
দিন শিঙায় ফুঁৎকার দেওয়ার দায়িত্বে  
রয়েছেন। মালাকুল মউত আজরাইল  
(আঃ), সমস্ত প্রাণী জগতের মৃত্যু তাঁর  
উপর ন্যস্ত। যার মৃত্যু যখন এবং যে  
স্থানে নির্ধারিত ঠিক সে সময়েই তিনি  
সেখানে তার প্রাণ বিয়োগ ঘটান।  
মালিক(আঃ), তিনি দোষখের তত্ত্বা  
বধায়ক। একদল ফেরেশ্তা আছেন,  
যারা গর্ভজাত সন্তানদের দায়িত্বে  
নিয়োজিত রয়েছেন। মাতৃগর্ভে যখন সন্ত  
ানের চার মাস পূর্ণ হয় তখন সেই সন্ত  
ানের কাছে আল্লাহ পাক একজন  
ফেরেশ্তা প্রেরণ করেন এবং তাকে  
সেই মানবসন্তানের রিজেক্স, মৃত্যুক্ষণ,  
আমল এবং সে সৌভাগ্য অথবা  
দুর্ভাগ্যবান তা লিখার নির্দেশ প্রদান  
করেন। অনুরূপ ভাবে আরেক দল

ফেরেশ্তা আছেন যারা মানুষের আমল  
নামা সংরক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত।  
একদল ফেরেশ্তা মৃত ব্যক্তিকে  
দাফনের পর কবরে তাকে প্রশ্ন করার  
দায়িত্বে নিয়োজিত। মৃত ব্যক্তি কবরে  
পুনরায় জীবিত হওয়ার পর দুজন  
ফেরেশ্তা এসে তাকে তিনটি বিষয়ে  
প্রশ্ন করেন : ১। তার রব বা প্রভু  
সম্পর্কে, ২। তার দ্঵ীন সম্পর্কে এবং  
৩। তার নবী সম্পর্কে।

❖ ফেরেশ্তদের প্রতি ঈমানে অনেক গুরুত্বপূর্ণ  
উপকার রয়েছে। তন্মধ্যে অন্যতম হলোঁ :

প্রথম : মহান আল্লাহপাকের মহস্ত,  
অসীম শক্তি ও তার কর্তৃত্ব সম্পর্কে জ্ঞান  
লাভ। কেননা, সৃষ্টির মহাত্ম্য স্রষ্টার  
মহাত্ম্য থেকে প্রাণ্পন্ত;

দ্বিতীয় : আদমসন্তানের প্রতি আল্লাহ  
পাকের বিশেষ অনুগ্রহের জন্য তার  
কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন; যেহেতু তিনি অনেক  
ফেরেশ্তাদেরকে মানুষের হেফাজত,  
তাদের আমলনামা সংরক্ষণসহ তাদের  
বহুবিধ স্বার্থসংশ্লিষ্ট কাজে নিয়োজিত  
রেখেছেন;

**তৃতীয় :** ফেরেশ্তদের প্রতি মহকুম  
সৃষ্টি; যেহেতু তারা যথাযথ ভাবে আল্লাহ  
পাকের এবাদত সম্পাদন করে চলছেন।

একদল বিভাগলোক ফেরেশ্তাদের  
শারীরিক অবস্থানকে অস্বীকার করে।  
তারা বলে: ফেরেশ্তারা হলো সৃষ্টি  
কুলের মধ্যে নিহিত কল্যানশক্তি  
বিশেষ। তাদেও এই বক্তব্য আল্লাহর  
কিতাব, তার রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি  
ওয়াসাল্লাম) এর হাদীস ও মুসলিম ঐক্য  
মতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার নামান্তর।

আল্লাহ পাক এরশাদ করেন :

(( الحمد لله فاطر السموات والأرض جاعل الملائكة  
رسلا أولى أجنحة مثني وثلاث ورابع يزيد في الخلق  
مايساء ))

অর্থঃ “সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। যিনি  
আকাশমণ্ডল ও যমীনের স্রষ্টা এবং  
ফেরেশতাগণকে করেছেন বার্তাবাহক।  
তারা দুই-দুই, তিন-তিন, চার-চার পাখা  
বিশিষ্ট। তিনি সৃষ্টির মধ্যে যা ‘ইচ্ছা’ বৃদ্ধি  
করে দেন।” (সূরা ফাতির- ১)

আল্লাহ পাক আরো এরশাদ হচ্ছে :

(( ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون  
وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ))

অর্থঃ “আর যদি তুমি দেখ! যখন ফেরেশ্তারা কাফেরদের জান কবজ্বা কত্তে এবং প্রহার করে তাদের মুখে ও তাদের পশ্চাদদেশে; আর বলে, জ্বলন্ত আয়াবের আস্বাদ গ্রহণ কর।”

(সূরা আনফাল, আয়াত ৪৫০)

আরো এরশাদ হচ্ছে :

(( ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت  
والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوها أنفسكم اليوم تجزون  
عذاب الهنون بما كنتم تقولون على الله غير الحق  
وكنتم عن آياته تستكبرون ))

অর্থঃ “আর যদি তুমি দেখ, যখন জালেমরা মৃত্যু-যন্ত্রণায় থাকে এবং ফেরেশ্তারা স্বীয় হস্ত প্রসারিত করে বলে, বের কর স্বীয় আত্মা! অদ্য, তোমাদেরকে অবমাননাকর শান্তি প্রদান করা হবে। কারণ, তোমরা আল্লাহর উপর অসত্য বলতে এবং তার আয়াতসমূহ বিশ্বাস না করে অহংকার করতে।”(সূরা আল আন-আম, আয়াত ৯৩)

আল্লাহ পাক ফেরেশ্তাগণ সম্পর্কে  
এরশাদ করেন :

(( حَتَّىٰ إِذَا فَرَعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ مَا ذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا  
الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ))

অর্থ : “যখন তাদের মন থেকে  
ভয়-ভীতি দূর হয়ে যায়। তখন তারা  
পরম্পর বলে, তোমাদের পালনকর্তা কি  
বললেন? তারা বলে, তিনি সত্যই  
বলেছেন এবং তিনিই সবার উপরে  
মহান।” (সূরা সাবা, আয়াত : ২৩)

বেহেশ্তবাসীদের সম্পর্কে অল্লাহ  
তা'আলা এরশাদ করেন :

(( جَنَّتٌ عَدْنٌ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ أَبْاءِهِمْ  
وَأَزْوَاجِهِمْ وَذْرِيَّاتِهِمْ وَالْمُلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ  
بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمٌ عَقْبَى الدَّارِ ))

অর্থঃ “তা হচ্ছে বসবাসের বাগান।  
তাতে তারা প্রবেশ করবে এবং তাদের  
সৎকর্মশীল বাপ-দাদা, শ্঵ামী-স্ত্রী ও  
সন্তানেরাও। ফেরেশ্তা তাদের কাছে  
আসবে প্রত্যেক দরজা দিয়ে। বলবে :  
তোমাদের সবরের কারণে, তোমাদের

উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আর তোমাদের এই শেষ গন্তব্যস্থল কতই না চমৎকার।” (সূরা রাদ, আয়াত ৪: ২৩-২৪)

সহীহ বোখারী শরীফে আরু হুরায়রা (রাজিয়াল্লাহ আনহ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

অর্থ: “আল্লাহ পাক যখন কোন বান্দাহকে ভালবাসেন তখন তিনি জিবরাইল (আঃ) কে ডেকে বলেন: আল্লাহ অমুক বান্দাহকে ভালবাসেন, তুমিও তাকে ভালবাস। তখন জিবরাইল তাকে ভালবাসেন। অতঃপর জিবরাইল (আঃ) আকাশবাসীদের মধ্যে ঘোষনা করে দেন: আল্লাহ পাক অমুক বান্দাহকে ভালবাসেন, সুতরাং তোমরাও তাকে ভালবাস। তখন আকাশবাসীগণ সেই বান্দাহকে ভালবাসেন। এর ফলশ্রুতিতে পৃথিবীতেও সেই বান্দাহর গ্রহণযোগ্যতা অর্জিত হয়ে যায়।”

সেই বোখারী শরীফেই আরেকটি হাদীস প্রসিদ্ধ সাহাবী হজরত আবু হুরায়রা(রাজিয়াল্লাহ আনহ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইছি ওয়া সাল্লাম ) বলেছেন :

অর্থ: “যখন জুম'র দিন হয় তখন মসজিদের প্রত্যেক দরজায় ফেরেশ্তাগণ অবস্থান গ্রহন করেন। তারা নামাজে আগমণকারীদের নাম যথাক্রমে লিখতে থাকে। তারপর ইমাম যখন খৃৎবার জন্য মিস্বরে বসে পড়েন তখন তারা তাদের ফাইল গুটিয়ে নেয় এবং খৃৎবা শুনার জন্য তারা হাজির হয়ে যায়।”

এইসব আয়াত ও হাদীস স্পষ্ট ভাবে প্রমাণ করে যে, ফেরেশ্তাদের শারীরিক অস্থিত্ব রয়েছে, তারা শারীরিক অস্থিত্বহীন কোন শক্তি নয়; যেমন, বিভ্রান্ত লোকেরা বলে থাকে। উপরোক্ত উদ্ভৃতিগুলোর মর্মার্থ অনুযায়ী এই ব্যাপারে সমগ্র মুসলমানদের ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত আছে।

## ❖ তৃতীয় ভিত্তি: আসমানী কিতাব সমূহের প্রতি ঈমান

আল্লাহর কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান আনয়নের ক্ষেত্রে এই বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে যে, আল্লাহ পাক সৃষ্টি জগতের জন্য হেদায়াত ও রহমত স্বরূপ স্বীয় নবী রাসূলগণের উপর বহু সংখ্যক কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। যাতে তারা আল্লাহর প্রদর্শিত পথের অনুসরণের মাধ্যমে করে ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ ও সৌভাগ্য অর্জন করতে পারে।

❖ কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান আনার মধ্যে চারটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে :

১। সর্বপ্রথম এ বিশ্বাস স্থাপন করা যে, এসব গ্রন্থাবলী মহান আল্লাহর নিকট থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। এসব মানব রচিত গ্রন্থ নয়।

২। নির্দিষ্ট নামে ঐ সব কিতাবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে, যেগুলোর নাম আল্লাহ তা'আলা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। যেমন, আল কোরআন- হজরত মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে, তওরাত- ইহা অবতীর্ণ হয়েছে মুসা (আঃ) এর উপর, যবুর-নাজেল হয়েছে দাউদ (আঃ) এর উপর এবং ইঞ্জিল হ্যরত ইসা (আঃ) এর উপর।

আর যে সব আসমানী কিতাবের নাম আমাদের জানা নেই ,তার প্রতি সামগ্রিক ভাবে ঈমান আনবো ।

৩। আসমানী গ্রন্থসমূহে পূর্ববর্তী নবী রাসূলগণ ও তাঁদের উম্মত, শরীয়ত এবং তাঁদের ইতিহাস সম্পর্কে যে সব বিশুদ্ধ বর্ণনা রয়েছে, সেগুলোর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা । যেমন, কোরআনে বর্ণিত সংবাদসমূহ এবং পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের অপরিবর্তিত অথবা অবিকৃত সংবাদসমূহের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা ।

৪। আসমানী গ্রন্থসমূহে বর্ণিত, যা রহিত হয়নি, এমন আদেশ সমূহের উপর আমল করা এবং মনে কোন রকম সংক্রীণতা অনুভব করা ছাড়া হৃদয়ের সন্তুষ্টি ও আনন্দত্যের সাথে উহা মেনে নেয়া । ঐ সব হুকুমের হেকমত জানা থাকুক বা নাই থাকুক । আর কোরআনুল করীমের দ্বারা পূর্ববর্তী আসমানী

গ্রন্থসমূহ মান্সুখ বা রহিত করে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্ পাক নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে সম্মোধন করে এরশাদ করেন :

(( وَنَزَّلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مَصْدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدِيهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمَهِيمَنًا عَلَيْهِ ))

অর্থঃ “আমি আপনার প্রতি অবর্তীণ করেছি সত্য গ্রন্থ, যা পূর্ববর্তী গ্রন্থ সমূহের সত্যায়নকারী এবং সেগুলোর বিষয়বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণকারী।”

(সূরা আল মায়েদাহ, আয়াত ৪৮)

একারণে, পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহের কোন হকুমের উপর আমল করা জায়েয় হবে না, একমাত্র ঐসব হকুম ব্যতীত যা বিশুদ্ধ ভাবে বর্ণিত হয়েছে এবং কোরআনের দ্বারা তা প্রতিপাদিত ও বলবৎ রাখা হয়েছে।

আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি ঈমানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ফলসমূহ :

**প্রথম:** বান্দাহদের প্রতি আল্লাহ পাকের অশেষ রহমত ও অনুগ্রহ

সম্পর্কে জ্ঞান লাভ; যেহেতু তিনি  
প্রত্যেক জাতির প্রতি তাদের  
হেদায়াতের উদ্দেশ্যে কিতাব  
পাঠিয়েছেন;

**দ্বিতীয়:** শরীয়ত প্রবর্তনে আল্লাহ  
পাকের হেকমত সম্পর্কে জ্ঞান লাভ;  
যেহেতু তিনি প্রতিটি জাতির প্রতি  
তাদের অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যশীল  
শরীয়ত প্রবর্তন করে পাঠিয়েছেন।  
যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ

অর্থ: ”আমি তোমাদের প্রতিটি  
সম্প্রদায়ের জন্য শরীয়ত ও  
জীবনপদ্ধতি প্রবর্তন করেছি।”

(সূরা মায়দা-৪৮)

**তৃতীয়:** উপরোক্ত এইসব নিয়ামতের  
জন্য আল্লাহ পাকের শুকরিয়া জ্ঞাপন।

## চতুর্থ ভিত্তি: রাসূলগণের প্রতি ঈমান

শব্দটি رسول এর বহুবচন। যার  
অর্থ কোন বিষয় পৌছানোর জন্য  
প্রেরিত দৃত বা প্রতিনিধি। ইসলামী  
পরিভাষায় রাসূল সেই মহা ব্যক্তি, যার  
প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে শরীয়ত  
অবতীর্ণ হয়েছে এবং তা প্রচার করার  
জন্য তাঁকে হুকুম দেওয়া হয়েছে।

সর্বপ্রথম রাসূল হলেন নুহ (আঃ),  
আর সর্বশেষ রাসূল হলেন আমাদেও  
প্রিয় নবী হজরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু  
আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। আল্লাহ পাক  
এরশাদ করেন :

(( إنا أوحينا اليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين  
من بعده ))

অর্থঃ “আমি আপনার প্রতি ওহী  
পাঠিয়েছি। যেমন করে ওহী  
পাঠিয়েছিলাম নৃহের প্রতি এবং সে সমস্ত  
নবী-রাসূলগণের প্রতি যাঁরা তাঁর পরে  
প্রেরিত হয়েছেন।” (সূরা আন-নিসা,  
আয়াত ৪ ১৬৩)

(দৃষ্টব্যঃ নবী রাসূলগণের প্রতি  
আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত বাণীকে ওহী  
বলা হয় ।)

সহীহ বোখারীতে হযরত আনাস  
বিন মালেক(রাঃ) থেকে শাফগয়াতের  
হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ  
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ  
করেন, কিয়ামতের দিন  
হাশরবাসী আল্লাহ তা'আলার কাছে  
সুপারিশের আশায় প্রথমে আদম (আঃ)  
এর নিকট আসবে । তখন আদম (আঃ) নিজের অঙ্গমতা প্রকাশ করে বলবেন :  
“তোমরা নৃহ (আঃ) এর নিকট যাও ।  
তিনি প্রথম রাসূল, যাকে আল্লাহ পাক  
মানব জাতির প্রতি প্রেরণ করেন ।...  
অতঃপর সম্পূর্ণ হাদীস উল্লেখ করেন ।”

আল্লাহ পাক রাসূলুল্লাহ সম্পর্কে  
এরশাদ করেন :

((سَكَانَ مُحَمَّدٌ أَبِي أَحْدَدِ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكُنْ رَسُولُ  
اللهِ وَحْدَهُ الْأَنْبِيَاءُ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيهِ))

অর্থঃ “মুহাম্মদ তোমাদের ধর্মবন্ধুর  
কোন পুরুষের পিতা নন । এবং তারি

আল্লাহর রাসূল এবং সর্বশেষ নবী।  
আল্লাহ সব বিষয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞাত।” (সূরা  
আল আহ্মাদ, আয়াত : ৪০)

আল্লাহ তা'আলা যুগে-যুগে, দেশে-  
দেশে প্রত্যেক উম্মতের প্রতি সত্ত্ব  
শরীয়ত সহকারে রাসূল অথবা পূর্ববর্তী  
শরীয়ত নবায়নের জন্য ওহী সহকারে  
অব্যাহত ভাবে নবী-রাসূল প্রেরণ  
করেছেন। তাঁদের মধ্যে যিনি সত্ত্ব  
শরীয়তের অধিকারী তাঁকে রাসূল বলা  
হয়। আর যাঁর প্রতি কোন নতুন শরীয়ত  
অবতীর্ণ হয় নাই, তিনি শুধু আগের  
শরীয়তের প্রচারক বা রাসূলের প্রতিনিধি  
তিনি হলেন নবী।

আল্লাহ পাক এরশাদ করেন :

(( وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ  
وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ))

অর্থঃ “আমি প্রত্যেক উম্মতের  
মধ্যেই রাসূল প্রেরণ করেছি; এই মর্মে  
যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং  
তাগুত থেকে সরে থাকো।”

(সূরা নাহল, আয়াত : ৩৬)

আল্লাহ পাক আরো বলেন :

(( إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بُشِّيرًا وَنذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ  
إِلَّا خَلِفَهَا نَذِيرٌ ))

অর্থঃ “আমি আপনাকে সত্য ধর্মসহ  
পাঠিয়েছি, সুসংবাদদাতা ও  
সতর্ককারীরূপে। এমন কোন সম্প্রদায়  
নেই যাদের কাছে আমার পক্ষ থেকে  
সতর্ককারী আসেনি।”

(সূরা ফলতির, আয়াত ৪: ২৪)

আল্লাহ পাক আরো এরশাদ করেন ৪

(( إِنَّا أَنْزَلْنَا التُّورَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا  
النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّا نِيُونَ  
وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتَحْفَظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ  
شَهَادَةً ))

অর্থঃ “আমি তওরাত অবর্তীণ  
করেছি, এতে রয়েছে হেদায়েত ও  
আলো; নবীগণ, যারা আল্লাহর অনুগত  
ছিল তারা যাহুদীদেরকে তদনুসারে  
বিধান দিত, আরো বিধান দিত  
রাব্বানীগণ এবং বিদ্বানগণ। কেননা  
তাদেরকে এ খোদায়ী গ্রন্থের দেখাশোনা

করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল এবং তারা  
এর রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত ছিলেন।”

(সূরা আল মায়েদাহ, আয়াত ৪৪)

✿ নবী-রাসূলগণ আল্লাহর প্রিয় সৃষ্টি,  
তারা মানুষ। কিন্তু তারা খোদায়ী কোন  
গুণ বা বৈশিষ্ট্যাবলীর অধিকারী নন।

আল্লাহ পাক রাসূলশ্রেষ্ঠ ও তার  
কাছে সর্বাধিক মর্যাদা সম্পন্ন মহানবী  
মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া  
সাল্লাম)সম্পর্কে বলেনঃ

((قُلْ لَا أَمْلَكْ لِنفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًا إِلَّا مَا شَاءَ  
اللهُ وَلَوْكَنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَا سُكْثَرَتْ مِنَ الْخَيْرِ  
وَمَا مَسَنِي السُّوءُ. إِنَّمَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ  
يُؤْمِنُونَ))

অর্থঃ “আপনি বলে দিন, আমি  
আমার নিজের কল্যাণ সাধন এবং  
অকল্যাণ সাধনের মালিক নই। কিন্তু যা  
আল্লাহ চান। আর আমি যদি গায়বের  
কথা জানতাম, তাহলে বহু কল্যাণ  
অর্জন করে নিতে পারতাম। ফলে  
আমাকে কোন অঙ্গস্থল স্পর্শ করতে

পারত না। আমি তো একজন ভীতি  
প্রদর্শক ও সুসংবাদদাতা ঈমানদারদের  
জন্য।” (সূরা আল-আলাফ, আয়াত ৪: ১৮৮)

আল্লাহ পাক আরো এরশাদ করেন ৪

((قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضرًا وَلَا رَشْدًا。 قُلْ إِنِّي  
لَنْ يَجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحِدًا))

অর্থঃ “বল, আমি তোমাদের ক্ষতি  
সাধন করার ও সুপথে আনয়ন করার  
মালিক নই। বল, আল্লাহ তাআলার  
কবল থেকে আমাকে কেউ রক্ষণ করতে  
পারবে না এবং তিনি ব্যক্তিত আমি  
কখনও কোন আশ্রয়স্থল পাব না।” (সূরা  
জিন, আয়াত ৪: ২১-২২)

নবী-রাসূলগণও সাধারণ মানুষের  
ন্যায় মানবিক বৈশিষ্ট্যে বিশেষিত।  
তাঁরাও পানাহার করতেন ও অসুস্থ্য হয়ে  
পড়তেন এবং মৃত্যুবরণ করেন।  
ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর জাতির সামনে  
স্বীয় প্রভুর পরিচয় দিয়ে বলেন ৪

((وَالَّذِي هُوَ يَطْعَمُنِي وَيُسْقِينِي。 وَإِذَا مَرْضَتْ  
فَهُوَ يَشْفِينِي。 وَالَّذِي يَمْبَتِّي ثُمَّ يَحْبِيْنِي))

অর্থ: “আর যিনি আমাকে আহার এবং পানীয় দান করেন; যখন আমি রোগাক্রান্ত হই তখন তিনিই আমাকে আরোগ্য দান করেন। যিনি আমার মৃত্যু ঘটাবেন, অতঃপর তিনিই আমার পূর্ণজীবন দান করবেন।” (সূরা আশা-শোআরা, আয়াত ৪৯-৮৪)

নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেন, আমিও তোমাদের মতই একজন মানুষ। ভুলে যাই, যেমন তোমরা ভুলে যাও। আর যদি আমি ভুলে যাই তোমরা আমাকে স্বরণ করিয়ে দাও। (বোধারী ও মুসলিম)

আল্লাহ পাক নবী-রাসূলগণকে তাদের সর্বোচ্চ মর্যাদার স্থলে উবুদিয়্যাত বা দাসত্ত্বগ্রন্থে বিশেষিত করেছেন। তাদের প্রশংসা করার বেলায়ও বান্দাহ বলে তাদেরকে আখ্যায়িত করেছেন। তাই আল্লাহ পাক নৃহ (আঃ) সম্পর্কে এরশাদ করেন :

أَنْهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا

অর্থ: “নিশ্চয়ই সে ছিল আমার কৃতজ্ঞ বান্দাহ।” (সূরা বনী ইসরাইল, আয়াত- ৩)

মহানবী মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু  
আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে আল্লাহ  
পাক এরশাদ করেন :

(( تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون  
للعالمين نذيرا ))

অর্থ: “পরম কল্যাণময় তিনি, যিনি  
ত্বার বান্দাহর প্রতি ফয়সালার গ্রন্থ  
অবতীর্ণ করেছেন, যাতে সে  
বিশ্বজগতের জন্য সতর্ককারী হয়।”

(সূরা আল ফুরকান, আয়াত ৪ ১)

আল্লাহ পাক কোরআন করীমে  
হজরত ইব্রাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুব  
(আলাইহিমুস্স সালাম)-এর ব্যাপারে  
এরশাদ করেন :

(( واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولى  
الأيدي والأبصار. إنما أخلصناهم بخالصة ذكرى  
الدار. وإنهم عندنا لمن المصطفين الآخيار ))

অর্থ: “স্মরণ কর, আমার বান্দাহ  
ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুবের কথা,  
তারা ছিল শক্তিশালী ও সুস্মদশী। আমি  
তাদের এক বিশেষ গুণ পরিকালের

স্মরণ দ্বারা স্বাতন্ত্র্য দান করে ছিলাম।  
আর তারা আমার কাছে মনোনীত ও  
সৎলোকদের অঙ্গভূক্ত ।”

(সূরা ছোয়াদ, আয়াত ৪৫-৪৭)

{ সারকথা ৪ আল্লাহর বান্দা হওয়াই সর্বোচ্চ  
মর্যাদার বিষয়। তাই, আল্লাহ তা'আলাৰ নবী-  
রাসূলগণ ও নৈকট্য লাভকারী ফেরেশতাগণ কখনো  
বান্দাহৱপে পরিচিত হতে লজ্জা বা অপমান বোধ  
করেন না। কারন, আল্লাহর দাসত্ব ও গোলামী  
করা, তাঁর ইবাদত-বন্দেগী করা, আদেশ-নিষেধ  
পালন করা অতি মর্যাদা, গৌরব ও সৌভাগ্যের  
বিষয়। আর আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কারো  
দাসত্ব বা ইবাদত করাই অমর্যাদার বিষয়। আর  
আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কারো দাসত্ব বা  
গোলামী করাই অমর্যাদার কাজ। যেমন, খৃষ্টানেরা  
হজরত ঈসা মসীহ (আঃ)কে আল্লাহর পুত্র ও  
তাদের অন্যতম উপাস্য সাব্যস্ত করেছে এবং  
মুশরেকরা, ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ'র কন্যা তাদের  
দেবী সাব্যস্ত করে তাদের মৃত্তি তৈরী করে পূজা-  
আচরণ শুরু করেছে। এভাবে গোর পূজারীরা  
আওলীয়দের ব্যাপারে বাড়াবাঢ়ি করে তাদের কবর  
পূজায় লিঙ্গ হয়েছে। ] -অনুবাদক  
হযরত ঈসা (আঃ)সম্পর্কে আল্লাহ পাক  
এরশাদ করেন ৪

((إن هو لا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلاً لبني إسرائيل))

অর্থ: “সে তো আমার এক বান্দাহই বটে, আমি তার প্রতি অনুগ্রহ করেছি এবং তাকে করেছি বনী ইসরাইলের জন্য এক আদর্শ।” (সূরা যুখরুফ ৪৯)

❖ রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনার মধ্যে চারটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

প্রথম : এই বিশ্বাস স্থাপন করায়ে, সমস্ত নবী-রাসূলগণ আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত। তাঁদের কোন একজনের প্রতি কুফরী বা কোন একজনকে অবিশ্বাস করা সবার প্রতি কুফরী করার নামস্তর। যেমন, আল্লাহ তা'আলা নৃহ (আঃ) এর সম্প্রদায় সম্পর্কে বলেন :

((كذبت قوم نوح المرسلين ))

অর্থ: “নূহের সম্প্রদায় রাসূলগণকে মিথ্যারোপ করেছে।” (সূরা শ'আরা, আয়াত-১০৫)

আল্লাহ পাক তাদেরকে সমস্ত নবী-  
রাসূলগণের প্রতি মিথ্যারোপকারী  
বলেছেন, অথচ, সেই সময় হজরত নুহ  
ব্যতীত অন্য কোন রাসূল ছিলেন না।  
তাই শ্রীষ্টানগণের মধ্যে যারা মহানবী  
মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া  
সাল্লাম)কে মিথ্যারোপ করে তাঁর  
আনুগত্য ও অনুসরণ করেনা, তারা  
বস্ততঃ ঈসা মসীহ (আঃ) কে অস্বীকার  
করলো তাঁর অনুকরণ ও আনুগত্য থেকে  
মুখ ফেরালো। কেননা, মরিয়ম- তনয়  
ঈসা (আঃ) বণী-ইসরাইলকে মহা নবী  
মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া  
সাল্লাম) সম্পর্কে সুসংবাদ দিয়ে ছিলেন  
যে, তিনি তাদেরকে গোমরাহী ও  
পথভ্রষ্টাতা থেকে রক্ষা করে সরল সঠিক  
পথ প্রদর্শন করবেন।

{অতএব, পূর্ববর্তী নবীগণকে যারা  
মান্য করে, তারা মহানবী মুহাম্মদ  
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কেও  
মান্য করতে বাধ্য। আর যারা তাঁকে  
অস্বীকার করে তারা যেন অন্য সব  
নবীকে এবং তাঁদের প্রতি প্রেরিত  
ওহীকেও অস্বীকার করলো ॥ -অনুবাদক

**বিতীয়:** নবী-রাসূলগণের মধ্যে  
 যাদের নাম জানা আছে তাদের প্রতি  
 তাদের নামে নির্দিষ্ট করে ঈমান আনা।  
 যেমন- মুহাম্মদ, ইবরাহীম, মুসা, ঈসা,  
 নূহ (তাদের প্রতি সালাত ও সালাম)  
 উপরোক্তিখন পাঁচজন হলেন নবী-  
 রাসূলগণের মধ্যে বিশিষ্ট ও উচ্চ  
 মর্যাদাসম্পন্ন। আল্লাহ পাক তাদেরকে  
 কোরআনুল করীমের দুই স্থানে বিশেষ  
 ভাবে উল্লেখ করেন। আল্লাহ পাক সূরা  
 আহ্�যাবে বলেনঃ

(( وَإِذْ أَخْذَنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحَ  
 وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى بْنَ مَرْيَمَ ))

**অর্থ:** “যখন আমি নবীগণের কাছ  
 থেকে ও তোমার কাছ থেকে এবং নূহ,  
 ইবরাহীম, মুসা ও মরিয়ম তনয় ঈসার  
 কাছ থেকে অঙ্গীকার নিলাম।” (সূরা  
 আহ্যাব, আয়াত ৪-৫)

{ এ আয়াতে সাধরণভাবে সম্মত নবীগণের  
 কথা উচ্ছেষ করার পর এ প্রচলিতব্য এবং  
 বিশেষভাবে এজন উচ্ছেষ করা হচ্ছে নূহ,

নবীকূলের মধ্যে এরা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও উচ্চ  
মর্যাদার অধিকারী । }

এভাবে দ্বিতীয় আয়াতটি সূরা আশ-  
শুরায় আছে । আল্লাহ পাক বলেনঃ

(( شرِّع لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وُصِّلَ إِلَيْكُمْ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي  
أُوحِيَ إِلَيْكُمْ وَمَا وُصِّلَ إِلَيْكُمْ بِإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَن  
أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تُفَرِّقُوا فِيهِ ))

অর্থ: “তিনি তোমাদের জন্য দ্বীনের  
সে পথই প্রবর্তন করেছেন, যার আদেশ  
দিয়েছিলেন নৃহকে এবং যা আমি  
প্রত্যাদেশ করেছি আপনার প্রতি এবং  
যার আদেশ দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মুসা  
ও ঝিসাকে, এই মর্মে যে, তোমরা  
দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করো এবং তাতে  
অনেক্য সৃষ্টি করো না । ” (সূরা আশ শুরা,  
আয়াত ১৩)

{ এই আয়াতে মোট পাঁচজন রাসূলের  
কথা উল্লেখ রয়েছে । সর্বপ্রথম নৃহ (আঃ) ও  
সর্বশেষ মহানবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং মাঝখানে  
পয়গাম্বরগণের পিতা হযরত ইবরাহীম  
(আঃ) এর নাম উল্লেখ রয়েছে। কুফর ও  
শিরক সত্ত্বেও আরবের লোকেরা হযরত  
ইবরাহীম (আঃ) এর নবুওয়ত স্বীকার  
করত। কোরআন অবতরণের সময় হযরত  
মুসা ও ঈসা (আঃ) এর ভক্ত ইহুদী ও  
খ্রীষ্টান সম্প্রদায় বিদ্যমান ছিল। তাই হযরত  
ইবরাহীমের পর এ দুজন রাসূলের নাম উল্লেখ  
করা হয়েছে।] -অনুবাদক

আর নবী-রাসূলগণের মধ্যে যাদের  
নাম আমাদের জানা নেই, তাঁদের প্রতি  
সাধারণ ও সামগ্রিক অর্থে বিশ্বাস স্থাপন  
করতে হবে। আল্লাহ্ পাক এরশাদ  
করেন :

((ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا  
عليك و منهم من لم نقصص عليك ))

অর্থ: “আমি আপনার পূর্বে অনেক  
রাসূল প্রেরণ করেছি। তাঁদের কারো

কারো ঘটনা আপনার কাছে বিবৃত  
করেছি এবং কারো কারো ঘটনা  
আপনার কাছে বিবৃত করিনি।”

(সূরা আল মুমিন, আয়াত : ১৮)

**তৃতীয়:** কোরআন ও সহীহ হাদীস  
দ্বারা প্রমাণিত তাঁদের ঘটনাসমূহের  
উপর বিশ্বাস স্থাপন করা।

চতুর্থ : এই নবী-রাসূলগণের মধ্যে  
যাকে আল্লাহ তা'আলা আমাদের প্রতি  
রাসূল করে প্রেরণ করেছেন, তাঁর আনিত  
শরীয়তের উপর আমল করা। আর তিনি  
হলেন সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মদ  
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। মহান  
আল্লাহ পাক বলেন :

((فَلَا وَرَبَكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يَحْكُمُوكَ فِيمَا شَجَرُ بَيْنَهُمْ ثُمَّ  
لَا بَجْدًا فِي أَنفُسِهِمْ حِرْجًا مَا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ))

**অর্থ:** “অতএব, তোমার প্রভু-  
প্রতিপালকের কসম, এই পর্যন্ত কোন

লোক ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না সে  
তাদের মধ্যে সৃষ্টি বিবাদের ব্যাপারে  
তোমাকে ন্যায় বিচারক বলে স্বীকার  
করে। অতঃপর তোমার মীমাংসার  
ব্যাপারে নিজের মনে কোন রকম  
সংকীর্ণতা পাবে না এবং তা সন্তুষ্টিচিত্তে  
করুল করে নেবে।” (সূরা আন্ন নিসা,  
আয়াত ৪ থেকে ৬৫)

{অতএব, কোন সময় কোন বিষয়ে  
পারস্পরিক মত বিরোধ দেখা দিলে, বিবাদ  
পরিহার করে উভয় পক্ষকে রাসূলে করীম  
(সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর  
নিকট এবং তাঁর অবর্তমানে তৎপ্রবর্তিত  
শরীয়ত অনুসারে মীমাংসা অন্বেষণ করতে  
হবে।] -অনুবাদক

নবী-রাসূলগণের প্রতি ঈমানের ফলে  
যে সব শুরুত্বপূর্ণ উপকার সাধিত হয়  
তন্মধ্যে রয়েছে :

১। আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক তার  
বাস্তবিক্রিয়ের উপর বিরাট রহমত ও পরম  
শুভ্যম সম্পর্কে তোন্ন অর্জন। যেহেতু

তিনি তাদের প্রতি আপন রাসূলগণকে প্রেরন করেছেন, যাতে তারা মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন এবং কি পদ্ধতিতে আল্লাহর ইবাদত করতে হয় তা লোকদের স্পষ্ট করে বলে দেন। কেননা, মানুষ নিজস্ব জ্ঞান-বুদ্ধির মাধ্যমে স্বয়ং তা জেনে নিতে পারে না।

২। এই মহা নিয়ামতের উপর আল্লাহর শুকরিয়াহ জ্ঞাপন করা।

৩। নবী রাসূলগণের প্রতি মহক্ষত ও সম্মান প্রদর্শন করা ও তাদের শান ও মর্যাদা উপযোগী প্রশংসা করা। কেননা, তারা আল্লাহ পাকের রাসূল এবং তারা পুরাপুরিভাবে আল্লাহর ইবাদত আদায় করেছেন। মানব জাতির কল্যাণার্থে তারা রেসালতের দায়িত্ব যথাযথ ভাবে আদায় করেছেন এবং তার বান্দাহদের নছিহত করেছেন।

একগুঁয়ে কাফেররা তাদের প্রতি প্রেরিত রাসূলগণকে অবিশ্বাস করে, এই বলে যে, আল্লাহর রাসূলগণ মানুষ থেকে

হতে পারেন না। আল্লাহ পাক কোরআন  
শরীফে তাদের এ ধারণা উল্লেখ করেন  
এবং তা বাতেল করে বলেন :

((وَمَا مِنْ نَاسٍ أَنْ يُؤْمِنُوا بِذِجَاءِهِمُ الْهُدَى إِلَّا قَالُوا  
أَبْعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا。 قَلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ  
مُطْمَئِنِينَ لَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا ))

অর্থ: “আল্লাহ কি মানুষকে রাসূল  
করে পাঠিয়েছেন? তাদের এই উক্তিই  
মানুষকে ঈমান আনয়ন থেকে বিরত  
রাখে, যখন তাদের নিকট আসে  
হেদায়েত। বল, যদি পৃথিবীতে  
ফেরেশ্তারা স্বাচ্ছন্দে বিচরণ করত, তা  
হলে আমি আকাশ থেকে কোন  
ফেরেশ্তাকেই তাদের নিকট রাসূল  
বানিয়ে প্রেরণ করতাম।” (সূরা বনী  
ইসরাইল, আয়াত- ৯৪-৯৫)

আল্লাহ তা'আলা তাদের এই ধারণা  
করে দেন এই অর্থে যে, আল্লাহর রাসূল

মানুষ হওয়া অপরিহার্য। কেননা, তারা পৃথিবীবাসীর প্রতি প্রেরিত, যেহেতু এরা হলো মানুষ। আর যদি পৃথিবীবাসীরা ফেরেশ্তা হতো তা হলে তাদের প্রতি কোন ফেরেশ্তাকে রাসূল হিসেবে প্রেরণ করার প্রয়োজন দেখা দিত; যাতে সেই রাসূল তাদেরই মত একজন হয়ে দায়িত্ব পালন করতো।

অন্যত্র এভাবে আল্লাহ পাক  
রাসূলগণকে অবিশ্বাসকারীদের বক্তব্য  
বর্ণনা করে বলেন :

((قالوا إن أنتم إلا بشر مثلكم نريدون أن تصدونا عما  
كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن  
إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان  
لنا أن نأتكم بسلطان إلا بإذن الله. وعلى الله فليتوكل  
المؤمنون))

অর্থ: “তারা বললো, তোমরা তো  
আমাদের মতই মানুষ! তোমরা  
আমাদেরকে ঐ উপাস্য থেকে বিরত

ରାଖତେ ଚାଓ, ଯାର ଇବାଦତ ଆମାଦେର  
ପିତୃପୁରୁଷଗନ କରତ । ଅତଏବ ତୋମରା  
କୋନ ସୁମ୍ପଟ୍ ପ୍ରମାଣ ଆନ୍ୟନ କର ।  
ତାଦେର ରସୂଲଗନ ତାଦେରକେ ବଲଲେନ ।  
ଆମରାଓ ତୋମାଦେର ମତ ମାନୁଷ, କିନ୍ତୁ  
ଆଜ୍ଞାହୁ ବାନ୍ଦାହଦେର ମଧ୍ୟ ଥେକେ ଯାର  
ଉପରେ ଇଚ୍ଛା, ଅନୁଗ୍ରହ କରେନ । ଆଜ୍ଞାହର  
ନିର୍ଦେଶ ବ୍ୟତୀତ ତୋମାଦେର କାହେ ପ୍ରମାଣ  
ନିଯେ ଆସା ଆମାଦେର କାଜ ନୟ ।  
ଈମାନଦାରଗନ କେବଳ ଆଜ୍ଞାହରଙ୍କ ଉପର  
ଯେନ ଭରସା କରେ ଥାକେ ।” (ସୂରା ଇବରାହିମ  
ଆୟାତ ୧୦-୧୧)

### ❖ ପଞ୍ଚମ ଭିତ୍ତି:

### ଆଖେରାତେର ଦିନେର ଉପର ଈମାନ

ଆଖେରାତେର ଦିନ ବଲେ କିଯାମତେର  
ଦିନ ବୁଝାନୋ ହେଯେଛେ । ଯେଦିନ ପ୍ରତିଫଳ  
ପ୍ରଦାନ ଓ ହିସାବ-ନିକାଶେର ଜନ୍ୟ ମୃତ  
ମାନୁଷଦେର ପୁନରୁତ୍ସ୍ଥାନ କରା ହବେ । ଏ

দিনকে ইয়াওমুল আখেরাহ বা শেষ দিন  
এ জন্যই বলা হয় যে, তারপর পৃথিবীর  
ন্যায় আর দিন-রাত থাকবে না। হিসাব-  
নিকাশের পর জাহানাতীগণ তাদের  
চিরস্থায়ী বাসস্থানে স্থিতিশীল হবে এবং  
জাহানামীগণও তাদের ঠিকানায়  
স্থায়ীভাবে প্রবেশ করবে।

❖ আখেরাতের প্রতি সৈমানে তিনটি  
বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে; যথা:-

প্রথম: পুনরুত্থান দিবসের উপর  
নিশ্চিত বিশ্বাস স্থাপন করা। যে দিন  
শিঙ্গায় দ্বিতীয়বার ফুঁৎকার হবে, তখন  
সব মৃত জীবিত হয়ে আল্লাহ রাবুল  
আলামীনের দরবারে উপস্থিত হবে এবং  
মানুষ নগ্ন দেহ, নগ্ন পা ও খত্না বিহীন  
অবস্থায় সমবেত হবে।

আল্লাহ পাক এরশাদ করেন :

((كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين))

অর্থঃ “যে ভাবে আমি প্রথম বার সৃষ্টি শুরু করেছিলাম সেভাবে পুনরায় তাকে সৃষ্টি করব। আমার ওয়াদা নিশ্চিত। অবশ্যই আমি তা পূর্ণ করব।”

(সূরা আলিয়া-১০৮)

**পুনরুত্থান:** মৃত্যুর পর পুনরুত্থান সত্য, যা কোরআনে করীম ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত এবং এর উপর মুসলমানদের ইজ্মা’ অর্থাৎ ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত।

আল্লাহ পাক বলেন :

((ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يَتَوَفَّوْنَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَبْعَثُونَ))

অর্থঃ “অতঃপর তোমরা মৃত্যুবরণ করবে। অতঃপর কেয়ামতের দিন তোমাদেরকে পুনর্জীবিত করা হবে।”

(সূরা মুমেনুন-১৫ ও ১৬)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন :

অর্থঃ “কেয়ামতের দিন সব মানুষকে  
নগ্ন পা ও খত্না বিহীন অবস্থায় সমবেত  
করা হবে।” (বোখারী ও মুসলিম)

পুনরুত্থান সাব্যস্ত হওয়ার উপর  
মুসলিমদের ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত। এটিই  
হেকমতের দাবী। আল্লাহর হেকমতের  
দাবী হলো: এই পৃথিবীবাসীর জন্য  
পরবর্তীতে একটি সময় নির্ধারণ করা  
অনিবার্য, যাতে আল্লাহ পাক তার  
রাসূলদের মাধ্যমে বান্দাহর উপর যে  
সব কাজ-কর্মের দায়িত্ব দিয়েছেন তিনি  
তার প্রতিফল প্রদান করেন।

আল্লাহ পাক এরশাদ করেন :

((أَفْحَسْبَتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبْثًا وَأَنْكُمْ إِلَيْنَا لَا تَرْجِعُونَ))

অর্থ: “তোমরা কি ধারণা কর যে,  
আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি  
এবং তোমরা আমার কাছে আর ফিরে  
আসবে না?” (সূরা মুমিনুন, আয়াত : ১১৫)

আল্লাহ পাক স্বীয় নবী (সাল্লাল্লাহু  
আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে বলেন :

((إِنَّ الَّذِي فَرِضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِرَادِكَ إِلَىٰ مَعَادٍ))

অর্থ: “যিনি আপনার প্রতি  
কোরআনের বিধান পাঠিয়েছেন তিনি  
অবশ্যই আপনাকে অঙ্গিকারকৃত  
প্রত্যাবর্তনস্থালে ফিরিয়ে নিবেন।”

(সূরা আল-কাসাস, আয়াত : ৮৫)

দ্বিতীয়ঃ হিসাব-নিকাশ ও প্রতিফল  
প্রদানের উপর ঈমান আনা ।

আল্লাহ পাক কিয়ামতের দিন  
বান্দাহর কৃতকর্মের হিসাব-নিকাশ  
নিবেন এবং প্রত্যেকের যাবতীয় কাজ-  
কর্মের প্রতিফল প্রদান করবেন। সে দিন  
মানুষ বিভিন্ন দলে প্রকাশ পাবে। কেউ  
অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা দেখতে  
পাবে এবং কেউ অণু-পরিমাণ অসৎকর্ম  
করলেও তা দেখতে পাবে। আর ইহা  
ক্ষেরআন, সুন্নাহ ও ইজমায়ে উম্মতের

দ্বারা প্রমাণিত। আল্লাহ পাক এরশাদ করেন :

((إِنَّا لِبِنَا إِيَّابِهِمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ))

অর্থ: “নিচয়ই তাদের প্রত্যাবর্তন আমারই পানে হবে, অতঃপর তাদের হিসাব নিকাশ থাকবে আমারই দায়িত্বে।” (সূরা গাশিয়াহ-২৫ ও ২৬)

তিনি আরো এরশাদ করেন :

((مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشَرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ  
فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلُهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ))

অর্থ: “যে একটি সৎকর্ম করবে, সে তার দশগুণ পাবে, এবং যে একটি মন্দ কাজ করবে সে উহারই সমান শান্তি পাবে। বস্তুতঃ তাদের প্রতি কোন জুলুম করা হবে না।” (সূরা আল আন’আম, আয়াত : ১৬০)

((ونضع الموازين القسط ليوم القيمة فلا تظلم نفس  
شيئاً وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا  
حاسبين))

অর্থ: “আমি কিয়ামতের দিন  
ন্যায়বিচারের মানদণ্ড স্থাপন করব।  
সুতরাং কারো প্রতি জুলুম করা হবে না।  
যদি কোন আমল সরিষার দানা  
পরিমাণও ক্ষুদ্র হয়, আমি তা উপস্থিত  
করব এবং হিসাব গ্রহণের জন্য আমিই  
যথেষ্ট।” (সূরা আন্বিয়া, আয়াত ৪৭)

হজরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ)  
থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলে করীম  
(সোল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)  
বলেছেন:

وعن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال - إن الله يدني المؤمن فيوضع عليه كفه ويستره فيقول أتعرف ذنبك كذا؟ أتعرف ذنبك كذا؟ أتعرف ذنبك كذا؟ ف يقول؟ نعم أي رب حتى إذا قررته بذنبه ورأى أنه هلك قال قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فيعطي كتاب حسناته وأما الكفار والمنافقون فينادي بهم على رؤوس

الخالق أهولاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على  
الظالمين (متفق عليه)

অর্থঃ ‘আল্লাহ পাক শেষ বিচারের দিন ঈমানদার ব্যক্তির নিকটবর্তী হয়ে তাকে স্বীয় রহমত দ্বারা ঢেকে জিজ্ঞেস করবেন, তুমি কি তোমার এই এই পাপ সম্পর্কে অবগত আছ? সে উত্তরে বলবে, হ্যাঁ হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! এভাবে যখন সে তার পাপসমূহ স্বীকার করে নিবে এবং দেখবে যে, সে ধ্বংসের মুখোমুখী হয়ে গিয়েছে, তখন আল্লাহ পাক এরশাদ করবেন, আমি দুনিয়াতে তোমার পাপসমূহ গোপন করে রেখেছিলাম এবং আজ তোমার জন্য তাঙ্কমা করে দিলাম। এরপর তাকে তার নেকীর আমলনামা দেওয়া হবে। আর কাফের ও মুনাফিকগণকে সকল সৃষ্টির সমাবেশে ডেকে বলা হবে। এরাই সেসব লোক, যারা তাদের প্রভু-প্রতি পালকের প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল। শুনে রাখ, জালেমদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাণ রয়েছে।’ ( বোখারী ও মুসলিম )

অপর এক সহীহ হাদীসে নবী (সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণিত আছে:

অর্থ: ‘যে ব্যক্তি কোন একটি সৎকাজ ইচ্ছা করে, এবং পরে তা সম্পন্ন করে আল্লাহ তা’আলা তার জন্য দশ থেকে সাতশত গুণ সাওয়াব বেশী লিখে রাখেন, বরং আল্লাহ তা’আলা স্বীয় কৃপায় আরো বেশী দিতে পারেন। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি একটি গুনাহর ইচ্ছা করে, এবং পরে সে তা বাস্তবায়িত করে, আল্লাহ পাক তার নামে শুধু একটি গুনাহ লিপিবদ্ধ করেন।’

❖ ইসলামী আক্ষয়েদগুলোর মধ্যে আখেরাতের জীবনে সেখানকার হিসাব-নিকাশ শান্তি ও পুরস্কার তথা প্রতিফলন প্রদান সাব্যস্ত হওয়ার উপর মুসলিম উম্মাতের এক্যমত প্রতিষ্ঠিত আছে। আর এটাই হেকমতের দাবী। কেননা, আল্লাহ তা’আলা পৃথিবীতে গ্রহরাজি পাঠিয়েছেন, রাসূলগণকে প্রেরণ করেছেন এবং তাঁদের আনিত দ্বীন গ্রহণ

করা ও উহার উপর আমল করা  
 বান্দাহদের উপর ফরজ করে দিয়েছেন।  
 নাফরমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ওয়াজিব  
 করেছেন, তাদের রক্ত, সন্তান-সন্ততি,  
 মাল-সম্পদ ও নারীদেরকে  
 মুসলমানদেও জন্য হালাল করেছেন।  
 অতএব, যদি প্রতিটি কৃতকর্মের হিসাব-  
 নিকাশ ও শান্তি-পুরক্ষার প্রদান করা না  
 হয় তা হলে এ সবই হয় অর্নথক, যা  
 থেকে আমাদের সর্ববিজ্ঞ প্রভু-  
 প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলা পুত-  
 পবিত্র।

এর প্রতিই আল্লাহ পাক ইঙ্গিত করে  
 বলেন ৪

((فَلَنْسِلنَ الَّذِينَ أُرْسَلُ إِلَيْهِمْ وَلَنْسِلنَ الْمُرْسَلِينَ فَلَنْقُصْنَ  
 عَلَيْهِمْ بَعْلَمٌ وَمَا كَانُوا غَائِبِينَ))

অর্থ: “অতএব আমি অবশ্যই  
 তাদেরকে জিজ্ঞেস করব, যাদের কাছে  
 রসূল প্রেরিত হয়েছিল এবং আমি  
 অবশ্যই জিজ্ঞেস করব রাসূলগণকে।  
 অতঃপর আমি স্বত্ত্বানে তাদের কাছে  
 অবস্থা বর্ণনা করব, বস্তুতঃ আমি

সেখানে অনুপস্থিত ছিলাম না। (সূরা  
আরাফ, আয়াত- ৬)

{অর্থাৎ কিয়ামতের দিন সর্ব সাধারণকে  
জিজ্ঞেস করা হবে যে আমি তোমাদের কাছে রাসূল  
ও গ্রন্থসমূহ প্রেরণ করেছিলাম তোমরা তাদের  
সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছিলে? নবী রসূলগণকে  
জিজ্ঞেস করা হবে: যে সব বার্তা ও বিধান দিয়ে  
আমি আপনাদেরকে প্রেরণ করেছিলাম সেগুলো  
আপনাদের নিজ নিজ উন্মত্তের কাছে পৌছিয়েছেন  
কি না? } অনুবাদক

**তৃতীয়ঃ জান্নাত** ও **জাহান্নামের**  
উপর বিশ্বাস স্থাপন এবং এর উপরও  
বিশ্বাস স্থাপন করা যে, এ দুটি স্থান  
মুমিন ও কাফেরদের চিরকালের শেষ  
আবাসস্থল ।

**জান্নাতঃ** অফুরন্ত নেয়ামতের ঘর,  
আল্লাহ পাক সেসব মুমিন-মুত্তাকীদের  
জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন যারা ঐ সব  
বিষয়ের প্রতি ঈমান এনেছে যে সব  
বিষয়ের উপর ঈমান আনা আল্লাহ পাক  
তাদের পক্ষে অপরিহার্য করেছেন এবং  
নিষ্ঠার সাথে তারা আল্লাহ তা'আলার

আনুগত্য ও তার রাসূল (সাল্লাহুল্লাহ  
আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অনুসরণ  
করেছে। সেথায় অফুরন্ত নিয়ামতের  
ভাগার মওজুদ রয়েছে- ‘যা কখনও  
কোন চক্ষু দেখেনি, কোন কর্ণ শ্রবণ  
করেনি এবং কোন মানুষ তা মনে মনে  
কল্পনাও করতে পারেনি।’

### আল্লাহ পাক বলেন :

((إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ  
الْبَرِّيَّةِ، جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ عِنْدَنَ تَجْرِي مِنْ  
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ  
ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبُّهُ))

অর্থঃ “যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম  
করে তারাই হলো সৃষ্টির সেরা। তাদের  
প্রভু-প্রতিপালকের কাছে রয়েছে তাদের  
প্রতিদান, চিরকাল বসবাসের জান্নাত,  
যার তলদেশে নির্বারিনী সমৃহ প্রবাহিত।  
তারা সেখানে থাকবে অনন্তকাল। আল্লাহ  
তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর  
প্রতি সন্তুষ্ট। এটা তাদের জন্য যারা  
প্রভু-প্রতিপালককে ভয় করে।”

(সূরা আল বাহুয়িনাত আয়াত- ৭-৮)

আল্লাহ তা'আলা আরো এরশাদ  
করেন :

((فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أَخْفَى لَهُمْ مِنْ قَرْةِ أَعْيُنٍ جَزَاءٌ بِمَا  
كَانُوا يَعْمَلُونَ))

অর্থ: “কেউ জানে না, তাদের জন্য  
নয়ন প্রীতিকর কী লুক্কায়িত রাখা আছে  
তাদের কৃতকর্মের পুরস্কারস্বরূপ”  
(সূরা সিজদা, আয়াত : ১৭)

জাহান্নাম : উহা আজাবের স্থান, যা  
আল্লাহ পাক কাফের জালেমদের জন্য  
প্রস্তুত করে রেখেছেন। যারা আল্লাহ  
তা'আলার সাথে কুফ্রী ও তার রাসূল  
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর  
নাফরমানী করে। সেখানে রয়েছে বিভিন্ন  
প্রকার আজাব ও হৃদয়বিদারক শাস্তি, যা  
কারো ক঳িনায়ও আসতে পারে না।

আল্লাহ পাক বলেন :

((فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُدْعِتَ لِلنَّاسِ))

অর্থ: “সেই দোষখের আগুন থেকে  
রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা কর, যা প্রস্তুত করে  
রাখা হয়েছে কাফেরদের জন্য।”

(সূরা আলে ইমরান-১৩১)

আল্লাহ তা'আলা আরো এরশাদ  
করেন :

((إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحاطَ بِهِمْ سَرَادُقُهَا  
وَإِنْ يَسْتَغْيِثُوا بِمَا مَأْتَاهُ كَالْمَهْلِ يُشَوِّي الْوِجْهَ بِئْسَ  
الشَّرَابُ وَسَاعَتْ مِرْتَفَقًا))

অর্থঃ “আমি জালেমদের জন্য  
জাহানাম প্রস্তুত করে রেখেছি, যার  
বেষ্টনী তাদেরকে পরিবেষ্টিত করে  
রাখবে। যদি তারা পানীয় প্রার্থণা করে  
তা হলে তাদেরকে পুঁজের ন্যায় পানীয়  
দেয়া হবে, যা তাদের মুখ্যমণ্ডল বিদ্ধ  
করবে। কতইনা নিকৃষ্ট পানীয় উহা  
এবং কতইনা মন্দ সেই আশ্রয়স্থল।”

(সূরা আল কাহাফ, আয়াত : ১৯)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন :

((إِنَّ اللَّهَ لَعِنَ الْكَافِرِينَ وَأَعْدَ لَهُمْ سَعِيرًا خَالِدِينَ فِيهَا أَبْدًا  
لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. يَوْمَ تُنَقَّبُ وَجْهُهُمْ فِي النَّارِ  
يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أطَعْنَا اللَّهَ وَأطَعْنَا الرَّسُولَ لَا))

অর্থ: “নিশ্চয়ই আল্লাহ্ কাফেরদের উপর অভিসম্পাত করেছেন এবং তাদের জন্য জুলন্ত অগ্নি প্রস্তুত করে রেখেছেন। তথায় তারা অনন্তকাল থাকবে এবং তথায় কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না। যে দিন অগ্নিতে তাদের মুখমণ্ডল ওলট পালট করা হবে, সে দিন তারা বলবে, হায়! আমরা যদি আল্লাহর আনুগত্য করতাম ও আমাদের রাসূলের আনুগত্য করতাম।”

(সূরা আল আহ্যাব, আয়াত : ৬৪-৬৬)

✿ মৃত্যুর পর সংগঠিত সকল বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করাও আখেরাতের উপর বিশ্বাস স্থাপনের অন্ত ভঙ্গ। যেমন-

### (ক) কবরের পরীক্ষা

মৃত ব্যক্তির দাফনের পর ফেরেশ্তা কর্তৃক তাকে তার প্রভু-প্রতিপালক, তার ধর্ম ও তার নবী সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে। অতঃপর আল্লাহ্ পাক ঈমানদারগণকে কালেমায়ে তাইয়িবাহ দ্বারা মজবুত করবেন এবং ঈমানদার ব্যক্তি বলবে: আল্লাহ্ আমার

প্রভু-প্রতিপালক, ইসলাম আমার ধর্ম,  
এবং মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া  
সাল্লাম) আমার নবী। আর আল্লাহপাক  
জালেমদেরকে বিভ্রান্ত করবেন। কাফের  
বলবে: হায়! হায়! আমি তো কিছুই  
জানি না। আর মুনাফিক বা সন্দেহকারী  
বলবে: আমি কিছুই জানি না, তবে  
লোকদেরকে কিছু বলতে শুনেছি,  
অতঃপর আমিও তাই বলেছিলাম।

### (খ) কবরের আজাব ও উহার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য

কবরের আজাব জালেম কাফের ও  
মুনাফেকদের জন্য হবে।

আল্লাহ পাক বলেন :

((ولو تری اذ الظالمون فی عمرات الموت والملائكة  
باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. اليوم تجزون عذاب الهون  
بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته  
 تستكرون))

অর্থ ৪ যদি আপনি দেখেন, যখন  
জালেমরা মৃত্যু-যন্ত্রণায় থাকে এবং  
ফেরেশতারা স্বীয়-হস্ত প্রসারিত করে

বলে, বের কর স্বীয় আত্মা! অদ্য তোমাদেরকে অপমাননাকর শান্তি প্রদান করা হবে। কারণ তোমরা আল্লাহর উপর অসত্য বলতে এবং তাঁর আয়াত সমূহ থেকে অহংকার করতে। (সূরা আল আন্�-আম, আয়াত ৪: ৯৩)

আল্লাহ তা'আলা ফেরাউনের গোত্র সম্পর্কে এরশাদ করেন :

((النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة  
ادخلوا آل فرعون أشد العذاب))

অর্থঃ “সকাল-সন্ধ্যায় তাদেরকে আগন্তনের সামনে পেশ করা হয় এবং যে দিন কিয়ামত সংঘটিত হবে, সে দিন আদেশ করা হবে, ফেরাউন গোত্রকে কঠিনতর আয়াবে দাখেল কর। (সূরা গাফের, আয়াত ৪: ৯৩)

সহীহ মুসলিম শরীফে হ্যরত যায়েদ বিন ছাবেত (রাজিয়াল্লাহ আনহ) এর বর্ণিত এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, ‘যদি তোমরা মৃতদেরকে দাফন না করার আশঙ্কা আমার হতোনা, তা হলে আমি আল্লাহর নিকট দোয়া করতাম যেন তিনি

তোমাদেরকে কবরের আয়াব শুনায়ে  
 দিতেন, যা আমি শুনে থাকি।' তারপর  
 সাহাবাগণের প্রতি লক্ষ্য করে তিনি  
 বললেন: 'তোমরা দোষখের আয়াব  
 থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা  
 কর।' তাঁরা বললেন, আমরা দোষখের  
 আয়াব থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয়  
 প্রার্থনা করি। অতঃপর তিনি বললেন:  
 'তোমরা কবরের আয়াব হতে আল্লাহর  
 নিকট আশ্রয় চাও।' তাঁরা বললেন,  
 আমরা কবরের আয়াব থেকে আল্লাহর  
 নিকট আশ্রয় চাই। নবী (সাল্লাল্লাহু  
 আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন:  
 'তোমরা জাহেরী ও বাতেনী  
 ফেত্নাসমূহ থেকে আল্লাহর নিকট  
 আশ্রয় কামনা কর।' তাঁরা বললেন,  
 আমরা জাহেরী ও বাতেনী ফেত্নাসমূহ  
 থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা  
 করি। তিনি বললেন: 'তোমরা দাজ্জালের  
 ফিতনা থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয়  
 প্রার্থনা কর।' তাঁরা বললেন, আমরা  
 দাজ্জালের ফিতনা থেকে আল্লাহর কাছে  
 আশ্রয় প্রার্থনা করি।

আর কবরের নিয়ামত ও স্বাচ্ছন্দ্য  
 সত্ত্বিকার মুত্তাকীদের জন্য।

আল্লাহ পাক এরশাদ করেন ৪

(( إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَنَزَّلَ عَلَيْهِم  
الْمَلَائِكَةُ أَلَا تَخَافُوا وَلَا تَحْزِنُوا وَأَبْشِرُوهُم بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ  
تَوعِدُونَ ))

অর্থ: ”নিশ্চয়, যারা বলে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহ, অঙ্গের এর উপর তারা অবিচল থাকে, তাদের কাছে ফেরেশ্তারা অবর্তীর্ণ হয়ে বলে, তোমরা ভয় করো না, চিন্তা করো না এবং তোমাদের প্রতিশ্রূত জান্নাতের সুসংবাদ শুন।” (সূরা ফুস্সিলাত, আয়াত ৩০)

আল্লাহ পাক আরো এরশাদ করেন :

(( فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحَلْقُومُ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَتَظَرَّفُونَ وَنَحْنُ  
أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكُمْ لَا تَبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مُدِينِينَ  
تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَلَمَا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقْرَبِينَ . فَرُوحَ  
وَرِيحَانَ وَجْنَتَ نَعِيمَ ..... ))

অর্থ: “অতঃপর যখন কারো প্রাণ কষ্টাগত হয় এবং তোমরা তাকিয়ে থাক, তখন আমি তোমাদেও অপেক্ষা তার অধিক নিকটে থাকি; কিন্তু তোমরা দেখন। যদি তোমাদের হিসাব-কিতাব

না হওয়াই ঠিক হয়, তবে তোমরা এই  
আত্মাকে ফেরাওনা কেন? যদি তোমরা  
সত্যবাদী হও। যদি সে নেকট্যশালীদের  
একজন হয়, তবে তাঁর জন্য আছে সুখ-  
সাচ্ছন্দ্য, উত্তম রিয়িক ও নেয়ামতভরা  
উদ্যান।... (সূরার শেষ পর্যন্ত)”

(সূরা ওয়াকেয়া, আয়াত : ৮৮)

⊗ হ্যরত বারা ইবনে আ'ফির বর্ণনা  
করেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি  
ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : ঈমানদার ব্যক্তি  
কর্তৃক কবরে ফেরেশ্তাদ্বয়ের প্রশ্নের  
উত্তর দেয়ার পর, এক আহ্বানকারী  
আসমান থেকে আহ্বান করে বলবে,  
আমার বান্দাহ সত্য বলেছে। তোমরা  
তার জন্য জান্নাতে বিছানা করে দাও,  
তাকে জান্নাতের পোষাক পরিধান  
করিয়ে দাও এবং তার জন্য জান্নাতের  
একটা দরজা খুলে দাও। অতঃপর তাঁর  
কবরে জান্নাতের সুগন্ধি আসতে থাকবে  
এবং তার জন্য কবর চক্ষুদৃষ্টির সীমা  
পর্যন্ত প্রশস্ত করা হবে।

(ইমাম আহমদ ও আবু দাউদ কর্তৃক  
বর্ণিত দীর্ঘ হাদীসের অংশ বিশেষ)

## আখেরাতের প্রতি ঈমানের গুরুত্বপূর্ণ অনেক উপকার রয়েছে; তন্মধ্যে কয়েকটি নিম্নরূপ ৪

১। পরকালের সুখ-শান্তি ও  
প্রতিফলের আশায় ঈমান অনুযায়ী  
আল্লাহর আনুগত্যে আমল করার প্রেরণা  
ও স্পৃহা সৃষ্টি হয়।

২। পরকালের আযাব ও শান্তির  
ভয়ে আল্লাহ তা'আলা ও তার রসূল  
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর  
নাফরমানী করা ও উহার উপর সন্তুষ্ট  
হওয়া থেকে বিরত থাকা।

৩। আখেরাতের নেয়ামত ও  
ছাওয়াবের আশায় পার্থিব বস্ত্রনায়  
মুমিনের আন্তরিক প্রশান্তি লাভ।

✿ কাফেরগণ মৃত্যুর পর পুনরজ্জীবন  
অঙ্গীকার করে। তাদের ধারণায় এই  
পুনরজ্জীবন অসম্ভব।

কাফেরদের এই ধারণা বাতিল।  
কারণ, মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের উপর  
শরীয়ত, ইন্দ্রিয় ও যুক্তিগত প্রমাণ  
ওয়েঁচে:

(ক) শরীয়তের প্রমাণঃ আল্লাহ পাক  
এরশাদ করেন :

((رَعِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يَبْعَثُوا. قَلْ بِلِي وَرَبِّي لِتَبْعَثُنَ  
ثُمَّ لِتَبْيَنَ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ))

অর্থঃ “কাফেররা দাবী করে যে, তারা কখনও পুনরুত্থিত হবে না। বলুন, অবশ্যই তা হবে, আমার পালনকর্তার কসম। নিশ্চয়ই তোমরা পুনরুত্থিত হবে। অতঃপর তোমাদেরকে অবহিত করা হবে যা তোমরা করতে। এটা আল্লাহর পক্ষে সহজ।

(সূরা আত্‌ তাগারুন, আয়াত ৮-৯)

উপরন্ত, সব আসমানী গ্রন্থ পুনরুত্থান ছাবেতের ব্যাপারে একমত।

[১- আল্লাহ ভীতি ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসই বিশ্ব শান্তির চাবিকাঠি : সুষ্ঠ বিবেকসম্পন্ন যে কোন ব্যক্তি নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে চিন্ত করলে স্পষ্ট উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে যে, শুধু আদালতের দণ্ডান করেই পৃথিবীতে কখনো শান্তি ও নিরাপত্তা অর্জিত হয়নি, বরং ভবিষ্যতেও অর্জিত হবে না। একমাত্র খোদাভীতি ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসই শান্তি ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিতে পারে। যার ফলে রাজা-

প্রজা ও শাসক-শাসিত সর্বপ্রকার দায়-দায়িত্ব  
উপলব্ধি করতে এবং তা যথাযথ ভাবে পালন  
করতে সচেষ্ট হবে ।] - অনুবাদক

### (খ) ইন্দ্রিয় শক্তির আলোকে প্রমাণ:

আল্লাহ পাক এ পৃথিবীতে মৃত  
ব্যক্তিদেরকে জীবিত করে তার  
বান্দাহদের সম্মুখে প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেশ  
করেছেন । সূরা আল-বাক্তুরার মধ্যে এর  
পাঁচটি দৃষ্টান্ত বর্ণিত হয়েছে ।

প্রথম উদাহরণঃ হজরত মুসা  
(আঃ) এর ঘন্না । যখন মুসা (আঃ) বনী  
ইসরাইলের সন্তর জন লোককে  
মনোনীত করে, তাঁর সঙ্গে তুর পর্বতে  
নিয়ে গেলেন । সেখানে পৌছে, তারা  
আল্লাহর বাণী স্বয়ং শ্রবণ করেও ঈমান  
আনলো না এবং বলল, যতক্ষণ না  
আমরা আল্লাহকে প্রকাশ্য দেখবো  
ততক্ষণ পর্যন্ত বিশ্বাস করব না । এ  
ধৃষ্টতার জন্য তাদের উপর বজ্রপাত  
হলো এবং সবাই ধ্বংস হয়ে গেল ।

অতঃপর মুসা (আঃ) এর দোয়ায় আল্লাহ্  
পাক দয়াপরবশ হয়ে তাদেরকে  
পূণজীবিত করে ছিলেন। আল্লাহ পাক  
বনী ইসরাইলদেরকে সম্বোধন করে  
এরশাদ করেন :

(( وَإِذْ قَلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نرَى اللَّهَ جَهْرَةً  
فَأَخْذُنَّكُمُ الصَّاعِقَةَ وَأَنْتُمْ تَنْتَظِرُونَ . ثُمَّ بَعْثَا كَمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ  
لِعْلَمْ تَشَكَّرُونَ ))

অর্থঃ “আর যখন তোমরা বললে,  
হে মুসা, কস্মিনকালেও আমরা তোমাকে  
বিশ্বাস করব না যতক্ষণ না আমরা  
আল্লাহকে প্রকাশ্য দেখতে পাব। বস্তুতঃ  
তোমদেরকে পাকড়াও করল বজ্রপাত।  
অথচ তোমরা তা প্রত্যক্ষ করছিলো।  
তারপর মরে যাবার পর তোমাদিগকে  
পুনরায় জীবন দান করেছি, যাতে করে  
তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে নাও।”

(সূরা বাকারা, আয়াত : ৫৫-৫৬)

দ্বিতীয় উদাহরণ : নিহত ব্যক্তির  
ঘটনা। বনী-ইসরাইলদের মধ্যে একটি  
হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয় এবং হত্যাকারী

কে তা জানা কঠিন হয়ে পড়ে। আল্লাহ্  
পাক তাদেরকে একটি গরু জবাই করে  
তার একটি অংশ দ্বারা মৃত ব্যক্তিকে  
আঘাত করার আদেশ দিলেন। অতঃপর  
তারা সেইভাবে আঘাত করলে ঐ  
জীবিত হয়ে উঠে এবং হত্যাকারীর নাম  
বলে দেয়। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা  
এরশাদ করেন :

(( وَإِذْ قَتَلْتُمْ نفْسًا فَادْهَرْأُ تَمْ فِيهَا وَاللهُ مُخْرِجٌ مَا  
كَنْتُمْ تَكْتُمُونَ . فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِعِصْبَهَا كَذَالِكَ يُحِيِّ اللهُ  
الْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لِعُلُّكُمْ تَعْقِلُونَ ))

অর্থঃ “যখন তোমরা একজনকে  
হত্যা করার পর, সে সম্পর্কে একে  
অপরকে অভিযুক্ত করেছিলে। যা  
তোমরা গোপন করছিলে, তা প্রকাশ  
করে দেয়া ছিল আল্লাহর অভিপ্রায়।  
অতঃপর আমি বললাম। গরুর একটি  
খণ্ড দ্বারা মৃতকে আঘাত কর। এভাবে  
আল্লাহ্ মৃতকে জীবিত করেন এবং  
তোমাদেরকে তাঁর নির্দশনসমূহ প্রদর্শন  
করেন, যাতে তোমরা চিন্তা কর।”

(সূরা আল-বাক্সারা, আয়াত ৩ ও ৭২-৩৩)

তৃতীয় উদাহরণ : ঘটনার সংক্ষিপ্ত  
বিবরণ এই যে, বনী ইসরাইলের কিছু  
লোক, কোন এক শহরে বাস করতো।  
সেখানে, কোন মহামারী বা মারাত্মক  
রোগ-ব্যবির প্রাদুর্ভাব হয়। তখন তারা,  
মৃত্যুর ভয়ে বাড়ী-ঘর ছেড়ে দুটি  
পাহাড়ের মধ্যবর্তী এক প্রশস্ত ময়দানে  
গিয়ে বসবাস করতে লাগলো। আল্লাহ  
তাআলা তাদেরকে এবং দুনিয়ার  
অন্যান্য, জাতিকে একথা অবগত  
করাবার জন্য যে, মৃত্যুর ভয়ে পালিয়ে  
গিয়ে কেউ রক্ষা পেতে পারে না।  
তাদের সবাইকে ঐ জায়গায় একসাথে  
মৃত্যু দিয়ে দিলেন এবং পরে তাদেরকে  
আবার জীবিত করেন।

এই প্রসঙ্গে আল্লাহ পাক এরশাদ  
করেন :

(( أَلَمْ ترْ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ  
أَوْفُ حَذْرِ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ  
اللَّهَ لَذُو فَضْلِ النَّاسِ وَلَكُنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ))

অর্থঃ “তুমি কি তাদেরকে দেখনি,  
যারা মৃত্যুর ভয়ে নিজেদের ঘর ছেড়ে

বেরিয়ে গিয়েছিল? আর তারা ছিল  
সংখ্যায় হাজার হাজার। তারপর আল্লাহ  
তাদেরকে বললেন, মরে যাও। তারপর  
তাদেরকে জীবিত করে দিলেন। নিশ্চয়ই  
আল্লাহ মানুষের উপর পরম অনুগ্রহ  
শীল। কিন্তু অধিকাংশ লোক শুকরিয়া  
জ্ঞাপন করে না।”

(সূরা বাক্সারা, আয়াত - ২৪৩)

চতুর্থ উদাহরণ : সেই ব্যক্তির ঘটনা  
যে এক মৃত শহর দিয়ে যাচ্ছিল। অবস্থা  
দেখে সে ধারণা করে যে, আল্লাহ পাক  
এই শহরকে আর জীবিত করতে  
পারবেন না। অল্লাহ পাক তাকে একশত  
বছর মৃত রাখেন। তারপর তাকে  
জীবিত করেন। আল্লাহ পাক ক্ষেত্রে  
শরীরে নিজেই ঘটনাটির বিস্তারিতভাবে  
বর্ণনা দেন :

((أو كَالذِي مَرَ عَلَى قُرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى  
عِرْوَشَهَا قَالَ أَنِي يَحِيِّ هَذِهِ الْأَرْضُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ  
مائةً عَامًا ثُمَّ بَعْثَهُ . قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ  
بعضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مائةً عَامًا فَانظِرْ إِلَيْ طَعَامِكَ

وشرابك لم يتثنى. وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية  
للناس. وانظر إلى الطعام كيف ننسى ها ثم نكسوها  
لحمًا فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء  
قدير ))

অর্থ: “তুমি কি সে লোককে দেখনি,  
যে এমন এক জনপদ দিয়ে যাচ্ছিল,  
যার বাড়ীগুলো ধ্বংস-স্তৰে পরিণত  
হয়েছিল। বলল, কেমন করে আল্লাহ  
মরণের পর একে জীবিত করবেন ?  
অতঃপর আল্লাহ তাকে মৃত অবস্থায়  
রাখলেন একশত বছর। তারপর তাকে  
পুনজীবিত করে বললেন, কতকাল মৃত  
ছিলে? বলল, আমি মৃত ছিলাম একদিন  
কিংবা একদিনের কিছু কম সময়।  
আল্লাহ বললেন, তা নয়! এবং তুমি তো  
একশত বছর মৃত ছিলে। এবার চেয়ে  
দেখ নিজের খাবার ও পানীয়দ্রব্যের  
দিকে, সেগুলো পঁচে যাইনি এবং দেখ,  
নিজের গাধাটির দিকে। আর আমি  
তোমাকে মানুষের জন্য দৃষ্টিত্ব বানাতে  
চেয়েছি। আর হাড়গুলোর দিকে চেয়ে  
দেখ, আমি এগুলোকে কেমন করে জুড়ে  
দেই এবং সেগুলোর উপর মাংসের

আবরণ কিভাবে পরিয়ে দেই। অতঃপর যখন তার উপর এ অবস্থা স্পষ্ট ভাবে প্রকাশিত হল, তখন বলে উঠল, আমি জানি, নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্ব শক্তিমান।

(সূরা আল বাক্সারা, আয়াত ৪ ২৫৯)

### পঞ্চম উদাহরণঃ

ইবরাহীম (আঃ) এর ঘটনা, যখন তিনি আল্লাহ তা'আলার কাছে আরজ করলেন, তিনি কিভাবে মৃতকে পুণ্যজীবিত করবেন, তা তাকে প্রত্যক্ষ করান।

{ আল্লাহ তা'আলার সর্বময় ক্ষমতার প্রতি ইবরাহীম (আঃ) এর আস্থা ও বিশ্বাস তো অবশ্যই ছিল। কিন্তু মানব প্রকৃতির সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে যে, অন্তরের বিশ্বাস যতই দৃঢ় হোক, চোখে না দেখা পর্যন্ত অন্তরে পূর্ণ প্রশান্তি আসতে চায় না, প্রশ্নের পর প্রশ্ন জাগতে থাকে। এ কারণে হ্যান্ত ইবরাহীম (আঃ) এরূপ নিবেদন করেছিলেন। }

আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম( আঃ)কে নির্দেশ দিলেন, তিনি যেন চারটি পাথী জবাই করে সেগুলোর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পার্শ্ববর্তী পাহাড়গুলোর উপর ছড়িয়ে

দেন। এরপর তাদের ডাক দিলে দেখা যাবে তাদেও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো একত্রিত হয়ে পূর্ণ আকারে ইব্রাহীমের দিকে ধাবিত হয়ে চলে আসছে।

আল্লাহ্ পাক ঘটনার বিবরণ দিয়ে বলেন :

(( وَادْ قَالَ إِبْرَاهِيمَ رَبِّنِي كَيْفَ تُحِيَ الْمَوْتَىٰ  
قَالَ أَوْ لَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلِّي وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَ فَلَبِّيٌّ . قَالَ فَخَذْ  
أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصَرَ هُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ  
جِبَلٍ مِّنْهُنْ جَزِءًا ثُمَّ ادْعُهُنْ يَأْتِينَكَ سَعِيًّا وَاعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ  
عَزِيزٌ حَكِيمٌ ))

অর্থঃ “আর স্মরণ কর, যখন ইব্রাহীম বলল, হে আমার প্রভু-প্রতিপালক আমাকে দেখাও, কেমন করে তুমি মৃতকে জীবিত কর। আল্লাহ পাক বললেন, তুমি কি তা বিশ্বাস কর না? ইব্রাহীম বলল, অবশ্যই বিশ্বাস করি, কিন্তু দেখতে এজন্য চাচ্ছি যাতে অন্তরে প্রশান্তি লাভ করতে পারি। বললেন, তাহলে চারটি পাথী ধরে নাও। পরে সেগুলোকে নিজের নিকট কেটে

টুকরো টুকরো করে নাও। অতঃপর  
সেগুলোর দেহের একেকটি অংশ বিভিন্ন  
পাহাড়ের উপর রেখে দাও। তারপর  
সেগুলোকে ডাক, দেখবে, সেগুলো  
(জীবিত হয়ে) তোমার নিকট দৌড়ে  
চলে আসবে। আর জেনে রেখো,  
নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, অতি  
জ্ঞানসম্পন্ন।”(সূরা বাক্সারা, আয়াত - ২৬০)

এগুলো বাস্তব ইন্দ্রিয়গত উদাহরণ  
যেগুলো কোরআন করীমে উল্লেখিত  
হয়েছে, মৃতদের পুনর্জীবিত করা যে  
সম্ভব তা নিশ্চিত ভাবে প্রমাণ করে।  
ইতিপূর্বে মৃতকে জীবিত করার আল্লাহ  
তা'আলার নিদর্শন সমূহের মধ্যে  
অন্যতম হজরত ঈসা ইবনে মারযাম  
(আঃ)-এর মো'জেয়াহর সঙ্গিত করা  
হয়েছে। তিনি আল্লাহর হৃকুমে মৃতকে  
জীবিত করে কবর থেকে উঠাতেন।

যুক্তির আলোকে পুনরুত্থানের  
প্রমাণসমূহ এবং সেগুলো দুইভাবে  
উপস্থাপন করা যায়

একঃ-নিশ্চয়ই আল্লাহ সুব্হানাহু  
ওয়াতা'আলা নভোমগুল ও ভূমগুল এবং  
এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সব কিছুর স্থিতা।  
আর যিনি প্রথম বার এগুলো সৃষ্টি  
করেছেন এবং তাতে কোন ক্ষতিবোধ  
করেননি, তিনি পুনরুত্থানে দ্বিতীয় বারও  
সৃষ্টি করতে সম্পূর্ণ সক্ষম। বরং তাতো  
আরো সহজ। আর তিনি সর্ববিষয়ে  
সর্বশক্তিমান।

আল্লাহ পাক বলেন ৪

(( وَهُوَ الَّذِي يَبْدَا الْخَلْقَ ثُمَّ يَعِيدُهُ وَهُوَ أَهُونُ  
عَلَيْهِ وَلِهِ الْمِثْلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ  
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ))

অর্থ: “তিনিই প্রথম বার সৃষ্টিকে অস্তি  
ত্বে আনয়ন করেন, অতঃপর পুর্ণর্বার  
তিনি সৃষ্টি করবেন। এটা তার জন্য  
অধিকতর সহজ। আকাশ ও পৃথিবীতে

সর্বোচ্চ মর্যাদা তাঁরই এবং তিনিই  
পরাক্রমাশালী প্রজ্ঞাময় ।

(সূরা রোম, আয়াত ৪ ২৭)

আরো এরশাদ হচ্ছে ৪

((كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا  
فاعلين ))

অর্থঃ “যে ভাবে আমি প্রথমবার সৃষ্টি  
করেছিলাম, সেভাবে আমি পুনরায় সৃষ্টি  
করব। আমার ওয়াদা নিশ্চিত, আমি  
অবশ্যই তা পূর্ণ করব।” (সূরা আমিনা  
আয়াত ৪ ১০৪)

(আস ইব্ন ওয়ালে মক্কা উপত্যকা থেকে  
একটি পুরাতন হাড় কুড়িয়ে তাকে স্বহস্তে ভেঙে  
চূর্ণ-বিচূর্ণ করে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া  
সাল্লামকে বলল, আল্লাহ তা'আলা একেও জীবিত  
করবেন কি? উত্তরে আল্লাহ পাক এরশাদ করেন)

যে লোক পচে গলে যাওয়া হাড়ি  
পুনর্জীবিত হওয়াকে অস্বীকার করে  
আল্লাহ পাক সে লোকের উত্তর প্রদানের  
জন্য তার নবীকে নির্দেশ দিয়ে বলেনঃ

(( وضرب لنا مثلاً ونسى خلقه. قال من يحيى  
العظيم وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة  
وهو بكل خلق علیم ))

অর্থ: “সে আমার সম্পর্কে এক  
অদ্ভুত কথা বর্ণনা করে, অথচ সে  
নিজের সৃষ্টি ভুলে যায়। সে বলে, কে  
জীবিত করবে অঙ্গসমূহকে যখন  
সেগুলো পচে গলে যাবে? বলঃ যিনি  
প্রথমবার এগুলোকে সৃষ্টি করেছেন,  
তিনিই পুনরায় জীবিত করবেন। তিনি  
সর্বপ্রকার সৃষ্টি সম্পর্কে সম্যক অবগত।

(সূরা ইয়াসীন, আয়াত ৭৮-৭৯)

দুই:- জমীন কখনও সরুজ বৃক্ষ-  
তন-লতাবিহীন মৃত হয়ে পড়ে। আল্লাহ  
পাক তখন বৃষ্টি বর্ষণ করে পুনরায়  
উহাকে জীবন্ত ও বিভিন্ন প্রকার শষ্য-  
শ্যামল দ্বারা ভরে তুলেন। যিনি এই  
জমীনকে মরে যাওয়ার পর জীবন্ত  
করতে সমর্থ, তিনি নিশ্চয়ই মৃত  
প্রাণীদেরকে পুনরায় জীবন্ত করতে  
সম্পূর্ণ সক্ষম।

আল্লাহ পাক এরশাদ করেন ৪

((وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكُمْ تُرِي أَلَارْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَرَّتْ وَرَبَّتْ إِنَّ الدِّيْنَ لِمَحِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ))

অর্থঃ “তার এক নিদর্শন এই যে, ভূমিকে দেখবে অনুর্বর পড়ে আছে। অতঃপর আমি যখন তার উপর বৃষ্টি বর্ষণ করি তখন সে শস্যশ্যামল ও স্ফীত হয়ে উঠে। নিশ্চয়ই যিনি একে জীবিত করেন তিনি জীবিত করবেন মৃত্যুদেরকেও। নিশ্চয়ই তিনি সব কিছু করতে সক্ষম।”

(সূরা ফুস্সিলাত আয়াত ৩৯)  
আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

অর্থঃ এবং আমি আকাশ থেকে বরকতময় বৃষ্টি বর্ষণ করি এবং তদ্বারা বাগান ও পরিপন্থ শষ্যরাজি উদ্গত করি। আর সৃষ্টি করি সমুন্নত খর্জুর বৃক্ষ, যাতে থাকে গুচ্ছ গুচ্ছ খেজুর আমার

বান্দাহদের জীবিকাস্তরণ; বৃষ্টির দ্বারা আমি সঞ্জীবিত করি মৃত ভূমিকে; এইভাবে পনরুণ্ঠান ঘটবে।” (সূরা: ক্ষাফ-৯-১১)

### কাফেরদের সন্দেহ নিরশন :

পথভ্রষ্ট একটি সম্প্রদায় করবের আজাব ও উহার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে অস্বীকার করে। তাদের ধারণা এটা অসম্ভব ও বাস্তববিবরোধী আক্ষীদাহ। তারা বলে, কেন সময় করব উন্মোক্ত করা হলে দেখা যায়, মৃত যেমন ছিল তেমন আছে। করবের পরিসর বৃদ্ধি পায়নি বা উহা সংকুচিতও হয়নি।

শরীয়ত, ইন্দ্রিয়শক্তি ও যুক্তির বিচারে তাদের এ ধারণা বাতিল।

**শরীয়ত:-** করবের আয়াব ও উহার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ছাবেত হওয়ার প্রমাণে ইতিপূর্বে কোরআন ও হাদীসের উদ্ধৃতিসমূহ ঈমান বিল আখিরাতের পরিচ্ছদে (খ) প্যারায় উল্লেখ করা হয়েছে।

বোখারী শরীফে হ্যরত আন্দুল্লাহ  
বিন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে  
যে রসূলুল্লাহ (সাল্লাহুল্লাহ আলাইহে ওয়া  
সাল্লাম) এক বাগানের পার্শ্ব দিয়ে  
যাচ্ছিলেন। হঠাৎ দুজন লোকের  
আওয়াজ শুনতে পেলেন, যাদেরকে  
তাদের কবরে শান্তি দেওয়া হচ্ছিল।---  
---[হাদীসের শেষ পর্যন্ত] এই হাদীসে  
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাহুল্লাহ আলাইহি ওয়া  
সাল্লাম) আবাবের কারণ উল্লেখ করে  
বললেন: এদের একজন প্রস্রাব থেকে  
নিজেকে রক্ষা করতো না এবং অপরজন  
চুগলখুরী করতো।

**ইন্দ্রিয়শক্তি:-**ঘূমন্ত ব্যক্তি স্বপ্নে  
কোন সময় ধ্রশন্ত বাগান বা ময়দান  
দেখতে পায় এবং সেখানে শান্তি  
উপভোগ করতে থাকে। আবার কখনও  
দেখে সে কোন বিপদে পতিত হয়ে  
ভীষণ কষ্টে অঙ্গুর হয়ে থাকে এবং  
অনেক সময় ভয়ে জাগ্রত হয়ে যায় অথচ  
সে নিজ রুমে বিছানার উপর পূর্বাবস্থায়  
বহাল রয়েছে। বলা হয়! ‘নিদ্রা মৃত্যুর  
সমতুল্য।’

## আল্লাহ পাক এরশাদ করেন :

((الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون))

অর্থ: “আল্লাহ মানুষের প্রাণ হরণ করেন, তার মৃত্যুর সময়। আর যে মরে না, তার নিদ্রাকালে। অতঃপর যার মৃত্যু অবধারিত করেন, তার প্রাণ ছাড়েন না এবং অন্যান্যদের ছেড়ে দেন এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। নিশ্চয়ই এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্য নির্দর্শনাবলী রয়েছে।”

(সূরা আয যুমার, আয়াত : ৪২)

**যুক্তি বা বুদ্ধি:-** যুক্তির আলোকে করেরের শান্তি ও শান্তি।

যুক্তি ব্যাক্তি কখনো সত্য ও বাস্ত নিক ন্য দেখে থাকে। হয়তো সে কল কল্পনা করে আল্লাহ আলাইহি ওয়া আল্মান (স) হচ্ছিসে বর্ণিত আকৃতিতে

দেখল। আৱ যে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু  
আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে তাঁৱ আসল  
সুৱতে স্বপ্নে দেখে, সে অবশ্য রসূল  
(সাল্লাল্লাহু  
আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কেই  
দেখেছে। কাৱণ, শয়তান তাঁৱ আকৃতি  
ধাৱণ কৱতে পাৱে না। অথচ তখন সে  
নিজ কক্ষে আপন বিছানায় শায়িত।  
দুনিয়াৰ ব্যাপারে এসব সম্ভব হলে  
আখেৱাতেৱ ব্যাপারে কেন সম্ভব হবে  
না?

### ✿ বৱয়ৰ্থী জীৱন অস্বীকাৱকাৱীদেৱ প্ৰশ্নেৱ জবাৰ ৪

বৱয়ৰ্থী জীৱন অস্বীকাৱকাৱীদেৱ  
ধাৱণা বা প্ৰশ্ন ছিল যে, যদি মৃতেৱ কবৱ  
উন্মুক্ত কৱা হয় তা হলে দেখা যায় মৃত  
ব্যক্তি পূৰ্বে যেমন ছিল তেমন রয়েছে।  
কবৱেৱ পরিসৱ বাঢ়েনি বা কমেনি। এৱ  
উত্তৱ বিভিন্ন ভাৱে দেওয়া যায় :-

১। আল্লাহ ও তাঁৱ রসূল (সাল্লাল্লাহু  
আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোন কাজেৱ  
আদেশ কৱলে বা কোন ব্যাপারে সংবাদ

দিলে তা মান্য ও বিশ্বাস করা ছাড়া ঈমানদার নর-নারীর ভিন্ন কোন ক্ষমতা থাকে না। বিশেষ করে এজাতীয় অমূলক সংশয়-সন্দেহের ক্ষেত্রে। যদি অস্বীকার কারী ব্যক্তি শরীয়ত কর্তৃক সরবরাহকৃত বিষয়সমূহে যথাযথ চিন্তা-ভাবনা করে তা হলে সে এইসব সংশয়-সন্দেহের অসারতা অনুধাবন করতে পারে। বলা হয়:

‘অনেকেই বিশুদ্ধ বক্তব্যের মধ্যে দোষক্রতি খুজে বেড়ায়, অথচ প্রকৃত দোষ বা বিপদ তার রঙগুলি বুদ্ধিমত্তায়ই নিহিত।’

২। বরষাখী জীবন সম্পর্কিত খবরসমূহ ঈমান বিল গায়ের বা অদৃশ্যে বিশ্বাস স্থাপনের অর্তভূক্ত। ইন্দ্রিয়শক্তির মাধ্যমে তা উপলব্ধি করা যাবে না। যদি ইন্দ্রিয় বা অনুভূতির মাধ্যমে উপলব্ধি করা যেতো তা হলে ঈমান বিলগায়বের উপকারিতা আর থাকেনা এবং অদৃশ্যজ্ঞানে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী একই পর্যায়ভূক্ত হয়ে যায়।

৩। কবরের শান্তি ও শান্তি এবং  
প্রস্তুতা ও সংকীর্ণতা কেবল মাত্র  
কবরবাসী মৃত ব্যক্তিই অনুভব কতে,  
অন্যেরা নয়। যেমন ঘুমত ব্যক্তি স্বপ্নে  
কোন বিপদে পতিত হয়ে ভীষণ কষ্টে  
অস্থির হতে থাকে, কিন্তু নিকটে উপবিষ্ট  
ব্যক্তি মোটেই তা টের পায় না। আর  
যেমন সমবেত সাহাবায়ে কেরামের  
মাঝে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি  
ওয়া সাল্লাম) এর প্রতি ওহী অবতীর্ণ  
হতো রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি  
ওয়া সাল্লাম) তা শুনতেন ও কঠস্থ  
করতেন, কিন্তু সাহাবীগণ কিছুই শুনতেন  
না। অনেক সময় জিবরাইল (আঃ) ওহী  
নিয়ে আগমন করতেন রাসূলুল্লাহ  
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে  
পাঠ করে শুনাতেন। হজুর শুনতেন, ও  
দেখতেন, কিন্তু সাহাবীগণ টেরও  
পেতেন না।

৪। মানুষের জ্ঞান অতি সামান্য ও  
সীমিত। সৃষ্টির অনেক বক্ষ মানুষের  
ইন্দ্রিয় ও চেতনা এবং জ্ঞানের উর্ধ্বে।

এভাবে সপ্তাকাশ, যমীন ও  
এতদুভয়ের সব বস্তু আল্লাহর তস্বীহ  
পাঠ করে। তাদের এ তস্বীহপাঠ  
সত্যিকারের। কিন্তু তা আমাদের  
বোধশক্তি ও অনুভূতির উৎরে। তা  
সাধারণ মানুষের শ্রতিগোচর হয় না।  
আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন :

(( تَسْبِحُ لِهِ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ . وَإِنْ مَنْ شَاءَ إِلَّا يَسْبِحُ بِحَمْدِهِ وَلَكُنْ لَا تَفْهَمُونَ تَسْبِيحةً لَهُمْ . إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ))

অর্থঃ “সপ্তাকাশ ও পৃথিবী এবং  
গুলোর মধ্যে যা কিছু আছে সমস্ত কিছু  
তাঁরই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে।  
এবং এমন কিছু নেই যা তাঁর প্রশংসা,  
পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে না।  
কিন্তু তাদের পবিত্রতা, মহিমা ঘোষণা  
তোমরা অনুধাবন করতে পার না।  
নিশ্চয় তিনি অতি শহনশীল,  
ক্ষমাপ্রায়ণ। (সূরা- শু'আরা আয়াত-৪৪)

আর এভাবেই শয়তান ও জিনদের  
পৃথিবীতে গমনাগমন। জিনদের একদল

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট উপস্থিত হয়ে নিরবে কোরআন শ্রবণ করার পর ইসলাম গ্রহণ করে এবং আপন সম্প্রদায়ের প্রতি ভীতিপ্রদর্শনকারী হিসেবে প্রত্যাবর্তন করে। এতদসত্ত্বেও তারা আমাদের দৃষ্টির অগোচরে।

এই সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলেন :

(( يابنی آدم لایفتنکم الشیطان كما أخرج أبویکم من الجنة - ينزع عنهمَا لبًا سهْمًا لیریهمَا سوءاتهمَا . إِنَّهُ يرَاکمْ هُوَ وَقَبْلَهُ مِنْ حِیثُ لَا تَرُونَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشیاطین أُولیاء لِلذِّینَ لَا يُؤْمِنُون ))

অর্থ: “হে বনী আদম! শয়তান যেন তোমাদেরকে বিভ্রান্ত না করে, যেমন সে তোমাদের পিতা-মাতাকে(বিভ্রান্ত করে) জান্নাত থেকে বের করে দিয়েছিল। এমতাবস্থায় যে তাদের পোষাক তাদের থেকে খুলিয়ে দিয়েছিল; যাতে তাদেরকে তাদের লজ্জাস্থান দেখিয়ে দেয়। সে এবং তার দলবল তোমাদেরকে দেখে; যেখান থেকে তোমরা তাদেরকে দেখ না। আমি

শয়তানদেরকে তাদের বন্ধু করে  
দিয়েছি, যারা ঈমান আনে না ।

(সূরা আল আ'রাফ, আয়াত- ২৭)

আর যখন সৃষ্টিলোক পৃথিবীতে  
বিরাজমান সবকিছু উপলব্ধি করতে  
পারেনা, তখন তাদের পক্ষে তাদের  
উপলব্ধির বাইরে বিরাজমান যে সব  
অদৃশ্য বিষয়াদি ছাবেত রয়েছে সেগুলো  
অস্বীকার করা জায়েয হবেনা ।

### ✿ ষষ্ঠম ভিত্তি: ঈমান বিল কৃদার অর্থাৎ ভাগ্যের প্রতি ঈমান

শরীরতের পরিভাষায় ‘কৃদার’ (در) শব্দের অর্থ: আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক  
স্মীয় হেকমত ও জ্ঞান অনুসারে  
সৃষ্টিকুলের পরিমাপ-পরিমান বা ভাগ্য  
নির্ধারণ ।

ভাগ্যের প্রতি ঈমানের মধ্যে  
নিম্নোক্ত চারটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত  
রয়েছে:-

**প্রথম:** এই বিশ্বাস স্থাপন করা যে, অনাদিকাল হতে অনন্তকাল পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা তার নিজের ও তার বান্দাহদের কার্যাবলী সংশ্লিষ্ট সব কিছু সম্পর্কে সামগ্রিক ও বিশেষ ভাবে অবগত আছেন।

**দ্বিতীয়:** এই বিশ্বাস স্থাপন করা যে আল্লাহ পাক যা কিছু নির্দারণ ও সম্পাদন করেছেন সব কিছুই তিনি তার লাওহে মাহফুজে (সংরক্ষিত ফলকে) লিখে রেখেছেন।

এ দুটো বিষয় সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

((أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ.  
إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ))

**অর্থ:** “তোমার কি জানা নেই, আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে আল্লাহ তা অবগত আছেন। নিশ্চয়ই উহা একটি কিতাবে সংরক্ষিত আছে। উহা আল্লাহর নিকট অতি সহজ।

(সূরা আল হজ্জ আয়াত : ৭০)

হয়রত আব্দুল্লাহ বিন আমর ইবনুল  
আস (রাঃ)বর্ণনা করেন: আমি রাসূলুল্লাহ  
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে  
এরশাদ করতে শুনেছি যে, আল্লাহ  
তা'আলা আসমান ও যমীন সৃষ্টি করার  
পদ্ধতিশ হাজার বছর আগে সমগ্র সৃষ্টিজ  
তের ভাগ্য সমূহ লিপিবদ্ধ করেন।

(সহীহ মুসলিম)

**তৃতীয়:** এই বিশ্বাস স্থাপন করা  
যে, সমগ্র বিশ্বজগতের কোন কিছুই  
আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ব্যতীত  
সংঘটিত হয়না। সেটি তার নিজের  
কার্যসম্পর্কিত হোক অথবা তার সৃষ্টির  
কার্যসম্পর্কিত হোক।

আল্লাহ পাক তার কার্যসংশ্লিষ্ট বিষয়  
সম্পর্কে বলেন :

(( وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يِشَاءُ وَيَخْتَارُ ))

**অর্থ:** “আপনার প্রভু-প্রতিপালক যা  
ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং যাকে ইচ্ছা  
মনোনীত করেন।”(সূরা কাসাস, আয়াত-৬৮)

আল্লাহ তা'আলা আরো এরশাদ  
করেন :

(( وَيَفْعُلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ))

অর্থ: “আল্লাহ যা ইচ্ছা তা করেন।”

(সূরা ইব্রাহীম-২৭)

আরো এরশাদ হচ্ছে :

(( هُوَ الَّذِي يَصُورُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا

إِلَهٌ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ))

অর্থ: “তিনিই সেই আল্লাহ, যিনি  
তোমাদের আকৃতি গঠন করেন মায়ের  
গর্ভে, যেমন তিনি ইচ্ছা করেন। তিনি  
ছাড়া আর কোন সত্য উপাস্য নেই।  
তিনি প্রবল পরাক্রমশীল, প্রজ্ঞাময়।”

(সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ৬)

মাখলুকাতের কর্ম-কাও সংশ্লিষ্ট বিষয়  
সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলেন :

(( وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسْطَطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتُلُوكُمْ ))

অর্থঃ “যদি আল্লাহ্ ইচ্ছে করতেন,  
তবে তোমাদের উপর তাদেরকে প্রবল  
করে দিতেন। ফলে তারা অবশ্যই  
তোমাদের সাথে ঘুর্ন করত।”

(সূরা নিসা, আয়াত ৪ ৯০)

আরো এরশাদ হচ্ছে ৪

(( وَلَوْ شاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذِرْهُمْ وَمَا يُفْتَرُونَ ))

অর্থঃ “যদি আল্লাহ্ চাইতেন, তবে  
তারা একাজ করত না। অতএব, আপনি  
তাদেরকে এবং তাদের বানোয়াট  
বুলিকে পরিত্যাগ করুন।”

(সূরা আল আন'আম, আয়াত ৪ ১৩৭)

**চতুর্থ:** এ বিশ্বাস স্থাপন করা যে,  
সমগ্র সৃষ্টিজগৎ, তাদের সত্তা, গুণ এবং  
কর্ম তৎপরতাসহ সবই আল্লাহর সৃষ্টি।  
আল্লাহ পাক এ প্রসঙ্গে বলেন ৪

(( إِنَّهُ خَالقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكَيلٌ ))

অর্থঃ “আল্লাহ প্রতিটি বস্তুর সৃষ্টিকর্তা  
এবং তিনিই সব কিছুর তত্ত্বাবধায়ক।”  
(সূরা যুমার-৬২)

আল্লাহ পাক আরো এরশাদ হচ্ছে :

(( وَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ فِدِيرَةٌ ))

অর্থ: “তিনি প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি  
করেছেন, তারপর উহা নির্ধারণ করেছেন  
পরিমিত ভাবে।” (আল-ফুরকান-২)

আল্লাহ পাক হ্যরত ইব্ৰাহীম  
(আঃ) সম্পর্কে বলেন যে তিনি তাঁর  
সম্প্রদায়কে বলে ছেন :

(( وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ))

অর্থ: “আল্লাহই তোমাদেরকে সৃষ্টি  
করেছেন এবং তোমরা যে সব কর্ম  
সম্পাদন করছো সবই তিনি সৃষ্টি  
করেছেন।”(সূরা আস্ত ছাফফাত, আয়াত : ৯৬)

এখানে লক্ষণীয় যে “ঈমান বিল কৃদার” বা তক্ষণীরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার কারণে মানুষের ইচ্ছাধীন কর্মসমূহের উপর তার ইচ্ছা ও ক্ষমতা নিঃশেষ হয়ে যায় না, বা সে অক্ষম হয়ে পড়ে না। কেননা, শরীয়ত ও বাস্তব অবস্থা বান্দাহর ইচ্ছার উপস্থিতি প্রমাণ করে।

### ১। শরীয়তের আলোকে:

আল্লাহ পাক বান্দাহর ইচ্ছা প্রসঙ্গে  
এরশাদ করেন :

(( ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مأبا ))

অর্থ: “ঐ দিবস সত্য। সুতরাং যার  
ইচ্ছা সে তার প্রভু-প্রতিপালকের নিকট  
তার প্রত্যাবর্তনস্থল তৈরী করে রাখুক।”

(সূরা নাবা-৩৯ )

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

অর্থ: “অতএব তোমরা তোমাদের  
শষ্য-ক্ষেত্রে (স্ত্রীদের কাছে) যেভাবে  
ইচ্ছা গমন করতে পার।” (সূরা বাক্সারা-  
২২৩)

আল্লাহ পাক বান্দাহর সামর্থ্য  
সম্পর্কে বলেনঃ

((قَاتَقُوا اللَّهُ مَا أَسْتَطَعُتُمْ))

অর্থ: “অতএব তোমরা আল্লাহকে  
যথাসাধ্য ভয় কর।” (সূরা আত্ তাগাবুন,  
আয়াত ৪ ১৬)

আল্লাহপাক অন্যত্র এরশাদ করেনঃ

((لَا يَكُلفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وَسْعَهَا لَهَا مَا كَسِبَتْ وَعَلَيْهَا  
مَا أَكْتَسَبَتْ))

অর্থঃ “আল্লাহ কাউকে তার  
সাধ্যাতীত কোন কাজের দায়িত্ব দেন  
না, সে তাই পায় যা সে উপার্জন করে  
এবং তাই তার উপর বর্তায় যা সে  
করে।” (সূরা আল বাক্সারা, আয়াত ৪ ২৮৬)

{ অর্থাৎ মানুষ সওয়াব সে কাজের জন্যই  
পাবে, যা সে স্বেচ্ছায় করে এবং শান্তি সে  
কাজের জন্যই পাবে যা সে স্বেচ্ছায় করে। }

অনুবাদক

## ২। বাস্তবতার আলোকে ৪

প্রত্যেক মানুষ জানে যে, তার ইচ্ছাশক্তি রয়েছে, সামর্থ্যও রয়েছে। এই দুই বিষয়ের বলে সে কোন কাজ করে বা কাজ থেকে বিরত থাকে। আর যা তার ইচ্ছায় সংঘটিত হয়, যেমন, চলাফেরা করা এবং যা তার অনিচ্ছাকৃত হয়, যেমন, কাঁপুনি; এই উভয় প্রকার কাজের মধ্যে সে পার্থক্য নির্ধারণ করে থাকে। কিন্তু বান্দাহর ইচ্ছা ও সামর্থ্য আল্লাহর ইচ্ছা ও সামর্থ্যের অধীন ও অনুগত।

আল্লাহ পাক বলেনঃ

অর্থ: “ যার ইচ্ছা সে যেন সঠিক  
পথে সরল হয়ে চলে। আর আল্লাহ  
রাকুল 'আলামীনের ইচ্ছার বাইরে

তোমাদের কেন ইচ্ছা কার্যকর হতে  
পারে না।” (সূরা তাক্তীর-২৮-২৯)

যেহেতু সমগ্র বিশ্বজগৎ আল্লাহ  
পাকের রাজত্ব, তাই তার রাজত্বে তার  
অজানা কিছু ঘটতে পারে না।

উপরোক্ষেথিত আমাদের বর্ণনানুবায়ী  
তাকৃদীরের উপর বিশ্বাস বান্দাহকে তার  
ওয়াজিব আদায় না করার অথবা পাপে  
লিঙ্গ হওয়ার পক্ষে কোন ছজ্জত পেশ  
করার সুযোগ প্রদান করেনা। সুতরাং  
তাকৃদীরের উপর বিশ্বাস নিয়ে এই  
ধরণের ছজ্জত উপস্থাপন করেকঠি  
কারনে বাতিল; তন্মধ্যে:-

**প্রথম:** আল্লাহ পাক এরশাদ করেনঃ

((سِيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لِوْشَاءَ اللَّهِ مَا أَشْرَكُنَا  
وَلَا أَبَائُنَا وَلَا هُرْمَنَا مِنْ شَيْءٍ. كَذَلِكَ كَذَبُ الَّذِينَ مِنْ  
قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا بَأْسَنَا. قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ  
فَتَخْرُجُوهُ لَنَا. إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظُّنُونَ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا  
تَخْرُصُونَ))

অর্থ: “এখন মুশরেকরা বলবে,  
 যদি আল্লাহ পাক ইচ্ছা করতেন তবে না  
 আমরা শিরক করতাম, না আমাদের  
 বাপ-দাদারা এবং না আমরা কোন  
 বস্তুকে হারাম করতাম। এমনি ভাবে  
 তাদের পূর্ববর্তীরা মিথ্যারোপ করেছে,  
 শেষ পর্যন্ত তারা আমার শাস্তি আস্বাদন  
 করেছে। আপনি বলুন ৪ তোমাদের  
 কাছে কি কোন প্রমাণ আছে, যা  
 আমাদেরকে দেখাতে পার? তোমরা  
 শুধুমাত্র আন্দাজের অনুসরণ কর এবং  
 তোমরা শুধু অনুমান করে কথা বল।”

(সূরা আন্সাম, আয়াত ৪: ১৪৮)

যদি তক্কদীর হজ্জত হত তবে  
 আল্লাহ তা’আলা তাদেরকে অবাধ্যতার  
 কারণে শাস্তি দিতেন না।

**দ্বিতীয়: আল্লাহ পাক এরশাদ করেন:**

((رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس  
 على الله حجة بعد الرسل. وكان الله عزيزا حكيما ))

অর্থ: “রাসূলগণকে সুসংবাদ দাতা  
ও ভীতি প্রদর্শনকারী হিসেবে প্রেরণ  
করেছি, যাতে রসূলগণের পরে আল্লাহর  
প্রতি অপবাদ আরোপ করার মত কোন  
অবকাশ মানুষের জন্য না থাকে।  
আল্লাহ প্রবল পরাক্রমশালী প্রাজ্ঞ।”  
(সূরা আন্ন নিসা আয়াত ৪ ১৬৫)

যদি তক্কদীর পথভ্রষ্ট লোকদের জন্য  
হজ্জুত হতো তবে নবী-রসূলগণ প্রেরিত  
হওয়ার উপরোক্ষেথিত উদ্দেশ্য হাচেল  
হয়না। কেননা, নবী এবং রসূলগণের  
আগমনের পরেও অবাধ্যতা তকদীরের  
কারণে সংঘটিত হয়েছে।

**তৃতীয়:** বোখারী ও মুসলিম শরীফে  
হজরত আলী ইবনে আবু তালেব (রাঃ)-  
থেকে একটি হাদীস বর্ণিত আছে। রসূল  
করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)  
বলেন: ‘তোমাদের মধ্যে এমন কোন  
লোক নেই, যার ঠিকানা বেহেশতে বা  
দোয়থে লেখা হয়নি।’ উপস্থিত  
শ্রোতাদের মধ্যে এক লোক বলল, হে  
আল্লাহর রাসূল! তাহলে আমরা কি  
ভাগ্যের উপর তাওয়াকুল তথা ভরসা  
করে থাকব না? রাসূল তদুত্তোরে

বললেন : না, আমল করতে থাক, যাকে  
যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে, সে তা  
সহজ পাবে। তারপর তিনি (সাল্লাহু  
আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পাঠ করলেন :

অর্থ: “ আর যে দান করে,  
আল্লাহকে ভয় করে এবং যা উত্তম তা  
সত্য বলে মেনে চলে আমি তার জন্য  
সুগম করে দেব সহজ পথ । ”

(সূরা লাইল-৭)

মুসলিম শরীফের হাদীসে এইভাবে  
আসছে:

‘যে যার জন্য সৃষ্টি তা তার জন্য  
সহজলভ্য হয় । ’

তাই রাসূল (সাল্লাহু আলাইহি  
ওয়া সাল্লাম) এখানে কাজ করে যাওয়ার  
নির্দেশ দিয়েছেন এবং তক্কদীরের উপর  
ভরষা করে থাকতে নিষেধ করেছেন ।

চতুর্থ:- আল্লাহ তাআলা বান্দাহকে  
কতিপয় বিষয়ের আদেশ এবং কতিপয়  
বিষয় থেকে নিষেধ করেছেন । তাকে

তার ক্ষমতা ও সাধ্যের বাইরে কিছুই করতে বলেননি।

আল্লাহ পাক বলেন :

((فَإِنَّ اللَّهَ مَا مُسْتَطِعُهُمْ))

অর্থঃ অতএব তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহকে ভয় কর। (সূরা তাগারুন-১৬)

আরো এরশাদ হচ্ছে-

((لَا يَكْلُفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا))

অর্থঃ “আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কোন কাজের দায়িত্ব দেন না।” (সূরা বাক্সারা, আয়াত-২৮৬)

যদি বান্দাহ কোন কাজ করার ক্ষেত্রে বাধ্যই থাকত, তাহলে তাকে তার সাধ্য ও ক্ষমতার বহিভূত এমন কাজের নির্দেশ দেওয়া হতো যা থেকে তার রেহাই পাওয়ার কোন উপায় থাকতো না। আর সেটা বাতেল। তাই বান্দাহ ভুল, অজ্ঞতা বশতঃ অথবা জোরপূর্বক অনিচ্ছাকৃত কোন পাপ করলে তাতে তার গোনাহ হয় না।

**পঞ্চম:** আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত তাকদীর তথা ভাগ্য সম্পর্কে বান্দাহর কোন জ্ঞান নেই। ইহা অদৃশ্য জগতের এক গোপন রহস্য। তক্কদীরের বিষয় সংঘটিত হওয়ার পরই কেবল বান্দাহ তা জানতে পারে। বান্দাহর ইচ্ছা তার কাজের পূর্বে থাকে; তাই তার ইচ্ছা আল্লাহর তাকদীর জানার উপর ভিত্তি করে হয়ন। এমতাবস্থায় তক্কদীরের দোহাই দেওয়ার কোন অর্থ হয়ন। যে বিষয় বান্দাহর জানা নেই সে বিষয়ে তার কোন হজ্জত হতে পারেন।

**ষষ্ঠম:** আমরা লক্ষ্য করি, মানুষ পার্থিব বিষয়ে সদাসর্বদা যথোপযুক্ত ও সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে আগ্রহী হয়ে থাকে। কখনও ক্ষতিকর ও অলাভজনক কাজে পা বাড়ায় না। তখন তাকদীরের দোহাই দেয় না। ধর্মীয় কাজে উপকারী দিক ছেড়ে দিয়ে ক্ষতিকর ও নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হয়ে তাকদীরের দোহাই দেয় কেন? ব্যাপারটা কি উভয় ক্ষেত্রে এক নয়?

● প্রিয় পাঠক আপনার সম্মুখে একটি

উদাহরণ পেশ করছি যা বিষয়টি স্পষ্ট  
করে দিবে।

যদি কারো সামনে দুটি পথ থাকে।  
এক পথ তাকে এমন এক দেশে নিয়ে  
পৌছাবে যেখানে শুধু নৈরাজ্য, খুন-  
খারাবি, লুটপাট, ভয়-ভীতি ও দুর্ভিক্ষ  
বিরাজমান। দ্বিতীয় পথ তাকে এমন  
স্বপ্নের শহরে নিয়ে যাবে যেখানে শৃঙ্খলা  
নিরাপত্তা, সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও জান-মালের  
নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিদ্যমান।  
এমতাবস্থায় সে কোন পথে চলবে?  
নিশ্চিত ভাবে বলা যাবে যে সে দ্বিতীয়  
পথে চলবে, যেখানে শান্তি ও আইন-  
শৃঙ্খলা বলবৎ রয়েছে। কোন বুদ্ধিমান  
লোক প্রথম পথে পা দিয়ে ভাগ্যের  
দোহাই দিবে না। তাহলে মানুষ  
আখিরাতের ব্যাপারে বেহেশতের পথ  
ছেড়ে দোষখের পথে চলে কৃদরের  
দোহাই দিবে কেন?

### ❖ দ্বিতীয় উদাহরণ

রোগীকে ঔষধ সেবন করতে বললে  
তা তিক্ত হলেও সে সেবন করে। কোন  
বিশেষ খাবার নিষেধ করা হলে তা খায়  
না, যদিও তার মন তা খেতে চায়। এ

সব শুধু নিরাময় ও রোগমুক্তির আশায় ।  
সে কৃদারের তথা ভাগ্যের দোহাই দিয়ে  
ওষুধ সেবন থেকে বিরত থাকে না বা  
নিষিদ্ধ খাদ্য ভক্ষণ করে না । ।

তাহলে মানুষ আল্লাহ এবং তার  
রসূলের নির্দেশাবলী বর্জন এবং  
নিষেধাবলী অমান্য করে ভাগ্যের দোহাই  
দেবে কেন?

**সপ্তমঃ** যে ব্যক্তি তার উপর  
ওয়াজিব ত্যাগ করে অথবা পাপকাজ  
করে ভাগ্যের দোহাই দেয়, যদি তার  
ধন-সম্পদ বা মান সম্মানে কেউ যদি  
আঘাত হেনে বলে, এটাই তাকদীরে  
লেখা ছিল, আমাকে দোষারূপ করো না,  
তখন সে তার যুক্তি গ্রহণ করবে না।  
তাহলে কেমন করে সে তার উপর  
অন্যের আক্রমনের সময় তক্তদীরের  
দোহাই স্বীকার করে না এবং সে  
আল্লাহর হককে আঘাত হেনে তক্তদীরের  
দোহাই দেবে কেন?

উল্লেখ্য, একদা হ্যরত উমর ইবনে  
খাতাব (রাঃ) এর দরবারে এক চোরকে

হাজির করা হয়। তার হাত কর্তনের  
নির্দেশ দেয়া হলে সে বলে! হে  
আমিরূপ মুমেনীন! থামুন, আল্লাহ  
তাকুদীরে লিখে রেখেছেন বলে আমি  
চুরি করেছি। উমর ইবনে খান্দাব (রাঃ)  
বললেন আমরা ও আল্লাহ তাকুদীরে  
লিখে রেখেছেন বলে হাত কর্তনের  
নির্দেশ দিয়েছি।

তক্তদীরের উপর সৈমানের  
বহুবিধি ফল রয়েছে; তন্মধ্যে  
বিশেষ করে কটি হলো ৪

১। ঈমান বিল ক্ষদর দ্বারা উপায়-  
উপকরণ গ্রহনকালে বান্দাহর অন্তরে  
আল্লাহ তা'আলার উপর তাওয়াক্কুল ও  
ভরসার সৃষ্টি হয়; এমনভাবে যে বান্দাহ  
উপায়-উপকরণের উপর ভরসা করেনা।  
কেননা, প্রতিটি বস্তুই আল্লাহ তা'আলার  
তকুদীরের আওতাধীন।

২। বান্দাহ তার কোন উদ্দেশ্য  
সাধিত হলে সে যেন নিজের সামগ্র্যের  
উপর উৎফুল্ল বা আত্মগবী হয়ে না  
উঠে। কারন, যা অর্জিত হয়েছে তা

সবই আল্লাহর নেয়ামত যা তিনি কল্যান  
ও সাফল্যের উপকরণ দ্বারা নির্ধারণ  
করে রেখেছেন। আর আত্মগবী হলে  
বান্দাহ এই নিয়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞতা  
জ্ঞাপন করতে ভুলে যেতে পারে।

৩। ঈমান বিল কৃদার দ্বারা বান্দাহর  
উপর আল্লাহর তক্কদীর অনুযায়ী যা  
কার্যকরী হয় তাতে তার অন্তরে প্রশান্তি  
ও নিশ্চিন্ততা অর্জিত হয়। ফলে সে  
কোন প্রিয় বস্তু হারালে বা কোন প্রকার  
কষ্ট ও বিপদাপদ আপত্তি হলে  
বিচলিত হয়না। কারন, সে জানে যে,  
সবকিছুই সেই আল্লাহর তক্কদীর  
অনুযায়ী ঘটছে, যিনি আকাশমণ্ডল ও  
পৃথিবীর মালিক। যা ঘটবার তা  
ঘটবেই।

এই প্রসঙ্গে আল্লাহ পাক বলেনঃ

(( مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي  
أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مَّا قَبْلَ أَنْ نُبَرِّ أَهَا إِنْ ذَلِكَ عَلَى  
اللَّهِ يُسِيرٌ - لَّكِيلًا تَأسُوا عَلَى مَا فَاتُوكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا  
آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ))

অর্থ: “পৃথিবীতে এবং তোমাদের  
নিজেদের উপর যে সব বিপদাপদ আসে  
জগৎ সৃষ্টির পূর্বেই তা একটি কিতাবে  
লিপিবদ্ধ রয়েছে। নিশ্চয়ই এটা আল্লাহর

পক্ষে অতি সহজ। এটা এজন্য, যাতে তোমরা যা হারিয়ে ফেলো তজ্জন্য দুঃখিত না হও এবং তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন, তজ্জন্য উল্লিখিত না হয়ে উঠ। আল্লাহ্ কোন উদ্বৃত্ত অহংকারীকে পছন্দ করেন না।”

(সূরা আল হাদীদ, আয়াত ৪: ২২-২৩)

নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: “মুমেনের ব্যাপারে আশচর্য হতে হয়; তার সব ব্যাপারেই কল্যাণ নিহিত। একমাত্র মুমেনের ব্যাপারেই তা হয়ে থাকে। আনন্দের কিছু হলে সে শুভরিয়া জ্ঞাপন করে, তখন উহা তার জন্য কল্যাণ বরে আনে। আর যখন তার উপর কোন ক্ষতিকর বিষয় আপত্তি হয় তখন সে ছবর ও ধৈর্য ধারণ করে, তখন তার জন্য উহাও কল্যাণকর হয়ে উঠে।”

(মুসলিম শরীফ)

✿ তক্তদীর সম্পর্কে দুটি সম্প্রদায় পথভৃষ্ট হয়েছে; তন্মধ্যে:-

## একটি হলোঃ আল্যাবুরিয়াহ :

এরা বলেঃ বান্দাহ তাকুদীরের কারণে স্বীয় ক্রিয়া-কর্মে বাধ্য, এতে তার নিজস্ব কোন ইচ্ছা শক্তি বা সামর্থ্য নেই।

## ড্বিতীয়টি হলোঃ আলকুদারিয়াহ :

এদের বক্তব্য হলোঃ বান্দাহ তার যাবতীয় কর্ম-কাণ্ডে স্বীয় ইচ্ছা ও শক্তির ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পন্ন, তার কাজে আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা বা কুদরতের কোন প্রভাব নেই।

শরীয়ত ও বাত্তবাতার আলোকে প্রথম দল (জাবুরিয়াহ)-এর বক্তব্যের জবাব:

### ক - শরীয়ত:

নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক তার বান্দাহর জন্য ইরাদা ও ইচ্ছাশক্তি সাব্যস্ত করেছেন এবং বান্দাহর প্রতি তার কার্য-ক্রিয়ার সম্বন্ধও আরোপ করেছেন।

আল্লাহ পাক বলেন :

(( منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ))

অর্থঃ “তোমাদের কারো কাম্য হয় দুনিয়া আবার কারো কাম্য হয় আখেরাত ।” (সূরা ইমরান, আয়াত : ১৫৭)

আল্লাহ পাক অন্যত্র এরশাদ করেন :

(( وَقُلْ لِّهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ - فَمَنْ شَاءْ فَلْيَؤْمِنْ وَمَنْ شَاءْ فَلْيَكْفُرْ . إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سَرَادِقَهَا ))

অর্থঃ “বল, সত্য তোমার প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আগত। অতএব, যার ইচ্ছা বিশ্বাস স্থাপন করুক এবং যার ইচ্ছা কুফরী করুক। আমি জালেমদের জন্য অগ্নি প্রস্তুত করে রেখেছি। যার বেষ্টনী তাদেরকে পরিবেষ্টিত করে রাখবে ।”

(সূরা কাহফ, আয়াত : ২৯)

আল্লাহ পাক আরো বলেন :

(( من عمل صالحًا فلنفسه ومن أساء فعلتها وما ربك  
بظلام للعبيد ))

অর্থঃ “যে সৎকর্ম করে সে নিজের উপকারের জন্যই করে, আর যে অসৎকর্ম করে, তা তারই উপর বর্তাবে। আপনার পালনকর্তা বান্দাহদের প্রতি মোটেই যুলূম করেন না।

(সূরা ফুস্সিলাত-৪৬)

### খ- বাস্তবতা :

সব মানুষেরই জানা আছে যে, তার কিছু কর্ম স্বীয় ইচ্ছাধীন, যা তার আপন ইচ্ছায় সম্পাদিত করে, যেমন খাওয়া-দাওয়া, পান করা এবং ক্রয়-বিক্রয় করা। আর কিছু কাজ তার অনিচ্ছাধীন, যেমন অসুস্থ্যতার কারণে শরীর কম্পন করা ও উঁচু স্থান থেকে নিচের দিকে পড়ে যাওয়া। প্রথম ধরণের কাজে মানুষ ইচ্ছাধীন কর্তা, এত কোন বাধ্যবাধকতা নেই। আর দ্বিতীয় প্রকার কাজ-কর্মে তার কোন হাত নেই, এতে তার কোন ইচ্ছা কার্যকর হয়না।

শরীয়ত ও যুক্তির আলোকে দ্বিতীয়  
দল (কন্দারিয়াহ)-এর বক্তব্যের জবাব:

### ক - শরীয়ত:

আল্লাহ পাক সমস্ত বস্তুরাজির স্বষ্টা,  
জগতের সব বস্তু আল্লাহর ইচ্ছায় অঙ্গিত্ব  
লাভ করে। আল্লাহ পাক তার পবিত্র  
গ্রন্থে স্পষ্ট করে বলেছেন যে,  
বান্দাহদের সব কর্ম-কাণ্ডও আল্লাহর  
ইচ্ছার অধিনে বাস্তবায়িত হয়ে থাকে।

আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন :

((ولو شاء الله ما اقتل الذين من بعدهم من  
جاءتهم البينات ولكن اختلوا فمنهم من آمن ومنهم من  
كفر . ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد ))

অর্থ: “আর আল্লাহ যদি ইচ্ছা  
করতেন, তাহলে পরিষ্কার প্রমাণাদি  
এসে যাবার পর পয়গম্বরদের পরবর্তীরা  
পরম্পর লড়াই-বিঘাতে লিঙ্গ হতোনা।  
কিন্তু তাদের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়ে  
গেলো। অতঃপর তাদের কেউ তো

ঈমান এনেছে, আর কেউ হয়েছে  
কাফের। আর আল্লাহ যদি ইচ্ছা  
করতেন তাহলে তারা পরম্পর লড়াই  
করতো না। কিন্তু আল্লাহ তাই করেন,  
যা তিনি ইচ্ছা করেন।”

(সূরা আল বাকারা আয়াত : ২৫৩)

আল্লাহ পাক আরো বলেন :

((ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ولكن حق  
القول مني لأملأن جهنم من الجنّة والناس أجمعين))

অর্থ: “আমি ইচ্ছা করলে প্রত্যেক  
ব্যক্তিকে সৎপথে পরিচালিত করতাম;  
কিন্তু আমার এ উক্তি অবধারিত সত্যঃ  
আমি জীব ও মানব উভয় দ্বারা অবশ্যই  
জাহান্নাম পূর্ণ করব।”

(সূরা সিজদা, আয়াত : ১৩)

### খ - যুক্তি:

একথা নিশ্চিত যে, সমগ্র বিশ্বজগৎ  
আল্লাহর মালিকানাধীন এবং মানুষ এই  
বিশ্বজগতেরই একটি অংশ, তাই সেও

আল্লাহর মালিকানাধীন। আর মালিকানা  
ধীন কোন সত্ত্বার পক্ষে মালিকের  
অনুমতি ও ইচ্ছা ব্যতিরেকে তার  
রাজত্বে কোন কিছু করা সম্ভব নয়।

# ইসলামী আকুদাহর লক্ষ্যসমূহ

ইসলামী আকুদাহর লক্ষ্যসমূহ  
অর্থাৎ উহার মহৎ উদ্দেশ্যাবলী যা সেই  
আকুদাহকে দৃঢ়ভাবে ধারন ও পালন  
করার ফলে অর্জিত হয়ে থাকে, সেগুলো  
অনেক ও বহুবিধ; যেমন:-

১। সর্বপ্রকার ইবাদত আল্লাহ  
সুবহানহ ওয়া তাআলার জন্য খালেছ  
নিরতে সম্পাদন করা। কেননা, তিনিই  
আমাদেও একমাত্র স্রষ্টা, এতে তাঁর  
কোন অংশীদার নেই। তাই, ইবাদত  
একমাত্র তারই জন্য হতে হবে।

২। আকুদার শৃণ্যতার ফলে উদ্ভব  
নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা থেকে চিন্তাধারা ও  
বুদ্ধিমত্তাকে মুক্ত করা। কারণ, এই  
আকুদাহবিহীন ব্যক্তি আকুদাহশুন্য ও  
বস্ত্রপূজারী হয় অথবা কুসংস্কার ও  
নানাবিধ আকুদাহগত ভাস্তিতে  
নিমজ্জিত থাকে।

৩। মানবিক ও চিন্তাগত প্রশান্তি অর্জন। ফলে, না মনে কোন প্রকারের উদ্বেগ ও বিষণ্নতা থাকে, না চিন্তাধারায় থাকে কোন অস্থিরতা। কারণ, এই আকৃতিদা আল্লাহর সাথে মুমিনের সম্পর্ককে জোরদার ও সুদৃঢ় করে দেয়। ফলে, সে তার স্রষ্টা ও প্রভু-প্রতিপালকের তাকৃতীর বা সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট থাকে। তার আত্মা লাভ করে শান্তি। ইসলামের জন্য তার অন্তও হয় উস্মেচিত এবং জীবনধর্ম হিসেবে সে ইসলাম ছাড়া বিকল্প কোন কিছুর দিকে তাকায় না।

৪। আল্লাহর ইবাদত, মানুষের সাথে লেন-দেন ও আচার আচরণে কাজ ও উদ্দেশ্যে পথবিচ্যুতি হতে নিরাপত্তা অর্জন। কেননা, যে ব্যক্তি তার আকৃতিদাহকে রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস ও তাদের অনুসরণের উপর স্থাপন করে তার আকৃতিদাহই উদ্দেশ্য ও কর্মগত দিক দিয়ে নিরাপদ ও বিশুদ্ধ হতে পারে।

৫। সব বিষয়ে সুচিত্তি ও দৃঢ়তার সাথে পদক্ষেপ নিতে সাহায্য লাভ হয়।

যাতে বান্দাহ সওয়াবের আশায় সৎ ও পুণ্যকাজের কোন সুযোগ হাতছাড়া করেনা এবং আখেরাতের কঠোর ও ভয়াবহ শাস্তির ভয়ে সব ধরণের পাপের স্থান থেকে নিজেকে দূরে রাখে। কারণ, ইসলামী আকৃতিদাহর অন্যতম মৌলিক বিশ্বাস হচ্ছে পুনরুত্থান ও কাজের প্রতিফল লাভের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন।

আল্লাহ পাক এরশাদ করেন :

((ولكل درجات مما عملوا وما ربكم بعما يعملون ))

অর্থঃ “প্রত্যেকের জন্য তাদের কর্মের আনুপাতিক মর্যাদা আছে এবং আপনার প্রভু-প্রতিপালক তাদের কর্ম সম্পর্কে বে-খবর নন।”

(সূরা আল আনআম, আয়াত : ১৩২)

নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এই লক্ষ্য সাধনের জন্য উৎসাহিত করে বলেন:

অর্থ: “শক্তিশালী মুমিন আল্লাহর নিকট দুর্বল মুমিনের চেয়ে উত্তম ও অধিক প্রিয়। প্রত্যেকের মধ্যেই কল্যান নিহিত আছে। তোমার জন্য যা কল্যাণকর ও উপকারী তা করতে সচেষ্ট হও এবং আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা কর। অপারগ ও অক্ষম হয়োনা। বিপদগ্রস্ত হলে এ কথা বলবে না যে, আমি যদি এটা করতাম, ওটা করতাম, তাহলে এমনটা হতো। বরং বল, আল্লাহ তাকন্দীরে যা রেখেছেন তা হয়েছে, আল্লাহ যা চান, তাই করেন। কারণ, “যদি” শব্দটি শয়তানী কাজের দ্বারা উন্মুক্ত করে দেয়।” (মুসলিম শরীফ)

৬। এমন এক শক্তিশালী জাতি গঠন করা যে জাতি আল্লাহর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করার, উহার ভিত্তিসমূহ মজবুত ও উহার পতাকা সমুন্নত করার লক্ষ্যে দুনিয়ার সব প্রতিকূল পরিস্থিতিকে উপেক্ষা করে জান ও মাল ব্যয় করবে।

এই প্রসঙ্গে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন :

((إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ))

অর্থঃ “তারাই মুমিন, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনার পর

সন্দেহ পোষণ করে না এবং আল্লাহর  
পথে জীবন ও ধন-সম্পদ দ্বারা জেহাদ  
করে। তারাই সত্যবাদী।”

(সূরা আল-হজুরাত, আয়াত ৪: ১৫)

৭। ব্যক্তি ও দল সংশোধন করে  
ইহকাল ও পরকালের শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য  
অর্জন করা এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে  
সওয়াব ও সম্মানী লাভ করা।

এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

(( من عمل صالحًا من ذكر أو أنتي وهو مؤمن  
فإن حببته حياة طيبة ولنجزءينهم أجرهم بأحسن ما كانوا  
يعملون ))

অর্থঃ “যে সৎ কর্ম সম্পাদন করে  
সে ঈমানদার পুরুষ হোক কিংবা নারী,  
আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব  
এবং প্রতিদানে তাদেরকে তাদের উন্নত  
কাজের কারণে প্রাপ্য পুরুষ্কার দেব, যা  
তারা করত।”

(সূরা আল নাহল আয়াত- ৯৭)

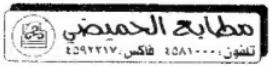
উপরোক্ত বিষয়গুলো হচ্ছে, ইসলামী  
আকুণ্ডীদার কতিপয় উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য।  
আল্লাহর কাছে দোয়া করি, তিনি যেন  
আমাদেরকে এবং সকল মুসলমানকে  
সেগুলো অর্জনের তাওফীক দান করেন।

আল্লাহর পক্ষ থেকে দরজন ও সালাম  
আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু  
আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উপর এবং  
তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাহাবায়ে  
কেরামদের উপর। আমীন।

## সমাপ্ত

# الفهرس

الصفحة	الموضوع
٣	× كلمة المترجم
٥	× المقدمة
٩	× الدين الإسلامي
١٣	× خصائص الدين الإسلامي
١٩	× أركان الإسلام
٢٧	× أسس العقيدة الإسلامية
٢٩	× الإيمان بالله تعالى
٦٣	× الإيمان بالملائكة
٧٤	× الإيمان بالكتب
٧٨	× الإيمان بالرسل
٩٨	× الإيمان باليوم الآخر
١٤٠	× الإيمان بالقدر
١٨٦	× أهداف العقيدة



الطباعة والنشر

fax: ٢٥٦١٠٠٠٣

٤٣٩٢٢١٧

# شرح أصول الإيمان

تأليف : فضيلة الشيخ العلامة

محمد بن صالح العثيمين  
رحمه الله -

عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية

ترجمة

محمد عليم الله بن إحسان الله

اللغة البنغالية

## إصدار

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأم الحمام  
تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

ت : ٤٨٢٦٤٦٦      فاكس : ٤٨٢٧٤٨٩

ص ب: ٣١٠٢١ - الرياض ١١٤٩٧

# مشروع إصلاح الأديان

تأليف: فضيلة الشيخ العلامة

محمد بن صالح العثيمين

رحمه الله

عضو هيئة كبار العلماء بالملكة العربية السعودية

ترجمة

محمد عليم الله بن إحسان الله

اللغة البنغالية



## إصدارات

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأم الحمام  
تحت إشراف وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد  
ت ١٤٩٧ ٤٨٢٦٤٦٦ فاكس ٤٨٢٧٤٨٩ ص ب ٢١٠٢١ الرياض